# উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

## উপজেলা- সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

**কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian Aid

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দূর্যোগ প্রবন দেশ। সারাবিশ্বে এই দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানাবিধ দূর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে দূর্যোগের মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে বড় আকারের দূর্যোগ যেমন,বন্যা,ঘূর্ণিঝড়,প্লাবন,জলোচ্ছাস,খরা,কালবৈশাখী ঝড়,নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ধ্বসের মত দূর্যোগগুলো পূনপৌনিকভাবে ঘটছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার দূর্যোগের বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে 'সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বাসবায়ন করেছে। সেই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচী বাসতবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রস্তুতি এবং সাড়া দানের প্রক্রিয়াকে শক্তি শালী করার বিধান দূর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশ সমুহে বর্ণিত আছে । এতে স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা ও অভিযোজন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে ।

সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা কর্মসূচীর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলার দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য 'ঘরনী নামক এনজিও কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উক্ত এনজিওটি উপজেলা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

আমি এই কাজে জড়িত সকল পক্ষ বিশেষ করে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য ,সকল ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য ,ঘরনী এনজিও এবং অন্যান্য সকল পক্ষকে এই জটিল কাজটি সূচারুভাবে সম্পাদনের জন্য (ধন্যবাদ জানাই)।

আমি আশা করি ,অত্র উপজেলায় গৃহীত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে অত্র উপজেলায় দুর্যোগের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী হবে।

তারিখঃ

15.09.14

এস এম আল মামুন
চেয়ারম্যান
সীতাকুন্ড উপজেলা পরিষদ
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

# সূচীপত্র


| **প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি** | **পৃষ্ঠা নং -** |
|---|---|
| ১.১ পটভূমি | ৪ |
| ১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য | ৪ |
| ১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি | ৫ |
| ১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান | ৫ |
| ১.৩.২ আয়তন | ৫ |
| ১.৩.৩ জনসংখ্যা | ৬ |
| ১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা | ৭ |
| ১.৪.১ অবকাঠামো | ৭ |
| ১.৪.২ সামাজিক সম্পদ | ১৫ |
| ১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু | ৩৩ |
| ১.৪.৪ অন্যান্য | ৩৪ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা** | |
| ২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস | ৪২ |
| ২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ | ৪৩ |
| ২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা | ৪৩ |
| ২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা | ৪৪ |
| ২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা | ৪৬ |
| ২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ | ৫০ |
| ২.৭ সামাজিক মানচিত্র | ৫৪ |
| ২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র | ৫৫ |
| ২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি | ৫৬ |
| ২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি | ৫৭ |
| ২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা | ৫৮ |
| ২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা | ৫৮ |
| ২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব | ৬৭ |
| **তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস** | |
| ৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ | ৭০ |
| ৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ | ৭৫ |
| ৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা | ৮৫ |
| ৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা | ৮৬ |
| ৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি | ৮৬ |
| ৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন | ৮৭ |
| ৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী | ৮৮ |
| ৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে | ৮৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান** | |
| ৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) | ৯৩ |
| ৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা | ৯৬ |
| ৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা | ৯৭ |
| ৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা | ৯৮ |
| ৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার | ৯৮ |

| | |
|---|---|
| ৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি | ৯৮ |
| ৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান | ৯৮ |
| ৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন | ৯৮ |
| ৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা | ৯৮ |
| ৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ | ৯৯ |
| ৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা | ৯৯ |
| ৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা | ৯৯ |
| ৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা | ৯৯ |
| ৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা | ৯৯ |
| ৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা | ১০০ |
| ৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ | ১০০ |
| ৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা | ১০০ |
| ৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন | ১০২ |
| ৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) | ১০৪ |
| ৪.৬ অর্থায়ন | ১০৫ |
| ৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ | ১০৮ |
| **পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা** | |
| ৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন | ১০৯ |
| ৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার | ১১০ |
| ৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা | ১১০ |
| ৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার | ১১০ |
| ৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ | ১১১ |
| ৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা | ১১১ |
| সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট | ১১২ |
| সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১১৪ |
| সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা | ১১৫ |
| সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা | ১২০ |
| সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা | ১২৬ |
| সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী | ১২৭ |

# প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচতি

## ১.১ পটভূমিঃ

এসওডি অনুযায়ী দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

বিশ্বের দুর্যোগ প্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি । বাংলাদেশে কম-বেশি সব জেলাতেই নানা ধরনের দুর্যোগ দেখা যায় এবং দূর্যোগ পূর্ণ জেলাগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা অন্যতম। ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, কাল বৈশাখী ঝড়সহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত করে থাকে । চট্টগ্রাম জেলাটি সমুদ্রবতী হওয়ার কারণে জলোচ্ছাস,বন্যা,ঘূর্ণিঝড় এ এলাকার জন্য একটা বড় আপদ ফলে জেলাটি প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের মাধ্যমে এজেলাতে কম বেশী কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । এ জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাটি অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ উপজেলা কারণ সন্দ্বীপ চ্যানেলটি সীতাকুন্ডের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এই উপজেলাটি। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেরই কম বেশী বন্যা, অতিবৃষ্ট, কালবৈশাখী ঝড়, লবনাক্ততা, পাহাড়ী ঢল, রাসায়নিক বর্জ্য, আসর্সেনিক, জলাদ্ধতা, খরা ও জলোচ্ছাস জনসাধারনের জীবন-জীবিকার উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে । এভাবে দুর্যোগে আক্রান্ত হলেও বিগত বছরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা বা মানুষের সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমানোর জন্য জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে সুদুর প্রসারী কোন কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ দেখা যায়নি। এ দিকটি বিবেচনা করেই সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সীতাকুন্ড উপজেলার জন্য প্রণয়ন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য :

- নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকা জন্য কৌশলগত সম্ভাব্য দলিল হিসাবে তৈরী করা ।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে এটি কাজ করবে এবং
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে ।
- স্থানীয় কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ ও কার্যকর অংশীদারত্ব বোধ সৃস্টি করা এবং স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় রিসোর্স গুলি ব্যবহারের মাধ্যমে দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো।
- চাহিদা নিরুপন, উদ্ধার, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ ।
- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণে স্থানীয় ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় নির্ধারণ করা ।

## ১.৩ স্থানীয় এলাকার পরিচিতিঃ

### ১.৩.১ সীতাকুন্ড উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

চট্টগ্রম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাটির অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩° হতে ২৯° এবং ২৩° হতে ৪২° এর মধ্যে ৯০° হতে ৫৯° এবং ৯১° হতে ০৫° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। উপজেলার উত্তরে মীরসরাই, দক্ষিণাংশে পাহাড়তলী সিটি গেইট, পশ্চিমে সন্দ্বীপ চ্যানেল এবং পূর্বে হাটহাজারী উপজেলা। চট্টগ্রাম জেলা সদর হতে উপজেলাটি উত্তরদিকে এবং ৩৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এ উপজেলাটির আয়তন ৪৮৪.০০ বঃ কিঃ। সর্বমোট ১২০ টি গ্রাম ও ৬৬ টি মৌজা, ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এ উপজেলাটি গঠিত স্থল পথ হিসাবে সর্বমোট ৬৭৪.০৫ কিঃমিঃ রাস্তা আছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ২৯৫.৫০ কি মি , আধাপাকা রাস্তা ১৭৯.৫৫ কি মি, পাকা রাস্তা ১৯৯ কি মি । সন্দ্বীপ চ্যানেল বা সমুদ্রের প্রভাব থেকে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য ১টি বেরীবাধ রয়েছে, যাহা লম্বায় ৩৩ কি.মি ।

তথ্য প্রাপ্তির সূত্রঃ অফিস সহকারী, ভূমি অফিস, সীতাকুন্ড ।

### ১.৩.২ আয়তন

আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালে। যার আয়তন ৫২৮২.৯৮ ব:কি:। চট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি উপজেলা রয়েছে, যার মধ্যে সীতাকুন্ড ১টি। সীতাকুন্ড উপজেলার আয়তন ৪৮৩.৯৬ ব:কি:। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভায় মোট ১২০টি গ্রাম ও ৬৬টি মৌজা রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম প্রদান করা হলঃ

| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম |
|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | বগাচতর, বাকখালী, জাফররগর, আলাকুলিপুর, সৈযদপুর, কেদারখীল |
| ২ | বারৈয়াঢালা | বহরপুর, মহালংগা, ফরহাদপুর, উত্তর টেরিয়াইল, জঙ্গাল টেরিয়াইল, ধর্মপুর, কলাবাড়ীয়া, দক্ষিণ টেরিয়াইল, লালানগর, জঃ কলাবাড়িয়া, লবনাক্ষ ও উত্তর রহমতনগর |
| ৩ | পৌরসভা | মহাদেবপুর, সীতাকুন্ড, জঙ্গাল সীতাকুন্ড, জঙ্গাল মহাদেবপুর, আমিরাবাদ, এয়াকুব নগর ও শিবপুর |
| ৪ | মুরাদপুর | মুরাদপুর, গোপ্তাখালী, গুলিয়াখালী, গোলাবাড়ীয়া, ভাটেরখিল ও ছোট কুমিরা |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | নড়ালিয়া, মান্দারীটোলা, জঙ্গাল কাটগড়, কাটগড়, কৃষ্ণপুর ও মোক্কামনগর |
| ৬ | বাঁশবাড়ীয়া | চর বাঁশবাড়ীয়া, বোয়ালিয়া, বাঁশবাড়ীয়া, জঙ্গাল বাঁশবাড়িয়া, নয়াখালী আংশিক ও উত্তর সোনাইছড়ি |
| ৭ | কুমিরা | মছজিদ্দা, লট ২১ ছোট কুমিরা, বড় কুমিরা, লট ৮ কুমিরা, উত্তর সোনাউছড়ি ও উত্তর জঙ্গাল সোনাইছড়ি |
| ৮ | সোনাইছড়ি | দক্ষিণ সোনাইছড়ি, মধ্য সোনাইছড়ি, লট ৬৬ সোনাইছড়ি, শীতলপুর, কেশবপুর, উত্তর সোনাইছড়ি আংশিক, বড় কুমরিা আংশিক, দঃ জঙ্গাল সোনাইছড়ি ও লট ৮ কুমিরা আংশিক |
| ৯ | ভাটিয়ারী | জাহানাবাদ, খাদিমপাড়া, জঙ্গাল ভাটিয়ারী, ভাটিয়ারী, তুলাতলী, শাহ মোঃপুর ও দঃ জঙ্গাল সোনাইছড়ি আংশিক |
| ১০ | ছলিমপুর | উত্তর ছলিমপুর, দক্ষিণ ছলিমপুর, লতিফপুর, জঙ্গাল লতিফপুর, জঙ্গাল ছলিমপুর |

## ৩.৩ জন সংখ্যা

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ৩৮৭৮৩২ যার মধ্যে পুরুষ ২০২১৩৭ জন, মহিলা ১৮৫৬৯৫ জন, শিশু ৮৬২২১ জন, বৃদ্ধ ১৩৫৯৫ জন, প্রতিবন্ধি ৪০৫৩ জন । এই উপজেলায় পরিবারের সংখ্যা ৭৭২৭৯ টি এবং ভোটারের সংখ্যা ২৫৮৪৭১ জন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হলঃ

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | পুরুষ | মহিলা | শিশু (০-১৫) | বৃদ্ধ (৬০+) | প্রতিবন্ধি | মোট জনসংখ্যা | পরিবার/খানা | মোট ভোটার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | ১৪৩৭৩ | ১৬২৮২ | ৭২১৯ | ১২৭৫ | ৫৭৩ | ৩০৬৫৫ | ৬৩৫৭ | ২২৩৬৮ |
| ২ | বারৈয়াঢালা | ১৩৫০৯ | ১৪৮৭২ | ৬৬৭৩ | ৯৯০ | ৪৫৮ | ২৮৩৮১ | ৫৬৬৮ | ১৯৯২৫ |
| ৩ | পৌরসভা | ২১৬৯৫ | ২১৮৬০ | ১০০৩২ | ১৭২০ | ৩৬০ | ৪৩৫৫৫ | ৮৭৬৪ | ২৯৮৩৬ |
| ৪ | মুরাদপুর | ১৪৫১৬ | ১৫০৮৬ | ৬৮৭৯ | ১৪২০ | ৪১৩ | ২৯৬০২ | ৫৮৪৪ | ২০৩৪০ |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | ১৭০৯৬ | ১৬৬২৮ | ৭৭৩০ | ১৩৭৫ | ৪৩০ | ৩৩৭২৪ | ৭৩৫০ | ২৪১১৬ |
| ৬ | বাঁশবাড়িয়া | ১১০৪১ | ১০৮০৯ | ৫১৯১ | ১১৬৫ | ৩৮৮ | ২১৮৫০ | ৪৫০২ | ১৬০১৩ |
| ৭ | কুমিরা | ২০৭২৪ | ১৮১৭২ | ৮৫২৪ | ১৩২৫ | ৪৭২ | ৩৮৮৯৬ | ৭৫৮৬ | ২৫৮৩৪ |
| ৮ | সোনাইছড়ি | ২৮৪৬৪ | ২০৮৮২ | ১০০৯৮ | ১৪২৫ | ৩২০ | ৪৯৩৪৬ | ৮৯৯৪ | ২৮৫৫১ |
| ৯ | ভাটিয়ারী | ৩১৯১৭ | ২৫১০৯ | ১১৬২৫ | ১৫৪০ | ৩৩০ | ৫৭০২৬ | ১১১৭৭ | ৩৬৮৫২ |
| ১০ | ছলিমপুর | ২৮৮০২ | ২৫৯৯৫ | ১২২৫০ | ১৩৬০ | ৩৫৪ | ৫৪৭৯৭ | ১১০৩৭ | ৩৪৬৩৬ |
|  | মোট | ২০২১৩৭ | ১৮৫৬৯৫ | ৮৬২২১ | ১৩৫৯৫ | ৪০৯৮ | ৩৮৭৮৩২ | ৭৭২৭৯ | ২৫৮৪৭১ |

খ) তথ্য প্রাপ্তির সূত্রঃ উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সীতকুন্ড ।

## ১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

### ৪.১ অবকাঠামোঃ

### ক) বাঁধ

সীতাকুন্ড উপজেলায় বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য সন্দ্বীপ চ্যানেল ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে বেরি বাঁধ রয়েছে। উক্ত বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ কিঃমিঃ। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলঃ

১) সৈয়দপুর ইউনিয়নের ১,২,৩,৫,ও ৬ নং ওয়ার্ডের বসতনগর হতে ভুইয়ার হাট পর্যন্ত প্রায় ১৩ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১৫ ফুট।

৪) মুরাদপুর ইউনিয়নের ১, ৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে গুপ্তাখালী খাল থেকে বসতনগর পযর্ন্ত ৬.৫০কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১৫ ফুট।

৫) বারবকুন্ড ইউনিয়নের ২,৩,৫,৬,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গুপ্তাখালী খাল শিকদার খাল পযর্ন্ত ৫ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১৫ ফুট।

৬) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ২.৪,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কামাল চেয়ারম্যানের বাড়ীর পশ্চিম দিক থেকে আকিলপুর পযর্ন্ত ৭ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১৫ ফুট।

৭) কুমিরা ইউনিয়নের ৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কাজি পাড়া থেকে আলেকদিয়া পযর্ন্ত ৩ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১৫ ফুট।

৮) সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ১, ২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে মধ্যম সোনাইছড়ি থেকে উত্তর ঘোড়ামারা পযর্ন্ত ৩ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১০ ফুট।

৯) ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে বৈরাগী ছড়া থেকে ধামাইয়ার খাল পযর্ন্ত ২ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ রয়েছে, উচ্চতা ১০ ফুট।

১০) ছলিমপুর ইউনিয়নের ৩,৪,৫,৬,৭,৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের জেলেপাড়া হতে আলী শাহ ফকির বাড়ী পযর্ন্ত ২.৫০ কি:মি: ১টি বেরি বাঁধ (পোর্ট কানেকটিং) রয়েছে, উচ্চতা ১০ ফুট।

খ) স্লুইচ গেইটঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ২৯ টি স্লুইচ গেইট আছে । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচ গেইট এর সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

১) সৈয়দপুর ইউনিয়নঃ সৈয়দপুর সুইচ গেইট মোট ৭টি। বাকখালী খালের উপর ১ টি নতুন (ওয়ার্ড নং-৫), বাকখালী খালের উপর ১টি পুরাতন (ওয়ার্ড নং- ৫),বদরখালী খালের উপর ১টি ওয়ার্ড নং- ১।

২) বারৈয়াঢালা ইউনিয়নঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট এর সংখ্যা ১টি । নবালক্য ছড়ার উপর ১টি সুইচ গেইট রয়েছে ওয়ার্ড নং- ১ ।

৩) মুরাদপুর ইউনিয়নঃ মুরাদপুরে মোট সুইচ গেইট ৭ টি, গুপ্তাখালী খালের উপর ১ টি (ওয়ার্ড নং- ৫), রাজাখালী খালের উপর ১ টি (ওয়ার্ড নং-৪), সরিয়া খালের উপর ১টি (ওয়ার্ড নং ৪),গুলিয়াখালী খালের উপর ১টি (ওয়ার্ড নং ৩), চুট কুমিড়া খালের উপর ২টি ওয়ার্ড নং- ১।

৪) বারবকুন্ড ইউনিয়নঃ বারবকুন্ডে মোট সুইচ গেইটের সংখ্যা ৩ টি ১) গুপ্তাখালী খালের উপর ১ টি সুইচ গেইট ২ নং ওয়ার্ডে, ২) কাউনিয়া খালের উপর ১ টি সুইচ গেইট ৩ নং ওয়ার্ডে , ৩) উলানিয়া খালের উপর ১ টি সুইচ গেইট ৬ নং ওয়ার্ডে ।

৫) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নঃ বাঁশবাড়িয়ায় মোট সুইচ গেইটের সংখ্যা ৭ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে হেতালিয়া দঃ পার্শ্বের খালের উপর ১টি , ৭ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপর ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে কেরবালিয়া খালের উপর ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে সিকদার খালের উপর ১টি।

৬) কুমিরা ইউনিয়নঃ কুমিরা ইউনিয়নে সুইচ গেইট ১টি (ওয়ার্ড নং- ৮) কুমিরা খালের উপর ।

৯) ছলিমপুর ইউনিয়নঃ ইউনিয়নটিতে মোট ১ টি স্লুইচ গেইট রয়েছে । মধ্যম ছলিমপুরে বাংলা বাজার ছড়ার উপর ১টি।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সতেজ দেওয়ান, সহকারী প্রকৌশলী, সীতাকুন্ড, মোবাইল নং- ০১৮১৪-৪৮০২১৭

গ) ব্রীজঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ১০৬ টি ব্রীজ আছে । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সতেজ দেওয়ান, সহকারী প্রকৌশলী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম । মোবাইল নং- ০১৮১৪-৪৮০২১৭

ছলিমপুর ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ৬টি । ৯ নং ওয়ার্ড কানি ছড়ার উপর ১টি, ৮ নং ওয়াডে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে টিবি হাসপাতাল সংলগ্ন ডিটি রোডের উপর ১টি, ৪ নং

ওয়ার্ডে বাংলা বাজার উপর ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে ফৌজদার হাট বাংলা বাজার ছড়ার উপর রেল ব্রীজ ১টি । উল্লেখ্য এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ভাটিয়ারী ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮টি। ৩ ও ১ নং ওয়ার্ডে কদমরসুল খালের উপর ২টি,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ইছামতি খালের উপর ২টি (১টি রেল ব্রীজ), ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে চিরিঞ্জা খালের উপর রেল ব্রীজ ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে চিরিঞ্জা খালের উপ ব্রীজ ১টি,৬ নং ওয়ার্ডে ধামাই খালের উপর রেল ব্রীজ ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ধামাই খালের উপর ব্রীজ ১টি। উল্লেখ্য এ সকল ব্রীজ এর বর্তমান অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

কুমিরা ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮টি । ৬ নং ওয়ার্ডে কুমিরা খালের উপর রের ব্রীজ ১ টি,৭ নং ওয়ার্ডে বড় কুমিরা কারের উপর রেল ব্রীজ ১টি,৪ নং ওয়ার্ডে বাকমারা ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে মসজিদ্দা ছড়ার উপর ব্রীজ ২টি,২ নং ওয়ার্ডে উত্তর

মসজিদ্দা ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ছোট কুমিরা খালের উপর ব্রজি ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে বড় কুমিরা খালের উপর ব্রীজ ১টি উল্লেখ্য এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

সোনাইছড়ি ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ৯টি। ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে ঘোড়ামারা খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে নাপিত ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৪,৫ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৫,৭ নং ওয়ার্ডে লাডুরমার ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৭, ৮ নং ওয়ার্ডে, মোরখুন্নে খালের উপর ব্রীজ ১টি,৩ নং ওয়ার্ডে গ্রাম্য ছড়ার উপর ব্রজি ১টি, ৭, ৯ নং ওয়ার্ডে মরখুন্নে খালের উপর ব্রীজ, ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে গ্রাম্য ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে কদম রসুল ছড়ার উপরে ব্রীজ ১টি। উল্লেখ্য এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৭টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, হেতালিয়া খালের উপর ব্রীজ ২টি, ৯ নং ওয়ার্ডে, কেরবালিয়া খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে, টাইপাতার সড়কের উপর ব্রীজ ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে, বোযালিয়া খালের উপ ব্রীজ ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে, হাবিব সড়কের উপর ব্রীজ ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে, ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে, ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে, ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে, ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ২টি। উল্লেখ্য এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

বারবকুন্ড ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে কানি ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে কানিছড়ার উপর রেল ব্রীজ ২টি, ১ নং ওয়ার্ডে ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে গুপ্তাখালী খালের উপর ব্রীজ ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ষ্টেশন রোড এর উপর ব্রীজ ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে পি এসপি সংলগ্ন ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ১টি, ৯নং ওয়ার্ডে নোডালিয়া খালের উপর ব্রীজ ২টি (১টি রেল ব্রীজ), ৩ নং ওয়ার্ডে কাউনিয়া খালের উপর ব্রজি ১টি এবং আমির খালের উপ ব্রীজ ১টি, ২ নং ওয়ার্ডে, গুপ্তাখালী খালের উপর ব্রজি ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে সি রোড এ কাউনিয়া খালের উপর ব্রীজ ৪টি।

বারৈয়াঢালা ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে নবালোক্য ছড়ার উপর ব্রীজ ৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে বহরপুর ছড়ার উপর ব্রীজ ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে মরা ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি । এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

সৈয়দপুর ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৬টি, ১, ২ নং ওয়ার্ডে বদর খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে বাকখালী খালের উপর ব্রীজ ২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে বসতনগর খালের উপর ব্রীজ ১টি ও বাকখালী খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৪,৭ নং ওয়ার্ডে বাকখালী খালের উপর ব্রীজ ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে বদর খালী খালের উপর ব্রীজ ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি ব্রীজ রয়েছে। এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

মুরাদপুর ইউনিয়নঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ২১টি । ৫ নং ওয়ার্ডে গুপ্তাখালী খালের উপর ব্রীজ ১টি এবং রাজাখালী খালের উপর ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে রাজাখালী খালের উপর ব্রীজ ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে মুরাদপুর খালর উপর ব্রীজ ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে গুলিয়াখালী খালের উপর ব্রীজ ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে, দোখালী খালের উপর ব্রীজ ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে, পাতাল্লে খালের উপর ব্রীজ ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে, মেঘবতী ছড়ার উপর, ডিটি রোড ব্রীজ ৪টি, ৯ নং ওয়ার্ডে, রহমতনগর ছড়ার উপর ব্রীজ ২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে, ডিটি রোড ডালি পাড়া ছড়ার উপর ব্রীজ ৩টি । এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

পৌরসভাঃ মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৩ টি। ৬ নং ওয়ার্ডে এসকেএম ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ডিটি রোড এর উপর ব্রীজ ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ডিটি রোডের উপর ব্রীজ ১টি এবং ইদুরপুর ছড়ার উপর ব্রীজ ২টি, ১ নং ওয়ার্ডে, নুনা ছড়ার উপর ব্রীজ ২টি এবং ইয়াকুব নগর ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে, মহাদেবপুর ছড়ার উপর ব্রীজ ১টি, জঙ্গল মহাদেবপুর ১টি,ডিটি রোডের উপর ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে, গুরগুরি ছড়ার উপর ১টি,বৈশা বাড়ী ছড়ার উপর ১টি। এ সকল ব্রীজ এর বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে এবং ডিটি রোডের ব্রীজগুলি পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ঘ) কালভার্টঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ৩৩১ টি কালভার্ট আছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

ছলিমপুর ইউনিয়নঃ মোট কালভার্ট এর সংখ্যা ২৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে, ছমাদার পাড়া রোড-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে, জেলে পাড়া রোড-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে, ইলিয়াছ চৌ:রোড-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে, কমর আলী রোড-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে, ফৌজদার হাট রোড-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে, আমুদার বাড়ী রোড ও নুর আহম্মদ বাড়ী রোড-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে, পোষ্ট অফিস রোড এবং বেরীবাধ রোড-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে, ফকিরহাট রোড-২টি, ৯ নং ওয়ার্ডে, নিলম্বর তালুকদার রোড-২টি ।

ভাটিয়ারী ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৩৬টি। ১ নং ওয়ার্ডে, কদমরসুল গ্রাম্য রোড-৪টি । ২ নং ওয়ার্ডে, জাহানাবাদ গ্রাম রোড-৩টি । ৩ নং ওয়ার্ডে, কাদেম পাড়া রোড, মাহাতাব বিবি রোড, রেল সড়ক এ -৪টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, হাসনাবাদ সড়ক, ননিয়ার সড়ক,পূব হাসনাবাদ সড়ক এ -৩টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, ভাটিয়ারী গ্রাম রোড, জাহানাবাদ রোড, চেয়ারম্যান ঘাটা রোড এ ৩টি। ৬ নং ওয়ার্ডে, জঙ্গল ভাটিয়ারী রোড, ভাঠিয়ারী গ্রাম রোড, কদম রসুল রোড এ ৩টি । ৭ নং ওয়ার্ডে, তুলাতলি রোড, মিজান নগর রোড এ ২টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, ইমামনগর রোড, লোহার বাড়ী রোড এ ৫ টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, দ: ভাটিয়ারী গ্রাম রোড, মারি বাড়ী রোড-১টি।

কুমিরা ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৩০টি । ১ নং ওয়ার্ডে, উত্তর মসজিদ্দা রোড, শ্যাম রোড এ -৩টি। ২ নং ওয়ার্ডে, বরহান উদ্দিন রোড, বেরিবাধ রোড, নিম তলা রোড , হাবিব রোড এ ৫টি । ৩ নং ওয়ার্ডে, হাবিব রোড, ঠাকুরানী রোড, মসজিদ্দা রোড এ ৪ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, গোলাম মোহাম্মদ রোড, হামেদিযা রোড, মোল্লাপাড়া রোড এ -৩টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, কাজি পাড়া রোড, বেরিবাধ রোড এ ৩টি । ৭ নং ওয়ার্ডে, কুমিরা ইউপি রোড, ফেরিঘাট রোড, বাজার পাড়া রোড এ ৪টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, কুমিরা ঘাট রোড, গ্রাম রোড, মাজার রোড এ-৪টি। ৯ নং রেড, কেট পাড়া রেড, আলেকদিয়া রোড, দ: কোট পাড়া রোড এ-৪টি।

সোনাইছড়ি ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ১৮টি। ২ নং ওয়ার্ডে, হাদা গাজী রোড এ -১টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, আ: মোতালেব রোড, জামে মসজিদ রোড এ -২টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, আনোয়ার মেম্বার বাড়ী রোড, হাজী তৈয়ব রোড, মোতালেব রোড এ -৭টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, কমিউনিটি সেন্টার রোড, ত্রিপুরা পাড়া রোড এ -২টি । ৬ নং ওয়ার্ডে, সোনাইছড়ি রোড, রেল লাইন রোড এ -৩টি। ৭ নং ওয়ার্ডে, হাকিম চৌ: রোড,মাওলানা রোড এ -২টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, পিরিঙ্গি বালা রোড, এ -১টি। ১ নং ওয়ার্ডে এবং ৮ নং ওয়ার্ডে কোন কালভার্ট নেই।

বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৩৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে, নুরুল হক রোড, কামাল আহম্মদ চৌ: রোড, ঢোয়া পাড়া রোড, কাবির জামাদার রোড, হাবিব রোড এ-৬টি। ২ নং ওয়ার্ডে, কুমাড়িয়া রোড, হাবিব রোড এ ৪ টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, শংকর পাড়া রোড, কালা জামা রোড, আরিফুল আলম রোড এ ৪টি । ৪ নং ওয়ার্ডে, চান শিকদার রোড, বেরি বাধ রোড এ ৩টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, মুক্তি মনোয়ারা রোড, জেলে পাড়া রোড এ -৩টি। ৬ নং ওয়ার্ডে, আকিলপুর রোড, বাশবাড়ীয়া রোড এ -৪টি। ৭ নং ওয়ার্ডে, বোয়ালিয়া রোড, বোয়ালিয়া কুল রোড এ -৩টি । ৮ নং ওয়ার্ডে, মোজাফ্ফর রোড এ -২টি । ৯ নং ওয়ার্ডে, এ্যডবোকেট আজিজুল হক রোড, সামসিদ্যা রোড, হাসপাতাল রোড এ ৮টি।

বারবকুন্ড ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৫২টি । ১ নং ওয়ার্ডে, আ: ওহাব রোড, নিয়াজ মোল্লা বাড়ী রোড, আতুলনা রোড এ ৭টি। ২ নং ওয়ার্ডে, ওলি আহম্মদ রোড, বেরি বাধ রোড এ ৬টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, মান্দারী টোলা, সি রোড, আমির মোহাম্মদ রোড, মাও. ওবায়দুল রোড এ ৯টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, বারবকুন্ড বাজার রোড ,ষ্টেশন রোড, ফরেস্ট অফিস রোড, অলি নগর রোড এ ৯টি । ৫ নং ওয়ার্ডে, রহমুতুল্লাহ রোড,ব ধুগোপ্তা রোড, মধ্যম মাহমুদাবাদ রোড এ ৯। ৬ নং ওয়ার্ডে, রহমতুল্লাহ রোড,সাহেবানি রোড, বেরি বাদ রোড এ ৮টি। ৭ নং ওয়ার্ডে, আমিডালা রোড, হাসিমনগর শাখা রোড, আহম্মদ বাড়ী রোড এ-৯টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, ভুলিপাড়া রোড, আমির মোহাম্মদ রোড, নডালিযা খাল পাড় রোড এ -৯টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, গোয়া ফকির রোড, কাবিল্য মাদার রোড, জমাদার বাড়ী রোড এ-৬টি।

বারৈয়াডালা ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৫৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে, বিল বান্দা শ্রি রোড, বিজেন্দ্র বাড়ী রোড, হাজারী হাট রোডএ -৭টি। ২নং ওয়ার্ডে, নাবালিক্য সি রোড, আবুল মনসুর গ্রাম্য রোড, কানকো দীঘি রোড এ-৫টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, দক্ষিন কলাবারিয়া রোড,কমল কদর বাড়ী রোড এ ৮টি। ৪নং ওয়ার্ডে,বুলবুর বাজার রোড,বটপুকুর রোড,ফফুর শাহ রোড এ -৬টি। ৫নং ওয়ার্ডে, বাদামতলী রোড, চৌধুরী গ্রাম রোড, টেরিয়াল রোড এ ৭টি। ৬ নং ওয়ার্ডে, উত্তর মহালঙ্গা রোড, নারায়ন আশ্রম রোড এ ৯টি। ৭ নং ওয়ার্ডে, নাপিত বাড়ী রোড, হাছি মিয়ার হাট রোড এ ৫টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, টেরিয়াল রোড, টেরিয়েল বাজার রোডছোট দারোগার হাট রোড এ ৪টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, হাছি মিয়ার হাট রোড এ ২টি।

সৈয়দপুর ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৪০টি, ১ নং ওয়ার্ডে, ভুইয়ার হাট রোড, বগাচতর রোড, বেরিবাধ রোড এ ৬টি। ২ নং ওয়ার্ডে, আহম্মদ চৌধুরী রোড, বসরত নগর রোড, কমর আলী রোড এ ৫টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, টেরিয়ার রোড, মহানগর বাজার রোড এ ৪টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, হাজারী ব্রীজ রোড, বদরখালী রোড এ ৫টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, সৈয়দপুর বসরতনগর রোড এ ৩টি। ৬ নং ওয়ার্ডে, সী রোড, আক্তার সৌদাগর রোড এ ৪টি । ৭ নং ওয়ার্ডে, বাকখালী রোড, পূর্ব বাকখালী রোড এ ৪টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, মুকুল আলী রোড, ভূইয়া বাড়ী মসজিদ রোড এ ৩টি। ৯ নং ওয়ার্ডে, হাসুকাটা রোড, হাবিব রোড এ ৬টি।

মুরাদপুর ইউনিয়নঃ মোট কালভার্টের সংখ্যা ৪০টি । ১ নং ওয়ার্ডে, গুপ্তাখালী রোড, বসতনগর রোড, ছাত্তার কন্ট্রাকটার রোড এ ৭টি। ২ নং ওয়ার্ডে, গুলিয়াখালী রোড, ভাটির খিল রোড এ ৫টি। ৩ নং ওয়ার্ডে, মুরাদপুর রোড, কিল্লা পুকুর রোড এ ৪টি। ৪ নং ওয়ার্ডে, মুরাদপুর বাজার রোড, ফেরিঘাট রোড এ ৫টি। ৫ নং ওয়ার্ডে, রাজাখালী রোড, ইউপি পরিষদ রোড এ ৪টি। ৬ নং ওয়ার্ডে, শেখ রেজাউল করিম রোড এ ২টি। ৭ নং ওয়ার্ডে, দোয়াজী পাড়া মাদ্রাসা রোড, পেশকার পাড়া রোড, মেঘবতী রোড এ ৬টি। ৮ নং ওয়ার্ডে, ডালিয়া পাড়া রোড, দোয়া বাড়ী রোড, মদিনুল্লা রোড এ ৫টি । ৯ নং ওয়ার্ডে, দক্ষিন রহমত নগর রোড, একে ছিদ্দিক রোড এ ২টি।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, এলজিআরডি অফিস, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম । মোবাইল নং ০১৭৭৫-৮১০৮৩৪

ঙ) রাস্তাঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় সর্বমোট ৬৭৪.০৫ কি: মি: রাস্তা আছে। এর মধ্যে পাকা রাস্থা ১৯৯কি:মি:, কাচা রাস্তা ২৯৫.৫০ কি:মি: এবং এইচ বি বি ১৭৯.৫৫ কি:মি: । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

১. ভাটিয়ারী ইউনিয়নঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৭ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৪৫ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৮.৩৫ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৩ কিলোমিটার ( ১, ৩, ৫, ৬ ও ৯) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২. সোনাইছড়ি ইউনিয়নঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৮কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ২২.৫০ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭.৫০ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৯ কিলোমিটার ( ২, ৫, ৬ ও ৮) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৩. কুমিরা ইউনিয়নঃ কুমিরা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৪ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৪.৫০ কিলোমিটার যার মধ্যে এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১০ কিলোমিটার ( ১, ২, ৪ ও ৬) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৪. বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫.৫০ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১৬ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১০.৫০ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭.৫০ কিলোমিটার ( ১, ২, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৫. বারবকুন্ড ইউনিয়নঃ বারবকুন্ড ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৪৩ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ২৪ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১২.২০ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৬ কিলোমিটার ( ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৯) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৬. ছলিমপুর ইউনিয়নঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৭ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৭ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৫ কিলোমিটার যার মধ্যে পাকা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৮ কিলোমিটার ( ১, ৩, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৭. বারৈয়াঢালা ইউনিয়নঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২১.৫০ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১২.৫০ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৯.৫০ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৬ কিলোমিটার (২, ৩, ৪ ও ৬) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৮. সৈয়দপুর ইউনিয়নঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৫২ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১২০ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭৫ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭ কিলোমিটার (৩, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৯. মুরাদপুর ইউনিয়নঃ মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২১ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ২৪ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১১ কিলোমিটার (১, ২, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, এলজিআরডি অফিস, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং ০১৭৭৫-৮১০৮৩৪

## চ) সেঁচ ব্যবস্থাঃ

এই উপজেলায় ফসল উৎপাদনের জন্য নলকুপ ব্যবহার তেমন বেশী দেখা যায় না। গভীর নলকুপ গুলো খাবার পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহার হয় এবং কিছু ফসলি জমিতে ব্যবহার হয়। সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট নলকুপের ৩২৬৯ টি , এর মধ্যে গভীর নলকুপের সংখ্যা ৫২৮ টি, অগভীর নলকুপ ২৪৩১ টি। নিম্নে নলকুপের বিবরণ প্রদান করা হল।

| ক্র.নং | সেঁচের উৎস | সংখ্যা | সেঁচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান (হেক্টর) | বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমান | বন্যা পরবর্তী অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | গভীর নলকুপ | ৫২৮ টি | ১৫০০ একর | প্রায় ১৫০০ একর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়। | সরকারী সাহায্য সহযোগীতা পেলে বন্যা পরবর্তী দুরবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া সহজ হবে। |
| ২ | অগভীর নলকুপ | ২৪৩১ টি | নাই | - | - |
| ৩ | হস্তচালিত নলকুপ | নাই | নাই | - | - |
| ৪ | স্যালো চালিত নলকুপ | নাই | নাই | - | - |

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ এস.এম শাহ আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

ছ) হাট-বাজারঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট হাট এবং বাজারের সংখ্যা ৩০টি। মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্যমতে হাট বসে সপ্তাহে ২দিন এবং বাজার বসে সপ্তাহে ৭দিন। এ হাট এবং বাজারে মোট দোকান সংখ্যা ৬০২০ টি । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট এবং বাজারের তথ্যাবলী প্রদান করা হলঃ

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | হাট বাজারের নাম | হাট/বাজার দিন | বাজারের দোকানের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | মিরের হাট বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১৫০টি |
| | | শেখের হাট বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৮০টি |
| | | মহানগর বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৬০টি |
| | | তোহার আলী ভুইয়া বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৫০টি |
| ২ | বারৈয়াঢালা | বড় দারোগার হাট | সপ্তাহে ২দিন | ২০০টি |
| | | ছোট দারোগার হাট | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১২০টি |
| | | টেরিয়াল বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৮০টি |
| ৪ | মুরাদপুর | মুরাদপুর বাংলা বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১৫০টি |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | আলী আকবর চৌধুরী হাট (শুকলাল হাট) | সপ্তাহে ২দিন | ১৫০টি |
| | | বারব কুন্ড বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৪০০টি |
| ৬ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশিবাড়িয়া হাট | সপ্তাহে ২দিন | ১৫০টি |
| | | কোট্টা বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৬০টি |
| ৭ | কুমিরা | কুমিরা হাট | সপ্তাহে ২দিন | ২০০টি |
| | | মসজিদ্দা বাজার (ছোট কুমিরা) | প্রতিদিন | ২০০টি |
| | | বড় কুমিরা বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১০০টি |
| ৮ | সোনাইছড়ি | মদনহাট | সপ্তাহে ২দিন | ১৫০টি |
| | | জোরামতল বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১০০টি |
| | | ফুলতলা বাজার | প্রতিদিন | ১০০ টি |
| | | বগুলা বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৬০ টি |
| ৯ | ভাটিয়ারী | মাদাম বিবির হাট | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৫০০টি |
| | | কদম রসুল বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ২৩০টি |
| | | বানুর বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৩০০টি |
| | | ভাটিয়ারী বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ৫০০টি |
| | | বিএমএ বাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ১৫০টি |
| | | বৌবাজার | সপ্তাহে প্রতিদিন | ২৫০টি |
| ১০ | ছলিমপুর | ফকির হাট (বাংলা বাজার) | সপ্তাহে ২দিন | ২৫টি |
| | | ফৌজদার হাট | সপ্তাহে ২দিন | ৯০টি |
| | | পাকা রাস্তার মাথা বাজার | প্রতিদিন | ৩০টি |
| | | স্টেশন বাজার (ফৌজদার হাট) | প্রতিদিন | ৪০টি |

প্রাপ্ত তথ্যেরে সূত্রঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস (ভারপ্রাপ্ত), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

## ১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

### (ক) ঘর-বাড়িঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ঘর-বাড়ীর সংখ্যা ৭৭২৭৯ টি। এর মধ্যে কাঁচা-৪৬০১৭ টি,পাঁকা-৭৯৪৩ টি এবং আধাপাকা-১৪৬৫৬ টি। এখানে সাধারনত ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড দিয়ে পাকা ঘর এবং বাঁশ, গাছ, টিন, মাটি, ছন, তার, পেরেক, রশি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে কাঁচা ঘর-বাড়ী তৈরী করা হয়। এখানে কাঁচা ঘর-বাড়ী গুলো দূর্যোগ সহনশীল নয়। প্রায় ৪০% কাঁচা ঘর-বাড়ী বন্যা লেবেলের নীচে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘর-বাড়ীর পরিসংখ্যান প্রদান করা হলঃ

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | ঘর বাড়ীর সংখ্যা | | | সাধারণত কি কি মালামাল দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী হয় বিস্তারিত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | কাঁচা | পাকা | আধা পাকা | |
| ১ | সৈয়দপুর | ৪২৭৬টি | ৩১১টি | ১৭৭০টি | কাঁচা ঘর মাটি বা বাঁশের বেড়া, গাছ , উপরে ছন বা টিন , আর পাকা বাড়ী ইট, বালু, সিমেন্ট ও রড দিয়ে তৈরী। |
| ২ | বারৈয়াঢালা | ৪১০০ | ৪৮২ | ১১৮৬ | |
| ৪ | মুরাদপুর | ৩২৩৯টি | ৯০৯টি | ১৬৯৭টি | |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | ৪৭৭৮টি | ৮২১টি | ১৭৫১টি | |
| ৬ | বাঁশবাড়িয়া | ২২৯৯টি | ৬৭৯টি | ১৫২৪ টি | |
| ৭ | কুমিরা | ৪৮৮৯ | ১০১৫ টি | ১৬৮২টি | |
| ৮ | সোনাইছড়ি | ৬৯৯১ টি | ১০০২ টি | ১০০১টি | |
| ৯ | ভাটিয়ারী | ৭৯৭৫টি | ১৩৬৯টি | ১৮৩৩টি | |
| ১০ | ছলিমপুর | ৭৪৭০টি | ১৩৫৫টি | ২২১২ টি | |
| | মোট | ৪৬০১৭টি | ৭৯৪৩টি | ১৪৬৫৬টি | |

### (ক) পানিঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলি হল: গভীর নলকুপ ও অগভীর নলকুপ । মোট নলকুপ সংখ্যা (প্রায়) ৩২৬৯ টি । এর মধ্যে গভীর নলকুপ-৫২৮টি ও অভীর নলকুপ-২৪৩১ টি।

নলকুপ সংখ্যা (প্রায়)-৩২৬৯টি, ভালোর সংখ্যা (প্রায়)-২৫২০ টি, অকেজোর সংখ্যা (প্রায়)- ৭৪৯ টি, এখানে প্রায় ৫৫% শতাংশ অধিবাসি নলকুপের পানি ব্যবহার করে । এখানে বন্যার সময় খাবার পানির অভাব দেখা দেয় ।

### (গ) পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায়-৫৩৪৯০ টি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পাকা পায়খানা প্রায়-২৮৯৬৭টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়- ২৪৫২৩টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে এখানে প্রায় কাচা পায়খানাগুলোই বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

## (ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগারঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৬৮ টি । বিশ্ববিদ্যালয় আছে-১টি, কলেজ-৫টি, মাদ্রাসা-২২টি, উচ্চ বিদ্যালয়-৩৩টি (সরকারী ১টি সহ), মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়-৪টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯৬টি, বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১১টি, কিন্ডার গার্ডেন স্কুল-৯৬ টি। উপলোয় বর্তমান শিক্ষার হার-৯৬.৫৩%। ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নে দেযা হলঃ

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | শেখের হাট সঃ প্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ৪২২ | ০৮ জন | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দঃ বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ১৩২ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃ বগাবতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২১২ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মহানগর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৩৬ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মধ্যবগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২০৪ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কেদারখীল সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ৩২৮ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পঃ সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৪১ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পূঃসৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ৪২১ | ০৮ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | জাফরনগর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ৪৫৭ | ১০ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বাকখালী সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২০১ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃপঃ সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৯৫ | ০৬ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | জামাল মিছির সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ৪০০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আলাকুলিপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৪০ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | রেঃপ্রাঃবিঃ | মাষ্টার পাড়া রেঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৩০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | রেঃপ্রাঃবিঃ | বগাচতর গুলবাহাররেঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ১৯৬ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | রেঃপ্রাঃবিঃ | মধ্যের ধারী রেঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | ২৪৯ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | কিন্ডারগার্টেন | মহানগর আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন | সৈয়দপুর | ২১০ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | কেজি স্কুল | লিটল ফ্লাওয়ার কেজি স্কুল | সৈয়দপুর | ১৭০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মধ্য বহরপুর সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ২০৪ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পশ্চিম বহরপুর সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ৩২১ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দারোগারহাট সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ৩৮৫ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মহালঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ২৫১ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | টেরিয়াইল সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ৫১২ | ০৯ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কলাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ২৬৪ | ১০ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বারৈয়াঢালা সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ৪৫৫ | ০৯ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পশ্চিম লালানগর সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ১৫৪ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | রেঃপ্রাঃবিঃ | পূব লালানগর রেঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ২৫৪ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | রেঃপ্রাঃবিঃ | ধমপুর রেঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | ১৬০ | ০৩ | না |
| প্রাঃবিঃ | ইন্টাঃ কেঃস্কুল | হলিক্রিসেন্ট ইন্টাঃ কেঃস্কুল | বারৈয়াঢালা | ১৬০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | শিশু নিকেতন | বড় দারোগারহাট জেকে শিশু নিকেতন | বারৈয়াঢালা | ১৬০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | এয়াকুবনগর সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ১৭৩ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | নুনাছড়া সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ২০০ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | শেখপাড়া ওবাইদিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ৩৪৭ | ০৮ | না |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পন্থিছিলা সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ২৬৮ | ১০ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | সীতাকুন্ড সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ৮৩৯ | ১০ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | সীতা দত্তবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ১০৪০ | ১২ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উপজেলা সদর সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ৩২৮ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | সীতাকুন্ড উঃআঃসঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ৩০৫ | ০৯ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | শিবপুর সঃপ্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ২৪০ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃ ইদিলপুর রেজিঃ প্রাঃবিঃ | পৌরসভা | ১৬৭ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দক্ষিণ রহমতনগর সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৫৯২ | ১২ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মুরাদপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৪০১ | ০৮ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | গোন্ডাখালী সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ২৫০ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | সাদেক মোস্তন সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৩০৮ | ০৮ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | পেশকারপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৩৯০ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দোয়াজীপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ২৬০ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ভাটেরখীল সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৪২৮ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | গুলিয়াখালী সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৪৬৪ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বশরতনগর সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ২০২ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | গোলাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ২২৯ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | হাসনাবাদ রেজিঃ প্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ২১৮ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ক্যাপ্টেন শামসলি হুদা সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | ৩৮২ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মান্দারীটোলা সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ৩৯০ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কাটগড় সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ৫৭৮ | ০৯ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মাহমুদাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ৫৩২ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বাড়বকুন্ড সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ২৩০ | ০৬ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | নডালিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ১৮৮ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | অলিনগর সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ৫০১ | ০৭ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ডিডিটি কারখানা সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ৪২৭ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম কিন্ডার গার্ডেন | বাড়বকুন্ড | ২৫০ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ধমপুর আৰ এবিএম আবুল কাসেম সঃপ্রাঃবিঃ | বাড়বকুন্ড | ২৩৭ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বাঁশাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | ৪৬৩ | ০৯ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দঃ বাঁশাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | ৬০৮ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃ বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | ২৭০ | ০৬ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মধ্যবাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | ৩২৬ | ০৬ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আকিলপুর সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | ১৭৯ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃ বাঁশবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়িয়া | ৩১৯ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | জমাদার পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়িয়া | ১৭৯ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃ মছজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৫০৬ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কোট পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৪৪৫ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কাজীপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৪৬২ | ০৮ | না |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কুমিরা সরকারী সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৬৭৪ | ১১ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মছজিদ্দা ১ সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৫৯৪ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মছজিদ্দা ২ সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ৫৫৯ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দক্ষিণ মছজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ২৩০ | ০৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আলেকদিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | ১৯৩ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ঘোড়ামরা সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৪৪৩ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | রাজাপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৪৯৬ | ০৯ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | শীতলপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৬৭২ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | বার আউলিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৬৪৬ | ০৯ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | দঃ ঘোড়ামরা সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৪০৯ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | এম এ কাসেম রাজা সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | ৫২১ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আরআর টেক্সটাইল সঃপ্রাঃবিঃ | সোনইছড়ি | ২২৬ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ইমামনগর সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ৫০১ | ১১ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ভাটিয়ারী সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ১২৬৫ | ১৫ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মাদামবিরিহাট সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ১০২২ | ১১ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | হোসানিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ৪৮০ | ০৯ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | কদমরসুল সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ৪৬৭ | ০৭ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | জাহানাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ৬০০ | ০৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | পূব ভাটিয়ারী বেসরকারী প্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ২১০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | সামিনি পাড়া বেসরকারী প্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ৩০৮ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | সাবিদ নাছিম তুলাতুলী বেসরকারী প্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ২৬০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | এ.পি.এ.বি বেসরকারী প্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | ২৩০ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | সাজেদা আলম বিদ্যা নিকেতন | ভাটিয়ারী | ২১৪ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | শাহজানিয়া কিন্ডার গার্ডেন | ভাটিয়ারী | ৩০৮ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | এন.জেড কিন্ডার গার্ডেন | ভাটিয়ারী | ২৮৭ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | এইচ.এস.হক কিন্ডার গার্ডেন | ভাটিয়ারী | ২৯০ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | ফৌজদারহাট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ | ভাটিয়ারী | ২৬৫ | ০৪ | না |
| প্রাঃবিঃ | বেসরকারী | গ্রীন হিল ইংলিশ গ্রামার স্কুল | ভাটিয়ারী | ২১৮ | ০৫ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ফকির হাট সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৯২৪ | ১০ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ফৌজদারহাট সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৫১০ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | লতিফপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ১২৮৯ | ১৪ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | মধ্য ছলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৫৪০ | ১০ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | উঃছলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৪৯৯ | ১১ | হ্যাঁ |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৩৫১ | ০৮ | না |
| প্রাঃবিঃ | সরকারী | আমেনা বিদ্যা নিকেন সঃপ্রাঃবিঃ | সলিমপুর | ৭৫০ | ০৫ | হ্যাঁ |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | লতিফপুর আলহাজ্ব আবদুল জলির উচ্চ বিদ্যালয় | সলিমপুর | ৪১০ | ১৫ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | সবুজ নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় | সলিমপুর | ৩৮০ | ১৪ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | সরকারী | সীতাকুন্ড সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | পৌরসভা | ৮৬০ | ১৭ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয় | ভাটিয়ারী | ৭৪০ | ১৫ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | বাড়বকুন্ড উচ্চ বিদ্যালয় | বাড়রকুন্ড | ৪৫৫ | ১৩ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | টেরিয়াইল উচ্চ বিদ্যালয় | বড়ৈয়াঢালা | ৩৬৫ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | ভাটিয়ারী হাজী টিএসসি উচ্চ বিদ্যালয় | ভাটিয়ারী | ৩৪৫ | ১১ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | ফৌজদারহাট কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় | সলিমপুর | ৬৮০ | ১৫ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | হামিদুল্লার হাট উঃবিঃ | মুরাদপুর | ৫৯০ | ১৩ | হ্যাঁ |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | ক্যাপ্টেন শামছুলহুদা উচ্চ বিদ্যালয় | মুরাদপুর | ৫৮০ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | মাহমুদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় | মুরাদপুর | ৫৩০ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | সিসিসি উচ্চ বিদ্যালয় | বাড়রকুন্ড | ৫৫৫ | ১৩ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | ফৌজদারহাট কেএম উচ্চ বিদ্যালয় | ছলিমপুর | ৬৮০ | ১৪ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | মাদামবিবিরহাট শাহজাহান উচ্চ বিদ্যালয় | ভাটিয়ারী | ৭১০ | ১৫ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | আর আর টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয় | বাঁশবাড়ীয়া | ৫৪০ | ১১ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | বাঁশবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় | বাঁশবাড়ীয়া | ৪২০ | ১০ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | কুমিরা আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় | কুমিরা | ৩৯০ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয় | সোনাইছড়ি | ৫৬০ | ১৩ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয় | পৌরসভা | ৬১০ | ১৩ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | শেখেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় | সৈয়দপুর | ৪৬৫ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | মছজিদ্দা উচ্চ বিদ্যলয় | কুমিরা | ৩৯৫ | ১১ | না |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | বড়দারোগারহাট এ আর মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় | বাড়ৈয়াঢালা | ৪২০ | ১৪ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | কুমিরা আবাসিক বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ | কুমিরা | ৫২৫ | ১৫ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | সীতাকুন্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | পৌরসভা | ৬৪০ | ১৪ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | এমএ কাসেম রাজা উচ্চ বিদ্যালয় | সোনাইছড়ি | ৪৭০ | ১২ | না |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী | ভাটেরখীল উচ্চ বিদ্যালয় | মুরাদপুর | ৫১০ | ১৩ | হ্যাঁ |
| বিশ্ববিদ্যালয় | বেসরকারী | আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | কুমিরা | ২২০০০ | ২৮০ | না |
| কলেজ | বেসরকারী | সীতাকুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | পৌরসভা | ১১৫০ | ১৯ | না |
| কলেজ | বেসরকারী | বিজয় স্মরনী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ভাটিয়ারী | ৯৯০ | ১৭ | না |
| কলেজ | বেসরকারী | লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রী কলেজ | কুমিরা | ৭৩০ | ১৬ | না |
| কলেজ | বেসরকারী | সীতাকুন্ড মহিলা কলেজ | পৌরসভা | ৫৪০ | ১৪ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | হযরত খাজা কালুশাহ (রঃ) সিনিয়র মাদ্রাসা | ছলিমপুর | ৩৮০ | ১১ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | মাদ্রাসা এ মোহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া | ভাটিয়ারী | ৩৬৫ | ১১ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | কদমরসুল গাউছিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা | ভাটিয়ারী | ৬৬০ | ০৯ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | হোসেন শাহ কানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা | ভাটিয়ারী | ৬২০ | ১০ | হ্যাঁ |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | মজিদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ভাটিয়ারী | ৭১০ | ৯ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | মাদাম বিবি হাট শাহজানিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ভাটিয়ারী | ৭৪৪ | ০৯ | হ্যাঁ |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | শীতলপুর গাউছিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | সোনাইছড়ি | ৫১০ | ১২ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | আল-আমিন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | মুরাদপুর | ৪৭০ | ১১ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | নূরিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা | মুরাদপুর | ৫১০ | ১২ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | বাঁশবাড়ীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | বাঁশবাড়ীয়া | ৪২০ | ১০ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | সীতাকুন্ড কামিল মাদ্রাসা | পৌরসভা | ৬১০ | ১৬ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | বারৈয়াঢালা | ৪২০ | ১১ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | লালানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | বারৈয়াঢালা | ৩৯০ | ১০ | না |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সরকারী/ বেসরকারী/রেজি. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিক্ষক/ শিক্ষিকা | আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে ব্যবহার হয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | বড়দারোগারহাট সিরাজুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | সৈয়দপুর | ৪২০ | ১২ | না |
| মাদ্রাসা | বেসরকারী | বগচতর গনিউল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা | সৈয়দপুর | ৫১০ | ১৩ | না |

## ঙ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদ গাঁহ)

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট মসজিদ সংখ্যা-৪০৮ টি, ঈদ গাঁহ মাঠ সংখ্যা-১২ টি এবং মন্দির সংখ্যা-১৩৯ টি । এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় পর্যায়ে ঈদ গাঁহ মাঠ খুব কম সংখ্যক হওয়ায় এলাকার মুসলমান গণ মসজিদে মসজিদে ঈদের সময় জামাতের নামায আদায় করে থাকেন। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী উল্লেখ করা হলঃ

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | মসজিদ/মন্দির/ ঈদগাঁহ | কোথায় অবস্থান | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | মসজিদ | সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট মসজিদ- ৩৫টি। ১ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে- ৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে- ৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে- ৫টি মসজিদ রয়েছে। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | এ ইউনিয়নে ইদগাহ ২টি। দক্ষিণ বগাচতর ঈদগাঁহ মাঠ ২ নং ওয়ার্ডে, ভূইয়া বাড়ি ঈদগাঁহ মাঠ ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| | | মন্দির | এ ইউনিয়নে মোট মন্দির- ২০টি । ১ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে- ৪টি। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| ২ | বারৈয়াঢালা | মসজিদ | বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-৫৪টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৭টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে- ৮টি মসজিদ রয়েছে। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| | | মন্দির | মোট-৬টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি করে মন্দির রয়েছে । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ১টি, ওয়ার্ডে নং -২ | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| ৪ | মুরাদপুর | মসজিদ | মোট মসজিদ মংখ্যা-৪২টি । ১ নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে- ৭টি মসজিদ রয়েছে। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| | | মন্দির | মন্দির সংখ্যা-৬টি, ওয়ার্ডে-২ এ ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি, নং ৪ ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | মসজিদ | মোট মসজিদ সংখ্যা-৩৪টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং | ঐ |

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | মসজিদ/মন্দির/ ঈদগাঁহ | কোথায় অবস্থান | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| | | | ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে। | |
| | | মন্দির | মন্দিরের সংখ্যা মোট-৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১টি, ২নং ওয়ার্ডে-১টি,৪ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২টি করে মন্দির রয়েছে । | ঐ |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ১টি, নড়ালিয়া ঈদগাঁহ মাঠ ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| ৬ | বাঁশবাড়ীয়া | মসজিদ | মোট মসজিদ এর সংখ্যা-৩৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| | | মন্দির | মোট মন্দিরের সংখ্যা-৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি,৪ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি ,৬নং ওয়ার্ডে-১টি,৭নং ওয়ার্ডে-২টি,৮নং ওয়ার্ডে-১টি । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন। |
| ৭ | কুমিরা | মসজিদ | মোট মসজিদ এর সংখ্যা-৩৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৬টি মসজিদ রয়েছে। | ঐ |
| | | মন্দির | মোট-১৬টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪টি , ৬ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে। | ঐ |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ১টি । ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| ৮ | সোনাইছড়ি | মসজিদ | মোট মসজিদ এর সংখ্যা-৪২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে। | ঐ |
| | | মন্দির | মোট-৮টি । ২ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি | ঐ |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ নেই। | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| ৯ | ভাটিয়ারী | মসজিদ | মোট মসজিদ এর সংখ্যা-৪০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে। | ঐ |
| | | মন্দির | মোট মন্দির এর সংখ্যা-১৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৫ নং | ঐ |

| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | মসজিদ/মন্দির/ ঈদগাঁহ | কোথায় অবস্থান | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| | | | ওয়ার্ডে ১টি , ৬ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-০টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি ৯ নং ওয়ার্ডে ২ টি করে মন্দির রয়েছে। | |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ ২টি । ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে-১টি | স্থানীয় পর্যায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে নামায আদায করে থাকেন |
| ১০ | ছলিমপুর | মসজিদ | মোট মসজিদ এর সংখ্যা-৪৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৬টি মসজিদ রয়েছে। | ঐ |
| | | মন্দির | মোট মন্দিরের সংখ্যা-১২টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে। | ঐ |
| | | ঈদগাঁহ মাঠ | ঈদগাঁহ মাঠ নেই । | - |

(চ) স্বাস্থ্যসেবাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৩০টি। এর মধ্যে উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- ১টি , ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৯টি এবং ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আছে-২০টি। এগুলোতে মোট ডাক্তার আছে-৩৮ জন। এখানে উল্লেখ্য যে,স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা গুলোতে ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফ পর্যাপ্ত নয় বিশেষ করে স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলিতে। ফলে সেবার মান সন্তোষজনক নয় । দুর্যোগের সময় বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া অতিব জরুরী কিন্তু প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার ও নার্স না থাকায় চিকিৎসা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই স্বাভাবিক ও দুর্যোগের সময় প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান ডাক্তার, নার্স ও ঔষধপত্র মজুত থাকা প্রয়োজন।

| স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র | অবস্থান | প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার সংখ্যা | প্রতিটি কেন্দ্রের নার্সের সংখ্যা | সেবার মান |
|---|---|---|---|---|
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | উপজেলা | ৯ জন | ১৪জন | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | সৈয়দপুর | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | বারৈয়াঢালা | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | মুরাদপুর | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | বাড়বকুন্ড | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | বাঁশবাড়ীয়া | ১জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | কুমিরা | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ভাটিয়ারী | ১ জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ছলিমপুর | ১জন | নাই | ভাল |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | সোনাইছড়ি | ১জন | নাই | ভাল |
| স্যাটেলাইট ক্লিনিক | সকল ইউনিয়ন | ২০জন | নাই | ভাল |

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, মোবাইল নং- ০১৫৫৮-৪১৯১২৩

ছ) ব্যাংক/পোষ্ট অফিসঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ব্যাংক সংখ্যা-২৯টি। ব্যাংকগুলি এলাকার জনসাধারনদেরকে ঋনদান, এসএমই লোন, গ্রাহকের লেনদেন ইত্যাদি  সেবাপ্রদান করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের তথ্য নিম্নে দেয়া হল।

ইউনিয়ন ওয়ারী বিভিন্ন ব্যাংকঃ

| ক্র.নং | ইউনিয়ন | ব্যাংকের নাম |
|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | ব্যাংক নেই |
| ২ | বারৈয়াঢালা | ১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক  ২) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ৩) গ্রামীন ব্যাংক লিঃ |
| ৪ | মুরাদপুর | ব্যাংক নেই |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | ১) জনতা ব্যাংক লিঃ |
| ৬ | বাঁশবাড়িয়া | ১) গ্রামীন ব্যাংক লিঃ |
| ৭ | কুমিরা | ১) জনতা ব্যাংক লি. ২) কৃষি ব্যাংক লিঃ৩) ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ |
| ৮ | সোনাইছড়ি | ১) ওয়ান ব্যাংক লি. ২) এক্সিম ব্যাংক লিঃ |
| ৯ | ভাটিয়ারী | ১) সোনালী ব্যাংক লি. ২) অগ্রনী ব্যাংক লি. ৩) ব্যাংক এশিয়া লি. ৪) যমুনা ব্যাংক লি. ৫) ন্যাশনাল ব্যাংক লি. ৬) সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ ৭) ইউসিবিএল ব্যাংক লি. ৮) ষ্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক লিঃ ৯) ওয়ান ব্যাংক লিঃ ১০) ১১) এনসিসি ব্যাংক লি. ১২) গ্রামীন ব্যাংক লিঃ ১৩) এসবিএসি ব্যাংক লিঃ ১৪) মেঘনা ব্যাংক লিঃ ১৫) সিটি ব্যাংক লিঃ ১৬) ইষ্টান ব্যাংক লিঃ ও ১৭) প্রাইম ব্যাংক লিঃ |
| ১০ | ছলিমপুর | ১) অগ্রনী ব্যাংক লি  ২) জনতা ব্যাংক লি.৩) গ্রামীন ব্যাংক লিঃ |

## ইউনিয়ন ওয়ারী পোষ্ট অফিসঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট-১৮টি পোষ্ট অফিস রয়েছে , এগলো এলাকার জনগনকে টাকা পয়সা লেনদেনসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের তালিকা প্রদান করা হল।

| ক্র.নং | ইউনিয়ন | পোস্ট অফিসের নাম |
|---|---|---|
| ১ | সৈয়দপুর | মহানগর পোষ্ট অফিস, শেখেরহাট পোষ্ট অফিস ও জাফরনগর পোষ্ট অফিস |
| ২ | বারৈয়াঢালা | বারৈয়াঢালা পোষ্ট অফিস, ছোট দারোগার হাট পোষ্ট অফিস ও দারোগার হাট পোষ্ট অফিস |
| ৪ | মুরাদপুর | মুরাদপুর পোষ্ট অফিস (বাংলা বাজার) |
| ৫ | বাড়বকুন্ড | বাড়বকুন্ড বাজার পোষ্ট অফিস |
| ৬ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশবাড়িয়া বাজার পোষ্ট অফিস |
| ৭ | কুমিরা | বড় কুমিরা পোষ্ট অফিস ও মসজিদ্দা পোষ্ট অফিস |
| ৮ | সোনাইছড়ি | শীতলপুর পোষ্ট অফিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট অফিস ও হাফিজ জুট মিল পোষ্ট অফিস |
| ৯ | ভাটিয়ারী | ভাটিয়ারী ক্যান্টনমেন্ট পোস্ট অফিস ও মাদাম বিবিরহাট পোস্ট অফিস |
| ১০ | ছলিমপুর | জাফরাবাদ পোস্ট অফিস, ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ পোস্ট অফিস |

(জ) ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় সাংস্কৃতি ক্লাব রয়েছে প্রায় ৯০টি কিন্তু অনেক ক্লাবের কার্যক্রম একবারেই বন্ধ হয়ে গেছে । বর্তমানে প্রায় ৩৫টি ক্লাবের কার্যক্রম চালু আছে। এ সকল ক্লাব সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে সহযোগিতা করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে ক্লাবগুলির তথ্য প্রদান করা হল।

| ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম | সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা |
|---|---|---|---|
| ১ | মুরাদপুর | মুরাদপুর ক্লাব | বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে । |
| | | উদয়ন ক্লাব | |
| | | সূর্য মুখী ক্লাব | |
| | | একতা ক্লাব | |
| | | গোলাবাড়িয়া ক্লাব | |
| | | গুলিয়াখালী ক্লাব | |
| | | হাসনাবাদ ক্লাব | |
| | | সমাজ উন্নয়ন সংস্থা | |
| ২ | বারৈয়াঢালা | বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংঘ | |
| | | সূর্য সেনা সংঘ | |
| ৩ | সৈয়দপুর | দিশারী সংঘ | |
| | | বিবর্তন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান | |
| | | সূর্য মুখী সংঘ | |
| ৪ | বাড়বকুন্ড | কলসী লতা ক্লাব | |
| | | যুব ও সমাজ কল্যান সংঘ | |
| | | কাকলী ক্লাব | |
| | | একতা কিশোর সংঘ | |
| | | ঐকতান কিশোর সংঘ | |
| ৫ | বাঁশবাড়ীয়া | জোনাকী সংঘ | |
| | | সূর্য সারণী সংঘ | |
| | | বাঁশবাড়িয়া সাংস্কৃতিক সংঘ | |
| ৬ | কুমিরা | উদয়মান সমিতি | |
| | | ঝর্ণা ক্লাব | |
| | | অগ্রদূত ক্লাব | |
| | | চক্রবাক ক্লাব | |
| ৭ | সোনাইছড়ি | বসন্ত দূত সংঘ | |
| | | শীতলপুর মুসলিম ক্লাব | |
| | | স্মরণিকা ক্লাব | |
| ৮ | ভাটিয়ারী | আলোড়নী ক্লাব | |
| | | ঝংকার ক্লাব | |
| | | একতা সংঘ | |
| | | নবারুল সংঘ | |
| | | ভাটিয়ারী একাদশ সংঘ | |
| ৯ | ছলিমপুর | অনির্বান | |
| | | অনিরুদ্ধ | |
| | | আদর্শ আল হেলাল সমিতি | |
| ১০ | সীতাকুন্ড | মানব কল্যান সমিতি | |
| | | মনিষা | |
| | | শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবা সংঘ | |
| | | নিরাপদ সংঘ | |

## (ঝ) এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় ২৮টি এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিওদের কার্যক্রম গুলি ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে দেয়া হল।

| ক্র.নং | এনজিওর নাম | কি বিষয়ে কাজ করে | উপকার ভোগীর সংখ্যা | প্রকল্প গুলির মেয়াদ কাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ইপসা | দুর্যোগ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৭৩০ জন | কোনটা তিন বছর, কোনটা পাঁচ বছর |
| ২ | কোডেক | শিক্ষা, জেলে ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৮০ জন | ৩ বছর মেয়াদী |
| ৩ | প্রশিকা | শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ঋণ | ১১০০ জন | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৪ | ভার্ক | স্যানিটেশন, নারী উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ | ৯৯০ জন | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৫ | আশা | ক্ষুদ্র ঋণ | ১০৮০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৬ | ব্র্যাক | নারী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প | ১৮৩০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৭ | মেরি-স্টোপস | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৪০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৮ | সাস | স্বাস্থ্য | ৫৪৯ | ৩ বছর মেয়াদী |
| ৯ | এসডিআই | ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা ও দুর্যোগ | ৮৯৪ | ৫ বছর মেয়াদী |
| ১০ | পদক্ষেপ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১১ | টি এম এস এস | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৪৭ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১২ | দুঃস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র | স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৬১২ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৩ | ব্যুরো বাংলাদেশ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৯৮ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৪ | শক্তি ফাউন্ডেশন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬১২ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১৫ | সাজেদা ফাউন্ডেশন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৯৫ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১৬ | ঘরনী | শিক্ষা বিষয়ক | ২২০৩ | ৫ বছর মেয়াদী /চলমান |
| ১৭ | হ্যান্ডি ক্যাফ ইন্টারন্যাশনাল | দূর্যোগ বিষয়ক ও প্রতিবন্ধি | ৯৫০ | ৫বছর মেয়াদী |
| ১৮ | রেডক্রিসেন্ট | দূযোগ বিষয়ক | ১১৫০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৯ | জনসেবা | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৮০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২০ | প্রত্যাশী | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৩০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২১ | বাঁধন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪১০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২২ | বিহঙ্গ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৪০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৩ | ওভার ব্রাইট | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক | ৫৫০ | ৩ বছর মেয়াদী |
| ২৪ | প্রজন্ম | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪১০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৫ | নিরাপদ | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক,ক্ষুদ্র ঋণ | ৩৯০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৬ | প্রতিভা | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক | ৩২০ | ৩বছর মেযাদী |
| ২৭ | সি দ্বীপ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪৭০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৮ | লিপ্রোসী ভিশন | স্বাস্থ্য বিষয়ক | ৫২০ | ৫বছর মেয়াদী |

(ঞ) খেলার মাঠঃ

সীতাকুন্ড উপজেরায় ছেলেমেয়েদের বিনোদন/খেলাদুলার জন্য খেলার মাঠ রয়েছে -৪৯টি । যাহা ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে দেখানো হল।

| ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | খেলার মাঠের অবস্থান | দুর্যোগের সময় কি কি কাজে লাগে |
|---|---|---|---|
| ১ | ছলিমপুর | লতিফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,ছলিমপুর ইউ,পি খেলার মাঠ,ফৌজদারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ,চক প্রাঃবিঃমাঠ, টিএন্ডটি মাঠ। | দূর্যোগে মানুষ ও গবাদী পশুর আশ্রয় এর কাজে লাগে। |
| ২ | ভাটিয়ারী | ইমাম নগর সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ,টিএসই উঃবিঃ,শাজাহানিয়া উঃবিঃ মাঠ, মিলিটারী একাডেমি উচ্চ বিদ্যাঃ মাঠ, বিজয় স্মরনী মাঠ, হাসনাবাদ খেলার মাঠ, বিএম হাইস্কুল, বিএম মাঠ | |
| ৩ | সোনাইছড়ি | শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ,ঘোড়ামরা সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,সোনাইছড়ি ইউপি মাঠ,কেশবপুর প্রাঃবিঃ মাঠ,বার উলিয়া প্রাঃবিঃ মাঠ,হাফিজ জুট মিল মাঠ | |
| ৪ | কুমিরা | মছজিদ্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ,কুমিরা আবাসিক উচ্চ বিঃমাঠ, কুমিরা সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,কুমিরা ইউপি খেলার মাঠ, | |
| ৫ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিঃ মাঠ, বাঁশবাড়িয়া ইউপি খেলার মাঠ, আকিলপুর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, মধ্য বাঁশবাড়িয়া সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ ও উত্তর বাঁশবাড়িয়া সরকারী প্রাঃবিঃ। | |
| ৬ | বাড়বকুন্ড | বাড়বকুন্ড সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, অলিনগর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, সিসিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ, কাঠগড় সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, মাহমুদাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ ও এস.কে.এম জুট মিল স্কুল । | |
| ৭ | মুরাদপুর | ভাটেরখীল সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, গোপ্তাখালী সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, দোয়াজীপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,র হমত নগর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, | |
| ৮ | বারৈয়াঢালা | টেরিখাল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ, বহরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,দারোগারহাট সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,লালা নগর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ,বড় দারোগার হাট সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, | |
| ৯ | সৈয়দপুর | শেখের হাট উচ্চ বিঃ মাঠ, মহা নগর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, সৈয়দপুর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, জাফর নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ । | |
| ১০ | পৌরসভা | সীতাকুন্ড সরকারী উচ্চ বিঃ মাঠ, পন্থিছিলা সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ, সীতাকুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠ, এয়াকুব নগর সরকারী প্রাঃবিঃ মাঠ | |

(ট) কবরস্থান/শ্মশানঘাটঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় পারিবারিকভাবে বড়/উল্লেখযোগ্য মোট কবরস্থান-৪৭৬টি । এর মধ্যে সরকারীভাবে আছে-২টি। অন্যান্য পারিবারিক ভাবে ছোট ছোট কবরস্থান গুলি রয়েছে, বাড়ির পাশে, মসজিদের পাশে, মাজারের পাশে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পারিবারিকভাবে বড়/উল্লেখযোগ্য কবরস্থানগুলির তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

পৌরসভাঃ পৌরসভায় মোট কবরস্থান রয়েছে-৪৪টি । এর মধ্যে ১টি সরকারী রেলওয়ে কবরস্থান, যার অবস্থান পৌরসভায় ৪ নং ওয়ার্ডে । পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪৩টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে -৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি।

ছলিমপুর ইউনিয়নঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪২টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি।

ভাটিয়ারী ইউনিয়নঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪৯টি,যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি।

সোনাইছড়ি ইউনিয়নঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৩৫টি, এর মধ্যে ১টি সরকারী বার আউলিয়া মাজার কবরস্থান, যার অবস্থান ৫ নং ওয়ার্ডে। পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪৭টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি।

কুমিরা ইউনিয়নঃ কুমিরা ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-৪৬টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি।

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪৩টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে ৫টি।

বারবকুন্ডঃ বারবকুন্ড ইউনিয়নে পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৫০টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৬টি।

মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-৪৫টি, যথা ১নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি।

সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৬৭টি, যথা ১নং ওয়ার্ডে-১০টি, ২ নং ওয়ার্ডে৮টি, ৩ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৯টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৮টি।

বারৈয়াঢালা ইউনিয়নঃ পারিবিরিক মোট কবরস্থান-৪৫টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে ৪টি।

(ট) শ্মশানঘাটঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় সরকারী ভাবে কোন শস্মানঘাট নেই। বেসরকারী ভাবে উল্লেখযোগ্য শ্মশানঘাট রয়েছে-১৪০টি। এছাড়াও ছোট ছোট পারিবারিভাবে ও মন্দিরের পাশে শস্মানঘাট রয়েছে। উল্লেখিত শস্মানঘাটগুলির ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর শস্মানঘাট ১১টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে--১টি, ২ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে--০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--০টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--২টি।

২) বারৈয়াঢালাঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে শস্মানঘাট ১৪টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে--২টি, ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--০টি, ৪ নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--৩টি।

৩) পৌরসভাঃ পৌরসভায় শস্মানঘাট ২১টি। যথা ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ ওয়ার্ডে-২টি , ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে -২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি।

৪) মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নে শস্মানঘাট ২ টি । ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৫) বারবকুন্ডঃ বারবকুন্ড ইউনিয়নে শস্মানঘাট-১৮টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে--২টি, ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--৩টি।

৬) বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে শস্মানঘাট ৭টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে--১টি, ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে--২টি ।

৭) কুমিরাঃ কুমিরা ইউনিয়নে শস্মানঘাট রয়েছে-১৬টি,যথা ১ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে--০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--৩টি, এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--২টি।

৮) সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে শস্মানঘাট রয়েছে-৩টি। যথা , ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি।

৯) ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে শস্মানঘাট ১৬টি, যথা ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--০টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--৩টি।

১০) ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে শস্মানঘাট ১৫টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে--৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে--১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে--২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে--৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে--১টি।

(ঠ) যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

সীতাকুন্ড উপজেলা হতে জেলার সাথে যোগাযোগ করার জন্য রয়েছে স্থল ও রেল পথ । স্থল পথের উল্লেখযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যম গুলি হল, বাস, ট্রাক, লরি, কার্গো, রিক্সা, ভ্যান ও ট্রেন ইত্যাদি । সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ১টি পৌরসভসহ ৬ টি ইউনিয়ন এর মধ্য দিয়ে বাস চলাচল করে পাশাপাশি সিএনজি, রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, ভটভটি, চলাচল করে থাকে । এই উপজেলায় মোট বাসের সংখ্যা প্রায় ৫৩ টি, সিএনজি ২৮৯ টি ও রিক্সা, ভ্যান, ভটভটি ও অটোরিক্সা প্রায় ৩২৭ টি । ট্রাক ও লরির সংখ্যা প্রায় ৪৮টি ।

- ছলিমপুর ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ৪২ টি, রিক্সা ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১০৫ টি ।
- ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ৬৪ টি, রিক্সা ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১৩০ টি ।
- বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ৭১ টি, রিক্সা ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ৯৪ টি ।
- মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ৮৯ টি, রিক্সা ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ৯৮ টি ।
- বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ১০৫ টি, রিক্সা ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১২৪ টি ।
- সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট সিএনজির সংখ্যা প্রায় ৯৫ টি, রিক্সা, নসিমন ও ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১৩৫ টি।

(ড) বন ও বনায়নঃ

চট্টগ্রাম জেলায় পাহাড়ী বনাঞ্চর রয়েছে প্রায় ৩৭৩৯৩ একর। এর মধ্যে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ১৯৫০৮ একর বনাঞ্চল রয়েছে। এ উপজেলায় অনেক এলাকায় বনায়নের বিস্তার লক্ষ করা যায় । কিন্তু বতর্মানে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক বিরুপতার কারণে এলাকায় কিছু বনায়ন অঞ্চল বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে পাহাড়ী বনাঞ্চল ছাড়াও এলাকায় বেরি বাঁধ এবং বাধের পশ্চিম পাশ তথা সন্দ্বীপ চ্যানেলের পাশ ও রাস্তার পাশ দিয়ে সামাজিক বনায়ন রয়েছে এছাড়া সরকারী উদ্যোগেও বনাঞ্চল রয়েছে। উল্লেখিত বনাঞ্চলে যে সকল গাছ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলঃ গড়ান, আকাশ মনি, সেগুন, চাম্বল, রেন্ডী কড়ই, ইপিলইপিল, গজন, গামারী,নীম,জাম,আম,কাঠাল, আমরা, লেবু, পেয়ারা, আনারস, বাঁশ, রাবার, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গাছ । এছাড়াও বসতবাড়ীতে কিছু গাছপালা দেখা যায় । তবে এনজিও ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বনায়ন করা হয় নাই । ইউনিয়ন ভিত্তিক বনাঞ্চলের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হল।

- ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে জঙ্গাল ছলিমপুর ও লতিফপুর এলাকায় প্রায় ৪০০ একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- ভাটিয়ারীঃ বিএমএ, ইছমতি, ভাটিয়ারী, মাদামবিবি এলাকায় প্রায় ২০০০ একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- সোনাইছড়িঃ ঘোরামারা,বার আউলিয়া, শিতলপুর, দ: ঘোরামারা এলাকায় প্রায় ৩৬০০ একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- কুমিরাঃ কুমিরা, মসজিদ্দা, উঃমসজিদ্দা, মোল্লাপাড়া, ঠাকুরানী, আলেকদিয়া, হামাদিয়া এলাকায় প্রায় ১২০০ একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- বাঁশবাড়িয়াঃ উঃ বাঁশবাড়িয়া, বোয়ালিয়া, হেতালিয়া, মগপুকর, কোট্টা, মধ্য বাঁশবাড়িয়া, দঃ বাঁশবাড়িয়া এলাকায় প্রায় ২৫০০ (রাবার বাগান সহ) একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- বারবকুন্ডঃ মাহমুদাবাদ, নডালিয়া, হাতিলুডা, ছাড়ার গান্দি, রেল রাস্তার পূব পাশ এলাকায় প্রায় ৩০০০ একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- বারৈয়াঢালাঃ দঃ বারি গ্রাম, বহরপুর, পঃ নালানগর, মহালংগা এলাকায় প্রায় ৪৯৮একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।
- সৈয়দপুরঃ পূব বাকখালী, বসতনগর, সি রোড, বদরখালী, টেরিয়াল, বগাচতর এলাকায় প্রায় ২০০০একর এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে।
- মুরাদপুরঃ গোলাবাড়িয়া, গুলিয়াখালী, মুরাদপুর, বসতনগর, ভাটেরখিল, হাসনাবাদ এলাকায় প্রায় ২৩০০একর এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে।
- পৌরসভাঃ আমিরাবাদ, শিবপুর, মহাবদবপুর, কেদারখীল, ইদলপুর, ইয়াকুবনগর, বড়দারোগারহাট, শেখপাড়া, রেল লাইনের পাশ এলাকায় প্রায় ২০১০একর এলাকাজুরে বনাঞ্চল রয়েছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

(ক) বৃষ্টিপাতের ধারাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় একই রকম । গত ১৯৬৫ ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১, ৬, ৫, এবং ৬ মিঃমিঃ এর অধিক । কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন । বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে । সেই সাথে ফসলের রোগবালাই ও পোকার আক্রমন বেশী হচ্ছে । অসময়ে বৃষ্টিপাত এর ফলে ফসল ও চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ।

(খ) তাপমাত্রাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় কিছু ইউনিয়নগুলো পাহাড় অধ্যুসিত হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে গাছপালার পরিমান বেশী না হওয়ায় তাপদাহের পরিমান কিছুটা বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের বর্তমানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৪০.৫ ডিঃসেঃ ও ১৮.৫ ডিঃসেঃ। বর্ষাকালে এই উপজেলায় গড় তাপমাত্রা থাকে ২৪.৫ ডিঃ সেঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। তবে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গত ৫-৬ বছরের গড় তাপমাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ায়র অন্যতম কারণ বাতাসে আদ্রতার পরিমান বেড়ে যাওয়া। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতে চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। এ রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল ও মে মাসে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায় ফলে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এটি খুবই হুমকি স্বরুপ।

(গ) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে ২০০৩ সালে এই পানির স্তর গভীর নলকুপে ৩৫০-৪০০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৩০-৮০ ফুট। ২০০৪ সালে গভীর নলকুপে ৩৫০-৪০০ ফুট। ২০০৫ সালে গভীর নলকুপে ৩৫০-৪০০ ফুট, অগভীর ৬৩-৬৬ফুট, ২০০৬ সালে গভীর নলকুপে ৩৭৫-৪০০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৩৫-৩৮ ফুট। ২০০৭ সালে গভীর নলকুপে ৩৫০-৪০০ ফুট। ২০০৮ সালে গভীর নলকুপে ৩৫০-৪০০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৪৩-৪৬ ফুট। ২০০৯ সালে গভীর নলকুপে ৪৪৭-৪৫০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৬৬-৬৮। ২০১০ সালে গভীর নলকুপে ৪৫৪-৪৫৭ ফুট, অগভীর নলকুপে ৬৫-৬৮ ফুট। ২০১২ সালে গভীর নলকুপে ৪৪৭-৪৫০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৬৩-৬৬ ফুট। ১৪ থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ১৫ থেকে ১৭ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর দিন দিন কমে যাওয়ায় সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

১.৪.৪ অন্যান্য

(ক) ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

উপজেলায় মোট ভূমির পরিমান প্রায় ৮০২৮৮.২৬ একর (৩২১৫৫.৩০ হেক্টর)। এক ফসলী জমির পরিমান ১২৫০ একর (৫০০ হেঃ), দু'ফসলী ১৩২৫০ একর (৫৩০০ হেঃ) ও তিন ফসলী ৮০০০ একর (৩২০০ হেঃ), খাস জমি ২০০২৭.২৬ একর, সংরক্ষীত বন ২৪৯৮০ একর, উপকুলীয় বন ২৬৯৮ একর, বতসভিটা ১০০৩৭ একর এবং জলাশয় ৩৬ একর। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ফসলি জমির তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

১) সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৮৫০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ১০০ হেঃ, দু'ফসলী ১২৬৫ হেঃ ও তিন ফসলী ৪৮৫ হেঃ জমি চাষাবাদ হয়।

২) বারৈয়াঢালাঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১১৬০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলি ৭৫ হেঃ, দু'ফসলি ৬০০ হেঃ ও তিন ফসলি ৪৮৫ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয়।

৪) মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৩৮০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ১০৫ হেঃ, দু'ফসলী ৮৭৫ হেঃ ও তিন ফসলী ৪০০ হেঃ জমি চাষাবাদ হয়।

৫) বাড়বকুন্ডঃ বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১১৫০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ৫০ হেঃ, দু'ফসলী ৭০০ হেঃ ও তিন ফসলী ৪০০ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয়।

৬) বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭৮০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ৪০ হেঃ, দু'ফসলী ৪৫০ হেঃ ও তিন ফসলী ২৯০ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয় ।

৭) কুমিরাঃ কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৫০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ৩০ হেঃ, দু'ফসলী ৩০০ হেঃ ও তিন ফসলী ২২০ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয়।

৮) সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী জমি ৩০ হেঃ, দু'ফসলী ২৭৫ হেঃ ও তিন ফসলী ১৬৫ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয় ।

৯) ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৩৮০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ২৫ হেঃ, দু'ফসলী ২৩০ হেঃ ও তিন ফসলী ১২৫ হেঃ জমি চাষাবাদ করা হয়।

১০) ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০ হেঃ এর মধ্যে এক ফসলী ১৫ হেঃ, দু'ফসলী ২০৫ হেঃ ও তিন ফসলী ১৩০ হেঃ জমি চাষাবাদ হয় ।

## (খ) কৃষি ও খাদ্যঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রধান অর্থকরী ফসল ধান, ও মাছ। এছাড়া আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা ,আনারস, বাঙ্গী, পেপে, জাম, আম, কাঠাল, ইত্যাদি এলাকায় অর্থকারী ফসল হিসাবে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে,পাহাড়ী এলাকায় ও সমতল এলাকায় প্রচুর পরিমানে শাকসবজি উৎপাদিত হয়, যেমন: ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাকরোল বরবটি, বেগুন, মিষ্টিকুমরা, পানিকুমরা ,ঢেরস, মুলা, মরিচ, গাজর, টমেটো, খিরা, শসা, করলা, পুইশাক, লালশাক, পানিকচু ও লতিকচু ইত্যাদি। এ উপজেলায় উৎপাদিত মোট ফসলের পরিমান ১৪০০৫০.২৫ মেঃটন। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো ভাত, মাছ, ডাল, রুটি এবং এখানকার স্থানীয় লোকজনের খাদ্যাভাস হল, সকালে ১ বার , দুপরে ১ বার, ও রাতে ১ বার । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের পরিমান দেখানো হল।

- সৈয়দপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, পেঁপে, আম বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফলমুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৯০৭৫ মেঃটন।
- ছলিমপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান,মাছ,আলু, পেয়ারা , আনারস, পেঁপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৫০১.৫ মেঃটন।
- মুরাদপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পেয়ারা, বাঙ্গী, পেঁপে, জাম, আম, কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৮৯৬২.৫ মেঃটন।
- বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, ডাল, আখ, পেঁপে, আম বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৭৭৫৫ মেঃটন।
- সোনাইছড়ি ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, ডাল, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা ,আনারস,বাঙ্গী, পেঁপে, জাম, আম, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৫৭৭৫ মেঃটন।
- বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, ডাল, আখ, তরমুজ, পেয়ারা ,আনারস, বাঙ্গী, পেঁপে, জাম, আম, কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৩৫১.২৫ মেঃটন।
- ভাটিয়ারী ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, পেয়ারা , আনারস, পেঁপে, জাম, আম, কাঠাল, পুদনা কুল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৩২০০ মেঃটন।
- কুমিরা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, ডাল, পেয়ারা ,আনারোস, পেপে,আম, কলা, আদা, কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৭৮৩৭.৫০ মেঃটন।
- বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, ডাল, আখ, পেয়ারা , আনারস, পেঁপে, জাম, আম, কুল, কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৭৩৪২.৫০ মেঃটন।

## খ.৩ ক্ষয়ক্ষতির তথ্যঃ

সীতাকুন্ড  উপজেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির ইউনিয়ন ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

১) সৈয়দপুরঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৮০০ একর জমির ফসল, বন্যায়, খড়া, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ,শিলাবৃষ্টি ও  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৬১ লক্ষ টাকা।

২) বারৈয়াঢালাঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৮০ একর জমির ফসল, বন্যায়, খড়া, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও  লবনাক্ততায়,ছড়ার ভাঙ্গান এ  ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৫৯ লক্ষ টাকা।

৩) সীতাকুন্ড পৌরসভাঃ  ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৬০ একর জমির ফসল, বন্যায়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও  লবনাক্ততায় ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষ টাকা।

৪) মুরাদপুরঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ৮৩৪ একর জমির ফসল, বন্যায়, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকা।

৫) বাড়বকুন্ডঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৩৪০ একর জমির ফসল, বন্যায়, অশিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৫২ লক্ষ টাকা।

৬) বাঁশবাড়িয়াঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৯৫ একর জমির ফসল, বন্যায়, পাহাড়ী ঢল ও শিলাবৃষ্টি,  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক  ৬০ লক্ষ টাকা।

৭) কুমিরাঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৮৫ একর জমির ফসল, বন্যায়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৬২ লক্ষ টাকা।

৮) সোনাইছড়িঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৯০ একর জমির ফসল, বন্যায়, অতিবৃষ্টি ,শিলাবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা।

৯) ভাটিয়ারীঃ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৯৫ একর জমির ফসল, বন্যায়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৬১ লক্ষ টাকা।

১০) ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৯১০ একর এর মধ্যে প্রায় ৩২০ একর জমির ফসল, বন্যায়, খড়া, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, শিলাবৃষ্টি ও  লবনাক্ততায়, ক্ষতি হয় যার মূল্য আনুমানিক ৪৮ লক্ষ টাকা।

(গ) নদীঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় কোন নদী নেই তবে উপজেলার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেল প্রবাহিত হয়েছে। সন্দ্বীপ চ্যানেলটি লম্বায় প্রায় ৩৩ কিঃমিঃ। প্রবাহিত সন্দ্বীপ চ্যানেলের দ্বারা এলাকায় যেমন উপকার হয়ে থাকে তেমনি এলাকায় কিছু ক্ষতিও হয়। উপকারিতা যেমন-চ্যানেলে প্রচুর ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়, যাহা বাজারে বিক্রি করে স্থানীয় জেলেসহ অন্যান্য লোকজন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। স্থানীয় ভাবে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার দিয়ে লোকজন ও মালামাল পারাপার করে জীবকা নির্বাহ করে, শিপ বা জাহাজ কাটিং কারখানা গড়ে উঠেছে প্রচুর , যেখানে অনেক বেকার লোকজনের কমসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। স্থাপনকৃত ঐতিহাসিক ফেরিঘাটে অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

কিছু অপকারও হয়ে থাকে যেমন জাহাজ কাটার রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ, যাহা পরিবেশের বিশাল ক্ষতি করে, ফলে খালে মাছ মারা যায় এমনকি কোন খালে মাছ পাওয়া যায় না, লোকজন বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়। বন্যায় ক্ষতির পরিমান বেড়ে যায়, লবনাক্ত পানির কারণে জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষীত সাধিত হয় এবং পার ভেঙে ফসলি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে ও চ্যানেলে তীব্র স্রোতের ফলে পাড় ভেঙ্গে আবাদি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে এ চ্যানেলটি সীতাকুন্ড উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ,যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) ১ নং সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৪) ৪ নং মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নের ১, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৫) ৫ নং বাড়বকুন্ডঃ বাড়বকুন্ড ইউনিয়নের ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৬) ৬ নং বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ১, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৭) ৭ নং কুমিরাঃ কুমিরা ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৮) ৮ নং সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
৯) ৯ নং ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।
১০) ১০ নং ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নের ৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে চ্যানেলটি প্রবাহিত হয়েছে।

ঘ.১ পুকুরঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় পুকুরের প্রায় ২৮৬৫ টি । এছাড়াও পারিবারিকভাবে বেশকিছু ছোট ছোট পুকুর রয়েছে। এলাকায় সাধারনত পুকুরে মাছ চাষ করা হয়, লোকজন গোসল করে থাকে, লোকজন কাপড় ধোওয়ায় পুকুরের পানি ব্যবহার করে, গবাদীপশুকে গোসল করায় । অনেক সময় পুকুরের পানি দিয়ে সবজী চাষের কাজ করে।

১) সৈয়দপুর ইউনিয়নেটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৪৫০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩০ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩১টি।

২) বারৈয়াঢালা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৪৫০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪৮ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৫৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫৪ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৯টি।

৩) সীতাকুন্ড পৌরসভা মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৯০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৯টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি।

৪) মুরাদপুর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৪০০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪৮ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪৯ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪৭ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি।

৫) বাড়বকুন্ড ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩৮০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪১ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪৭ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি।

৬) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩০০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩০ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪০ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩৬ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪০টি।

৭) কুমিরা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০০ টি । ১নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি ।

৮) সোনাইছড়ি ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৯৫ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩০টি।

৯) ভাটিয়ারী ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৮০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি।

১০) ছলিমপুর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি।

**(ঙ) খালঃ**

সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট ২৪টি খাল রয়েছে ,যাহার ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নের মোট ৩টি খাল রয়েছে । ১টি বাকখালী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ১৭ কিঃমিঃ । ১ টি বদরখালী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ । ১ টি বসত নগর খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ।

২) বারৈয়াঢালাঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে কোন খাল নাই ।

৩) সীতাকুন্ড পৌরসভাঃ পৌরসভায় কোন খাল নাই ।

৪) মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নের মোট ৫ টি খাল রয়েছে । ১টি ছোট্ট কুমিরা খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ২.৫ কিঃমিঃ । ১ টি গুলিয়াখালী খাল নামে পরিচিত,অবস্থান ৩ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ । ১টি রাজাপুর খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ২কিঃমিঃ। । ১টি বাড়িয়াখালী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ। ১টি গুপ্তাখালী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৫ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ।

৫) বাড়বকুন্ডঃ বাড়বকুন্ড ইউনিয়নের মোট ৫ টি খাল রয়েছে । ১টি গোপ্তাখালী খাল নামে পরিচিত,অবস্থান ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ । ১ টি কাউনিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৫ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ । ১টি উলানিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪কিঃমিঃ। । ১টি নডালিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ। ১টি টিয়াচুড়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ।

৬) বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের মোট ৪টি খাল রয়েছে । ১টি বোয়ালিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৭ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ । ১ টি শিকদার খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ এবং ৯ নংওয়ার্ডে কেরবাখালী খাল অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ।

৭) কুমিরাঃ কুমিরা ইউনিয়নের মোট ২টি খাল রয়েছে । ১টি ছোট কুমিরা খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৭ কিঃমিঃ । ১ টি বড় কুমিরা খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৫,৭,৮ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৮ কিঃমিঃ ।

৮) সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ইউনিয়নের মোট ৩টি খাল রয়েছে । ১টি ঘোরামারা খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ২ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫কিঃমিঃ । ১ টি সোনাইছড়ি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৩,৪,৫ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪.৫০ কিঃমিঃ । ১টি মুরখুন্দে খাল নামে পরিচিত, অবস্থান, ৫, ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫কিঃমিঃ।

৯) ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নের মোট ৩টি খাল রয়েছে। ১টি ধামায়ের খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪, ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৩কিঃমিঃ। ১টি চিরিং খাল নামে পরিচিত,অবস্থান ২, ৩ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ২.৭৫ কিঃমিঃ। ১টি ইছামতি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪কিঃমিঃ।

১০) সলিমপুরঃ সলিমপুর ইউনিয়নে মোট ১টি খাল রয়েছে। এটি সলিমপুর বেড়িবাধ খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৭ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বায় প্রায় ৩কিঃ মিঃ।

## ঙ).১ ছড়াঃ

চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুন্ড উপজেলায় পাহাড় থেকে অতিবৃষ্টির সময় পানি নেমে আসা থেকে ছড়ার সৃস্টি হয়ে থাকে। সীতাকুন্ড ছড়ার সংখ্যা- ২৭ টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ছড়ার তথ্য প্রদান করা হল।

১) সৈয়দপুরঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে ছড়া ১২ টি। উক্ত ছড়াগুলি ১-৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত।

২) বারৈয়াঢালাঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ৫টি ছড়া রয়েছে। ২ নং ওয়ার্ডে মরা ছড়া ও নন্দ ছড়া, ৮ নং ওয়ার্ডে বরপুর ছড়া ও বরনূর ছড়া, ১ নং ওয়ার্ডে নবালিক্য ছড়া।

৩) সীতাকুন্ড পৌরসভাঃ পৌরসভায় মোট ৭টি ছড়া রয়েছে। ৫ নং ওয়ার্ডে পন্থাছিলা ছড়া, ১ নং ওয়ার্ডে নুনা ছড়া, ৩ নং ওয়ার্ডে ইদিলপুর ছড়া। ৪ নং ওয়ার্ডে মহাদেবপুর ছড়া, ৫ নং ওয়ার্ডে গুড়গুড়ি ছড়া, ৫ নং ওয়ার্ডে বৈশ্যা ছড়া ও ৬ নং ওয়ার্ডে এসকেএম ছড়া।

৪) মুরাদপুরঃ মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ৩টি ছড়া রয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে মেঘবতী ছড়া, ৯ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ রহমত নগর ছড়া, ৮ নং ওয়ার্ডে ডালিপাড়া ছড়া।

৫) বাড়বকুন্ডঃ বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ৩ টি ছড়া রয়েছে। ১ নং ওয়ার্ডে কানি ছড়া ও চারাল কান্দি ২ টি ভুইয়া পাড়া।

৬) বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ছড়া ২ টি । ১ নং ওয়ার্ডে তেতিয়া ছড়া ও ৬ নং ওয়ার্ডে পাঁচগাছিয়া ছড়া রয়েছে।

৭) কুমিরাঃ কুমিরা ইউনিয়নে মোট ৩টি ছড়া রয়েছে। ৪ নং ওয়ার্ডে বাঘমারা ছড়া, ১ নং ওয়ার্ডে উত্তর মসজিদ্দা ছড়া, ২ নং ওয়ার্ডে মসজিদ্দা ছড়া।

৮) সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ৫টি ছড়া রয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে নাপিতা ছড়া, ১ ও ৪ নং ওয়ার্ডে জান্নাইয়া ছড়া, ২ ও ৬ নং ওয়ার্ডে লাতুরমার ছড়া। ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে কানি ছড়া, ৯ নং ওয়ার্ডে কদম রসুল পূব ছড়া।

৯) ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ১টি ছড়া রয়েছে। ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে বৈরাগী ছড়া।

১০) ছলিমপুরঃ ছলিমপুর ইউনিয়নে মোট ২টি ছড়া রয়েছে। ৪নং ওয়ার্ডে বাংলা বাজার ছড়া, ৫নং ওয়ার্ডে চালতাতলি ছড়া, ১ নং ওয়ার্ডে রাম গোবিন্দ ছড়া।

## ট) লবনাক্ততাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র নিকটবতী । এখানে ২৪ ঘন্টা সময়ে ২বার জোয়াড় ভাটা হয়ে থাকে,ফলে এলাকার অনেক ফসলি জমিতে লবনাক্তার সৃস্টি হয়েছে। এতে ফসলের উৎপাদন কমে গেছে কারণ জমির উবরতা শক্তি দিন দিন নষ্ট হযে যাচ্ছ। দিন দিন সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে ভাল মানের জমিগুলিতে পানি জমে জলাবদ্ধতার কারণে জমিটিতে লবনাক্তা হয়ে যাচ্ছে। বতমানে এখানে লোকজন লবনাক্তাকে  একটি আপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক লবনাক্ততাযুক্ত এলাকাগুলি দেখানো হল ।

- কুমিরা ইউনিয়নে ১,২,৩,৫,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডে গুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী।
- বাঁশবাড়িয়া ইউনিযনে ৮ ও ৯  নং ওয়ার্ডে লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডেগুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী।
- সৈয়দপুর ইউনিয়নে  ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডেগুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী।
- বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২,৩,৫,৬,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডেগুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী। ।
- সীতাকুন্ড পৌরসভায়  ৫,৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডেগুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী।
- ছলিমপুর ইউনিয়নে ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে  লবনাক্ততা আছে কারণ ওয়ার্ডেগুলি সন্দ্বীপ চ্যানেল নিকটবতী।

## (ঠ) আর্সেনিক দূষণঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায়  ২০০৩ সনের জরিপ মতে গড়ে প্রায় ২৫% আর্সেনিক পরিলক্ষিত হয়েছে। এলাকায় আর্সেনিক থাকার কারণে লোকজন সব জায়গার পানি খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে না। এভাবে আর্সেনিকের পরিমান বেড়ে গেলে এক সময় সুপেয় পানির প্রচুর সংকাট দেখা দিবে। লোকজন আর্সেনিক এখানে একটি অন্যতম আপদ বলে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিকের বর্ণনা দেয়া হল।

- সৈয়দপুর ইউনিয়নে আর্সেনিক এর পরিমান কম।
- বাঁশবাড়িয়াঃ বাঁশবাড়িয়া ইউনিযনে ৪, ৮ ও ৯  নং ওয়াডে আর্সেনিক আছে। আনুমানিক ২০.৪৫%।
- বারৈয়াঢালাঃ বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে  সকল ওয়াডেই আনুমানিক প্রায় ৪৪.৭৬%আর্সেনিক  আছে।
- মুরাদপুরঃ মুরাদপুর  সকল ওয়াডেই আনুমানিক প্রায় ৩৭.০৫%আর্সেনিক  আছে।
- বারবকুন্ডঃ বারবকুন্ড ইউনিয়নে  সকল ওয়াডেই আনুমানিক প্রায় ১৬.৫৮%আর্সেনিক  আছে।
- সীতাকুন্ড পৌরসভাঃ পৌরসভায়  সকল ওয়াডেই আনুমানিক প্রায় ৫৪.৫৭%আর্সেনিক  আছে।
- ভাটিয়ারীঃ ভাটিয়ারী ইউনিয়নে  সকল ওয়াডেই আনুমানিক প্রায় ১১.২০%আর্সেনিক  আছে।
- সোনাইছড়িঃ সোনাইছড়ি ইউনিয়নে সকল ওয়াডেই  আর্সেনিক  আছে।  আনুমানিক ৯.৫০%।
- সলিমপুর ইউনিয়নে আর্সেনিক এর পরিমান ১.৮৩%
- কুমিরা ইউনিয়নে আর্সেনিক এর পরিমান প্রায় ৫%।

আর্সেনিক দূষণ ও লবনাক্ততার ম্যাপঃ

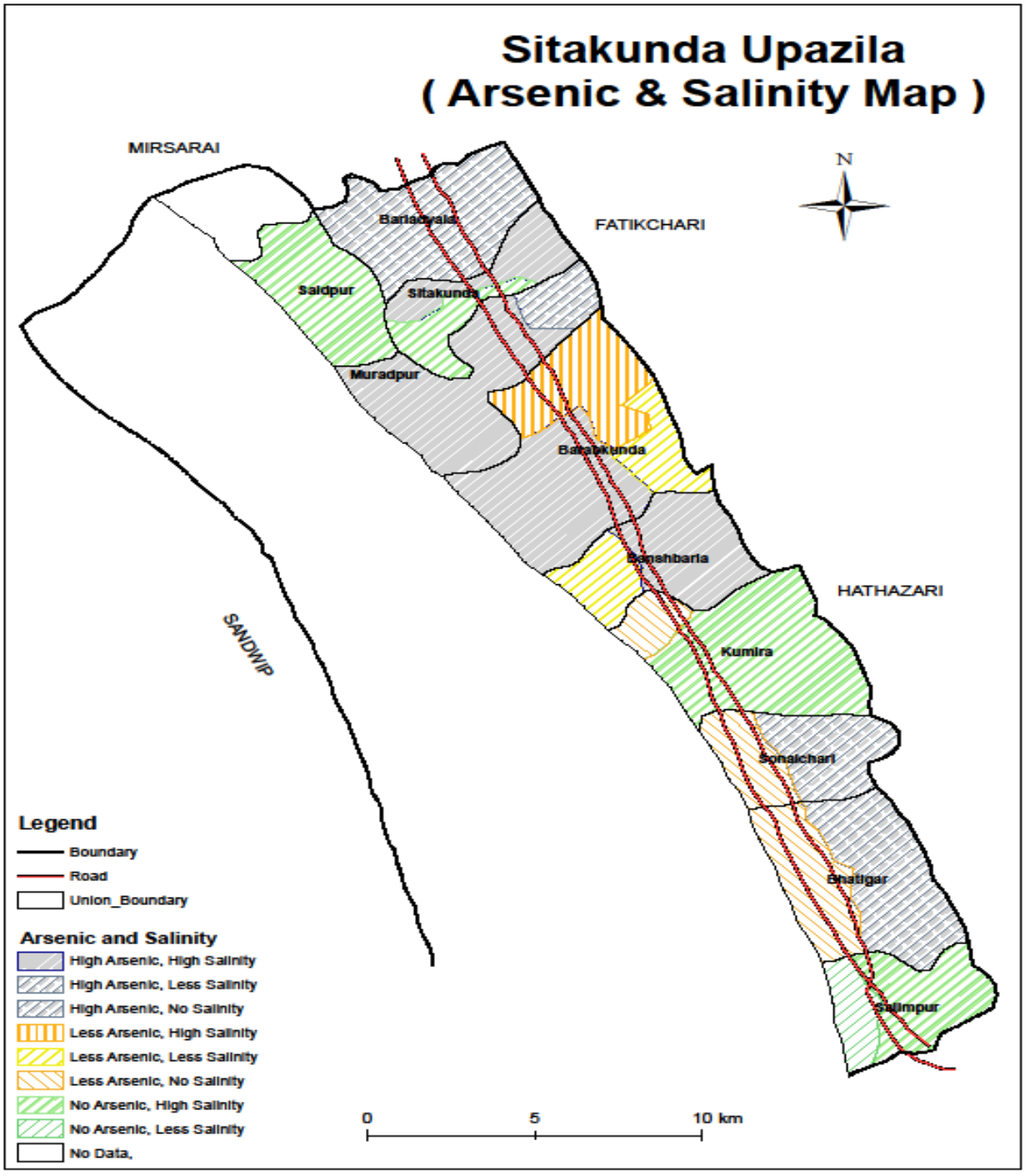

# দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

## ২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাটি দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে অন্যতম । প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয় । বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও পাহাড়ী ঢলসহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় । ১৯৯১ সালে সীতাকুন্ড উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস প্রবল গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল । এই জলোচ্ছাসে পৌরসভাসহ সকল ইউনিয়নই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তবে ৮টি ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন হয়েছিল, ইউনিয়নুগুলি হল, সলিমপুর, কুমিরা, সৈয়দপুর, সোনাইছড়ি, ভাটিয়ারী, বারবকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া ও মুরাদপুর । এই জলোচ্ছাসের গতি বেগ ছিল ঘন্টায় ২২০-২৪৩ কিঃমিঃ । শুরুর সময় ছিল আনুমানিক রাত ১১.৩০ মিনিট, শেষ সময় ছিল ভোর ৪.৩০ টা । এই সময় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক সম্পূর্নভাবে প্লাবিত হয়েছিল । এই ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অনেক লোক মরা গিয়েছিল এবং কৃষি, মৎস্য, পশু-পাখি, গাছ-পালা এবং অবকাঠামোর ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল । এই জলোচ্ছাসে প্রায় ১৫০০ টি পুকুরের মাছ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ, প্রায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্থ, প্রায় ১৩৫০০ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট, প্রায় ১২০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ , প্রায় ১৫০টি কালভার্ট, প্রায় ২০টি ব্রীজ, প্রায় ৯০০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ক্ষতি গ্রস্থ, প্রায় ৬৩০টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ, প্রায় ৩৫০০ টি গরু, প্রায় ৪৩০টি মহিষ, ভেড়া ৩০টি ভেড়া, ৩৫০০ টি হাঁস, ৬০০০টি মুরগী, ২০টি মসজিদ, প্রায় ছোট-বড় ১৫৩০ দোকানের মালামাল ভেসে যাওয়া, প্রায় ৫টি মন্দিরের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য যে, এই জলোচ্ছাসে বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়া, পানিতে ভেসে যাওয়া ও অন্যান্য ভাবে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১২০০ (এক হাজার দুইশত) লোক মারা গিয়েছিল । এছাড়া প্রায় ৮০-৯০ জন লোক নিখোঁজ হয়েছিল । এসময় সরকারী, বেসরকারী, বিদেশী বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগীতায় এগিয়ে এসেছিল । তাড়া এলাকায় উদ্ধার কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, শুকনা খাবার বিতরণ, পুর্ণবাসন ও অন্যান্য সহযোগীতা সহ আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছিল ।

২০১২ সালে এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলা প্রবাহিত হয়েছিল । এ ঝড়ে এলাকায় লোকজন মারা না গেলেও প্রায় ২০০ একর জমির ফসল আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এছাড়া এলাকায় কাচা ঘরবাড়ি, দোকানপাট, গাছপালা, গবাদি পশু, অবকাঠামো, পুকুর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আংশিকভাবে ক্ষতি হয়েছিল ।

২০১৩ সালে এই উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় মহাসেন আংশিকভাবে আঘাত করেছিল । এই ঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি না হলেও বিশেষ করে উপকুলীয় এলাকায় আংশিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল ।

### দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাত সমূহ

| দুর্যোগের নাম | বছর | ক্ষতির পরিমান | কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয় |
|---|---|---|---|
| ১. বন্যা | প্রায় প্রতি বছর তবে ১৯৯১ সালে প্রকট | বেশী | ফসল, মানব সম্পদ, গবাদিপশু ও অবকাঠামো |
| ২. পাহাড়ী ঢল | প্রতি বছর | বেশী | কৃষি, ঘর-বাড়ী, মাছ, গবাদি পশু |
| ৩. কাল বৈশাখী ঝড় | প্রতি বছর | বেশী | ফসল, মৌসুমী ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও অবকাঠামো |
| ৪.রাসায়নিক বর্জ্য | প্রতিনিয়ত | বেশী | কৃষি, মাছ, পরিবেশ দূষণ, মানব দেহের ক্ষতি, |
| ৫. নদী ভাঙ্গন | প্রতি বছর (মাঝে মাঝে) | বেশী | কৃষিখাত, মৎসখাত, ঘরবাড়ি, অবকাঠামো |
| ৬. লবনাক্ততা | প্রতি বছর | বেশী | কৃষিখাত, সুপেয় পানির অভাব, গাছ-পালা |
| ৭. আর্সেনিক | প্রতি বছর | বেশী | মানব দেহের ক্ষতি ও সুপেয় পানির অভাব |
| ৮. শিলা বৃষ্টি | প্রতি বছর | বেশী | ফসল, মৌসুমী ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও অবকাঠামো |
| ৯. খরা | প্রতি বছর | বেশী | ফসল, সুপেয় পানি ও গাছ-পালা |

## ২.২ উপজেলার আপদ সমূহ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণঃ

| ক্র.নং | দুর্যোগের নাম | ক্র.নং | অগ্রাধিকার |
|---|---|---|---|
| ১ | নদীভাঙ্গন | ১ | বন্যা |
| ২ | বন্যা | ২ | পাহাড়ী ঢল |
| ৩ | খরা | ৩ | কাল বৈশাখী ঝড় |
| ৪ | রাসায়নিক বর্জ্য | ৪ | রাসায়নিক বর্জ্য |
| ৫ | কালবৈশাখী | ৫ | নদী ভাঙ্গন |
| ৬ | অতি বৃষ্টি | ৬ | লবনাক্ততা |
| ৭ | জলাবদ্ধতা | ৭ | আর্সেনিক |
| ৮ | লবনাক্ততা | ৮ | জলাবদ্ধতা |
| ৯ | আর্সেনিক | ৯ | খরা |

## ২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বর্ননাঃ

### ১. বন্যাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়ে থাকে । এখানে বন্যায় প্রায় ৩৫০০ একর ফসলি জমি, ৪৩০ টি পুকুরের মাছ, প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৩০৯০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩৬০ টি নলকুপ প্লাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এছাড়াও গবাদি পশু ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । সন্দ্বীপ চ্যানেল ও খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ব্যাপক পরিমানে বেড়ে যাবে ।

### ২.পাহাড়ী ঢলঃ

সীতাকুন্ড উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । পাহাড়ী ঢলের কারণে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, গাছ-পালা ও কাঁচা রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । এমনকি অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসে বসবাসকারীদের প্রাণ হানি ঘটে থাকে । তাই অতিবৃষ্টিকালীন সময়ে অন্য স্থানে পুর্নবাসনের ব্যবস্তা করতে না পারলে পাহাড় ধ্বসে ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে ।

### ৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে এলাকায় প্রায় ২০৫০ একর ফসলী জমি, প্রায় ২২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির, প্রায় ৫০% গাছ-পালা ভেঙ্গে বা উপড়ে যায় । এ অবস্থায় এলাকায় পরিকল্পনা মোতাবেক ও দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী তৈরী না করলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে ।

### ৪. রাসায়নিক বজ্যঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা প্রায় ৯৮৮ টি ও বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ টি গড়ে উঠেছে । বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ ভাংগা শিল্প এই উপজেলায় বিশাল উপকুল এলাকায় গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু শিল্প কারখানা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠায় এলাকায় রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে এলাকার খাল গুলিতে মাছ নেই বললেই চলে, চর্মরোগ সহ মানব দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক আকারে ক্ষতি হচ্ছে ও কৃষি জমির ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে । এ কারণে এলাকায় ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে । এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এক সময় এ এলাকা মানুষের বসবাসের প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়বে ।

### ৫. নদী ভাঙ্গনঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় কোন নদী নেই তবে এলাকার লোকজন সন্দ্বীপ চ্যানেলকেই নদী হিসাবে মনে করে থাকে । কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, সলিমপুর, ভাটিয়ারী, কুমিরা, বারবকুন্ড ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন দেখা যায় । এ এলাকায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১৫০-২০০ একর ফসলী জমি, প্রায় ১৫০ উপকুলীয় ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়, মৎস খামারের ক্ষতি হয় ও উপকুলীয় বনায়নের ক্ষতি হয় । সরকারী ভাবে চ্যানেলের পাড় ব্লক দ্বারা বেষ্ঠিত ও শিকড় ধারী গাছ রোপন করতে পারলে ভবিষ্যতে ঝুঁকির পরিমান বহুলাশে হ্রাস পাবে ।

### ৬. লবনাক্ততাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র নিকট বতী হওয়ায় পৌরসভাসহ, সলিমপুর, কুমিরা, বারবকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া, মুরাদপুর ও সৈয়দপুর ইউনিয়নে লবনাক্ততা রয়েছে । লবনাক্ততার ফলে প্রায় ১২০০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হচ্ছে । লবনাক্ততার কারণে এলাকায় সুপেয় পানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং বনায়নের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে । এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে ফসলি জমি চাষ, বনায়ন ও সুপেয় পানির অভাব প্রকোপ আকারে দেখা দিবে ।

### ৭. আর্সেনিকঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ১২১২ টি নলকুপে আর্সেনিক আছে । আর্সেনিকের ফলে এলাকায় বসবাসকারীদের বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে মানব দেহে ব্যাপতভাবে ক্ষতি হচ্ছে । ভবিষ্যতে লোকজনকে আরো বেশী সচেতন সহ সরকারী ভাবে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপনের ব্যবস্থা করলে সুপেয় খাবার পানির অভাব দূর হবে এবং আর্সেনিকে ক্ষতির পরিমান হ্রাস পাবে ।

### ৮. শিলা বৃষ্টিঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে । কম বেশী সকল ইউনিয়নেই ক্ষতি হয়ে থাকে তবে তুলনামূলকভাবে মুরাদপুর, বারবকুন্ড, সৈয়দপুর, বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, কুমিরা, বারবকুন্ড ইউনিয়নে প্রায় ২০০-২৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে জমিগুলোতে দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করলে ক্ষতির পরিমান কিছুটা হ্রাস পাবে ।

### ৯. খরাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । খরায় ফসলী জমির ফসল আংশিক ক্ষতি হয়ে থাকে, গাছ-পালা/বনায়ন এর ক্ষতি হয় এমনকি খাবার পানির অভাব দেখা দেয় । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির থাকে না । ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারীভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করলে ও বনায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে ঝুঁকির পরিমান কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হবে ।

## ২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

(ক) বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যামান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করতে জনগোষ্ঠী অসামর্থ্য হয়ে থাকে ।

(খ) সক্ষমতা বলতে প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ ইত্যাদি সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থা সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে ।

বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা পয়েন্ট আকারে নিম্নের ছকে দেখানো হলঃ

| আপদ | বিপদাপন্নতা | সক্ষমতা |
|---|---|---|
| ১. বন্যা | • নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা<br>• চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ<br>• বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা | • নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করা<br>• বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো<br>• নতুন করে বেড়ীবাঁধ নির্মান বা পুরাতন বেড়ী বাঁধ সম্পূর্ণভাবে মেরামত এর মাধ্যমে মজবুত করা।<br>• এলাকায় পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান করা। |
| ২. পাহাড়ী ঢল | • ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ছড়া ও পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান<br>• লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে সচেতন না থাকা<br>• ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নির্মান না করা | • পাহাড় থেকে নির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান<br>• ঘরবাড়ি গুলি দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা<br>• পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা। |
| ৩. কাল বৈশাখী ঝড় | • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা<br>• গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা<br>• বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা<br>• এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান<br>• গবাদি পশুর আবাস্থল দুর্বল ভাবে নির্মান<br>• প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম | • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান করা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা<br>• বেশী পরিমানে গাছ রোপন করা<br>• বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা রোপন করা<br>• কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা<br>• গবাদি পশূর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা<br>• সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান |
| ৪. রাসায়নিক বর্জ্য | • উপকুলীয় এলাকায় অপরিকল্পিকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান<br>• শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে না ফেলা<br>• শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ খালে যাওয়ায় মাছ মারা যায় | • পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান<br>• শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলার ব্যবস্থা করা<br>• শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ মৎস্য যুক্ত খালে প্রবেশ না করানো। |
| ৫. নদী ভাঙ্গন | • নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায়<br>• দুর্বল বেড়ীবাঁধ<br>• নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা<br>• যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা | • উপকূলীয় এলাকায় নির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান<br>• বেড়ী বাঁধে মেরামতসহ বেশী করে গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে যা মাটিকে শক্ত করতে সাহায্য করবে<br>• রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ করা |
| ৬. লবনাক্ততা | • লবন পানি প্রবেশের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ স্থানীয় ভাবে চাষকৃত ফসলের জাত লবন পানি করতে পারে না।<br>• শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততার ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দেয়।<br>• লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে গবাদী পশুর খাবারের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।<br>• লবনাক্ততার ফলে স্বাস্থ্যের ও ত্বকের ক্ষতিসহ গবাদীপশুর নানাবিধ রোগ ব্যাধী সৃষ্টি হয়। | • লবন সহনশীল ফসলের চাষাবাদ আরম্ভ করা লবনাক্ততা ও পতিত জমিতে গবাদিপশুর জন্য ঘাষ উৎপাদনের সুযোগ আছে।<br>• খাবার পানির জন্য পুকুর পূণ:খনন ও গভীর নলকুপ স্থাপন করা<br>• উচুভিটায় গবাদীপশুর খাবারের জন্য নেপিয়র ঘাস রোপন করা<br>• উপজেলা,ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি করা এবং পশুসম্পদ |

| আপদ | বিপদাপন্নতা | সক্ষমতা |
|---|---|---|
| | | সাব সেন্টার নির্মান করা |
| ৭. আর্সেনিক | • আর্সেনিক যুক্ত লাল রং মুক্ত সবুজ রং সম্পর্কে লোকজন সচেতন না হওয়া<br>• মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃস্টি<br>• প্রয়োজনের তুলনায় আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপের সংখ্যা কম | • এলাকার লোকজনকে লাল ও সবুজ রং সম্পর্কে সচেতন করানো<br>• স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার মান বৃদ্ধি করা<br>• প্রয়োজন মত এলাকায় গভীর নলকুপ স্থাপন করা |
| ৮. শিলা বৃষ্টি | • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা<br>• গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা | • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা<br>• বেশী পরিমানে গাছ রোপন করা |
| ৯. খরা | • পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা<br>• চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম<br>• ফসলের ক্ষতি হয়<br>• সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম না থাকা | • বেশী পরিমানে গাছ-পালা রোপন ও বনায়ন সৃষ্টি করা<br>• গভীর নলকুপ এর সংখ্যা বাড়ান<br>• খরা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা<br>• সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম স্থাপনের ব্যবস্থা করা |

## ২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

(খ) সীতাকুন্ড উপজেলাটি একটি দুর্যোগ পূর্ণ উপজেলা। উপজেলাটিতে কিছু কিছু এলাকা বিভিন্ন কারণে বেশী বিপদাপন্ন। ইউনিয়ন ভিত্তিক কোন কোন এলাকা সর্বাধিক বিপদাপন্ন এবং কেন বিপদাপন্ন, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

| আপদ | সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা | বিপদাপন্নতার কারণ | বিপদাপন্ন জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বন্যা | • কুমিরা ইউনিয়নে ৫,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড।<br>• বাঁশবাড়ি ইউনিয়নে ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড।<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড।<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড।<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩,৪ ও ৫নং ওয়ার্ড।<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে২,৩,৫,৬,৮ ও৯ নং ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায় ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১,২,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড।<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে ৩,৫,৭ ও ৯ নঙ ওয়ার্ড। | • নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা<br>• চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ<br>• বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা<br>• দুর্যেগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা | • প্রায় ২৮,০০০ পরিবার |

| আপদ | সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা | বিপদাপন্নতার কারণ | বিপদাপন্ন জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | • সোনাইছড়ি ইউনিয়নে সকর ওয়ার্ড। | | |
| পাহাড়ী ঢল | • কুমিরা ইউনিয়নে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ড।<br>• বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড।<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড।<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড।<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩,৫,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড।<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১,২,৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে।<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে নং ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড। | • ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ছড়া ও পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান<br>• লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পকে সচেতন না থাকা<br>• ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নির্মান না করা | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৪০০০ |
| কাল বৈশাখী ঝড় | • কুমিরা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড ।<br>• বাঁশবাড়ি সকল ওয়ার্ড<br>• বারৈয়াঢালা সকল ওয়ার্ড<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায়সকল ওয়ার্ড<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড।<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড | • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নিমান না করা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা<br>• গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা<br>• বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা<br>• এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুবল ভাবে নির্মান<br>• গবাদি পশুর আবাস্থল দুবল ভাবে নির্মান<br>• প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২২৬০০ |
| রাসায়নিক বর্জ্য | • কুমিরা ইউনিয়নে ১, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৯ নং ওয়ার্ড (নাহার পোল্ট্রি ফাম)<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদাথ নেই ।<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদাথ নেই ।<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদাথ নেই ।<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদাথ নেই । | • উপকুলীয় এলাকায় অপরিকল্পিকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান<br>• শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নিধারিত স্থানে না ফেলা<br>• শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ খালে যাওয়ায় মাছ মারা যায় | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৯০০০ |

| আপদ | সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা | বিপদাপন্নতার কারণ | বিপদাপন্ন জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | • সীতাকুন্ড পৌরসভায়কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদাথ নেই ।<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৯ নং ওয়ার্ড।<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে ১, ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড | | |
| নদী ভাঙ্গন | • কুমিরা ইউনিয়নে ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে কোন নদী ভাঙ্গন নেই<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে কোন নদী ভাঙ্গন নেই<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে কোন নদী ভাঙ্গন নেই<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায় কোন নদী ভাঙ্গন নেই<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড।<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ ও ৯ ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে কোন নদী ভাঙ্গন নেই | • নদী ভাঙ্গনের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায়<br>• দুর্বল বেড়ীবাঁধ<br>• নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা<br>• যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৯৫০০ |
| লবনাক্ততা | • কুমিরা ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• বাঁশবাড়ি ইউনিয়নে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে কোন লবনাক্ততা নেই<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৪, ৫ ও৬ নং ওয়ার্ড<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায় সকল ওয়ার্ড<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১, ২, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড | • লবন পানি প্রবেশের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ স্থানীয় ভাবে চাষকৃত ফসলের জাত লবন পানি করতে পারে না।<br>• শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততার ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দেয়।<br>• লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে গবাদী পশুর খাবারের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।<br>• লবনাক্ততার ফলে স্বাস্থ্যের ও ত্বকের ক্ষতিসহ গবাদীপশুর নানাবিধ রোগ ব্যাধী সৃষ্টি হয়। | ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২০৬০০ |

| আপদ | সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা | বিপদাপন্নতার কারণ | বিপদাপন্ন জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | • ছলিমপুর ইউনিয়নে ৭ ও ৮ ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে কোন লবনাক্ততা নেই | | |
| আর্সেনিক | • সীতাকুন্ড উপজেলাতে প্রায় সকল ইউনিয়েনে আর্সেনিক এর প্রভাব লক্ষনীয়। | • আর্সেনিক যুক্ত লাল রং মুক্ত সবুজ রং সম্পকে লোকজন সচেতন না হওয়া<br>• মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃস্টি<br>• প্রয়োজনের তুলনায় আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপের সংখ্যা কম। | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৯০০০ |
| শিলা বৃষ্টি | • কুমিরা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায় সকল ওয়ার্ড<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড।<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়ন সকল ওয়ার্ড | • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা<br>• দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা<br>• গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২০৯০০ |
| খরা | • কুমিরা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড<br>• সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ড<br>• মুরাদপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• বারবকুন্ড ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• সীতাকুন্ড পৌরসভায় সকল ওয়ার্ড<br>• ভাটিয়ারী ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• ছলিমপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড<br>• সোনাইছড়ি ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড | • পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা<br>• চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম<br>• ফসলের ক্ষতি হয়<br>• সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা। | • ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৮৫০০ |

## ২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ -

| প্রধান খাত সমূহ | বিস্তারিত বর্ণনা | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|
| ১। কৃষি | • উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান-২১৬৫৪ একর। এই উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা/জলোচ্ছাস হলে বা আঘত হানলে প্রায় ১৫৫০০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা,তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে ।<br>• এই উপজেলায় সন্দ্বীপ চ্যানেল/নদী ভাঙ্গনে ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১৫০-২০০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।<br>• এই উপজেলায় লবনাক্ততার ফলে এলাকায় ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১২০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ।<br>• ২০১২ সালের মত শিলা বৃষ্টি হলে ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে ৪০০-৪৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।<br>• উপজেলাটি প্রায় প্রতি বছরেই খরার কবলে পড়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৩০০-৩৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।<br>• এই উপজেলায় প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে যাতে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৬৫০-৭০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । | • বেড়ীবাঁধ মেরামত করে শক্ত বা মজবুত করা<br>• পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা<br>• আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার<br>• জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা<br>• খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা<br>• লবন সহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারন (বোরো, আমন, আউস)<br>• খাড়া ধান গাছ গুলি মাটিতে চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা<br>• স্লুইচ গেইটগুলো পুনরায় মেরামত করা<br>• পাহাড়ী এলাকাগুলোতে রিজার্ভার সৃষ্টি করে শুস্ক মৌসুমে সেঁচের ব্যবস্থা করা । |
| ২। মৎস্য সম্পদ | • এই উপজেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৮৬৫টি । এখানে কাল বৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে ২৮৬৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪৩০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায় ।<br>• উপজেলায় মোট খালের সংখ্যা ২৪টি । এলাকায় রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে ২৪টি খালের মধ্যে প্রায় ১৫টি খালের মাছ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় । বর্তমানে এলাকার খাল গুলিতে মাছ নেই বললেই চলে ।<br>• নদী ভাফানে বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন ২৮৬৫টি পুকুরের মধ্যে ২২০টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে ।<br>• এই উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী বন্যা হয়ে থাকে । বন্যা হলে ২৮৬৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৫০ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । | • পুকুরের পাড় উচু করণ<br>• বাঁধ মেরামত ও মজবুত করতে হবে<br>• মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে<br>• তিন স্তর বিশিষ্ট মৎস চাষ করা<br>• বন্যা ও জলাবদ্ধতার সময় জাল বেষ্টিত রাখা<br>• ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্য চাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা<br>• মাছের বাজার জাত উন্নতকরণ |
| ৩। পশুসম্পদ | • সীতাকুন্ড উপজেলায় কাল বৈশাখীঝড়/জলোচ্ছাস হলে ৫৮২৪২ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১০৫০০ টি গরু, ২৫৬৪২ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ১৪৫৩৫ টি ছাগল, ৫৫২টি ভেড়ার মধ্যে ২২৫ টি ভেড়া, ৭১১৪৩১টি মুরগীর মধ্যে ৫০৪০০ টি মুরগী, ১৭২৫৫টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৪০৮০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য | • মাটির কিল্লা নির্মান করা<br>• সরকারী পতিত/খাস জমিতে গবাদি পশুর চারণ ভূমি তৈরী করা<br>• আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখী চাষে উদ্ধুদ্ধ করা |

| প্রধান খাত সমূহ | বিস্তারিত বর্ণনা | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|
| | পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪২০০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।<br>● এ উপজেলায় কাল বৈশাখী ঝড় হলে এলাকায় ৫৮২৪২ টি গরুর মধ্যে প্রায় ৪০৩০ টি গরু, ২৫৬৪২ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮৫৩৫ টি ছাগল, ৫৫২টি ভেড়ার মধ্যে ৭০ টি ভেড়া, ৭১১৪৩১টি মুরগীর মধ্যে ৪২২০০ টি মুরগী, ১৭২৫৫টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ২২৮০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩১২০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।<br>● এ উপজেলায় লবনাক্ততার কারণে ৫৮২৪২ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৮২০ টি গরু, ২৫৬৪২ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮৪০০ টি ছাগল, ৫৫২টি ভেড়ার মধ্যে ১২৫ টি ভেড়ার প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব দেখা দিতে পারে । | ● পশুর টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা<br>● গবাদী পশুর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা<br>● গবাদী পশুর রোগ ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা<br>● গবাদী পশুর খাদ্য প্রক্রিয়া জাত করণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা<br>● একত্রে ধান ও মৎস্য চাষে এলাকা বাসীকে উদ্বুদ্ধ করা |
| ৪। স্বাস্থ্য | ● সীতাকুন্ড উপজেলায় বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ৯৮৮ টির মধ্যে আনুমানিক প্রায় ৩৫% শিল্প কারখানা অপরিকল্পিভাবে গড়ে উঠায় কারখানা গুলির রাসায়নিক বজ্য পদার্থের কারণে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫১০০ টি পরিবারের লোকজনের দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।<br>● এই উপজেলায় ৫.১০% আর্সেনিকের প্রভাব রয়েছে । ফলে এলাকায় ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৫০০টি পরিবারের বিভিন্ন চম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।<br>● উপজেলায় বন্যায় কিছু নিচু এলাকায়/ডোবায় পানি জমে থাকায় বিভিন্ন জীবানু বিস্তারের মাধ্যমে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১১৬০০টি পরিবারে পানি বাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । | ● স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা<br>● দুর্যোগে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা<br>● ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা<br>● প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা<br>● বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা<br>● দূর্যোগের সমসয় পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা<br>● পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা<br>● স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গুলিতে প্রয়োজন মোতাবেক ডাক্তার ও নার্সের পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করা |
| ৫। জীবিকা | ● সীতাকুন্ড উপজেলায় বন্যার কারনে ৩০৩২৫ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৯৫৫০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>● কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে ৩০৩২৫ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৬৫৭০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>● খরার কারণে ৩০৩২৫ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৩৯৮০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>● উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচন্ড তাপদাহ অথাৎ খরায় ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির | ● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডের উপরে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা<br>● মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীরতে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা<br>● স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা<br>● বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী/বেসরকারীভাবে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা |

| প্রধান খাত সমূহ | বিস্তারিত বর্ণনা | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|
| | মধ্যে প্রায় ৮০৫০০ কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ৩০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়।<br>● কাল বৈশাখীর ঝড়ের কারণে ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ১০৫৫০০ কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়।<br>● বন্যার কারণে ৩৯২৭২ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ৯০২০০ কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২৫৫০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়।<br>● এলাকায় কাল বৈশাখী ঝড় হলে ৫৫৮৬২ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রায় ৭৫০০ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। | ● ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা<br>● সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা |
| ৬। গাছ পালা | ● সীতাকুন্ড উপজেলাতে ১৯৯১ সালের মত কাল বৈশাখী ঝড়ে আঘাত হানলে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩২০০ টি পরিবারের প্রায় ৫৫২০০ টি গাছ-পালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় ৭৪৮টি নার্সারীর মধ্যে প্রায় ২৫০টি নার্সারী চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে<br>● লবনাক্তার কারণে এলাকায় ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১০২০০ টি পরিবারের প্রায় ৫০২০০ টি গাছ-পালার এবং ৭৪৮টি নার্সারীর মধ্যে প্রায় ১২০টি নার্সারী চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ৭৪৮টি নার্সারীর মধ্যে প্রায় ৯৭ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● এলাকায় বন্যায় ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৮৭০০ টি পরিবারের প্রায় ৮০৫০০ টি গাছ-পালা ভেসে যায় এবং ৭৪৮টি নার্সারীর মধ্যে প্রায় ২২০ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● এলাকায় প্রচন্ড খরায় ৭৪৮টি নার্সারীর মধ্যে প্রায় ৮০ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | ● বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপন করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা<br>● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা<br>● অবৈধ্যভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করা জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রয়োগ করা<br>● এলাকা ভিত্তিক সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা<br>● রাস্তার/বাঁধ/খাস জমি বা পতিত জমিতে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা<br>● বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য এলাকা বাসীকে উদ্বুদ্ধ করা |
| ৭। ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো | ● এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩০৯০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ৩৯৭ টি কাল ভার্ট এর মধ্যে প্রায় ৩০টি কালভার্ট, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪০৮টি মসজিদের মধ্যে ১৮০টি, ১৩৯ টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২০টি মন্দির, ৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৮টি হাটবাজার, ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ৭টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● বন্যায় এলাকায় হলে ৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে | ● রাস্তা উঁচু ও পাকা করা<br>● প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মান করা<br>● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার নির্মান করা<br>● অবকাঠামো স্থাপনার চারদিকে, রাস্তা ও খাল সমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপন করা<br>● আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা<br>● নতুন অবকাঠামো দুযোগ সহনশীল করে নিমান করা<br>● ঘরবাড়ি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা |

| প্রধান খাত সমূহ | বিস্তারিত বর্ণনা | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|
| | প্রায় ১২ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৪০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৫টি হাটবাজার প্লাবিত, ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>● কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ২০ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | ● বাড়ির আশেপাশে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা |

২.৭ সামাজিক ম্যাপঃ

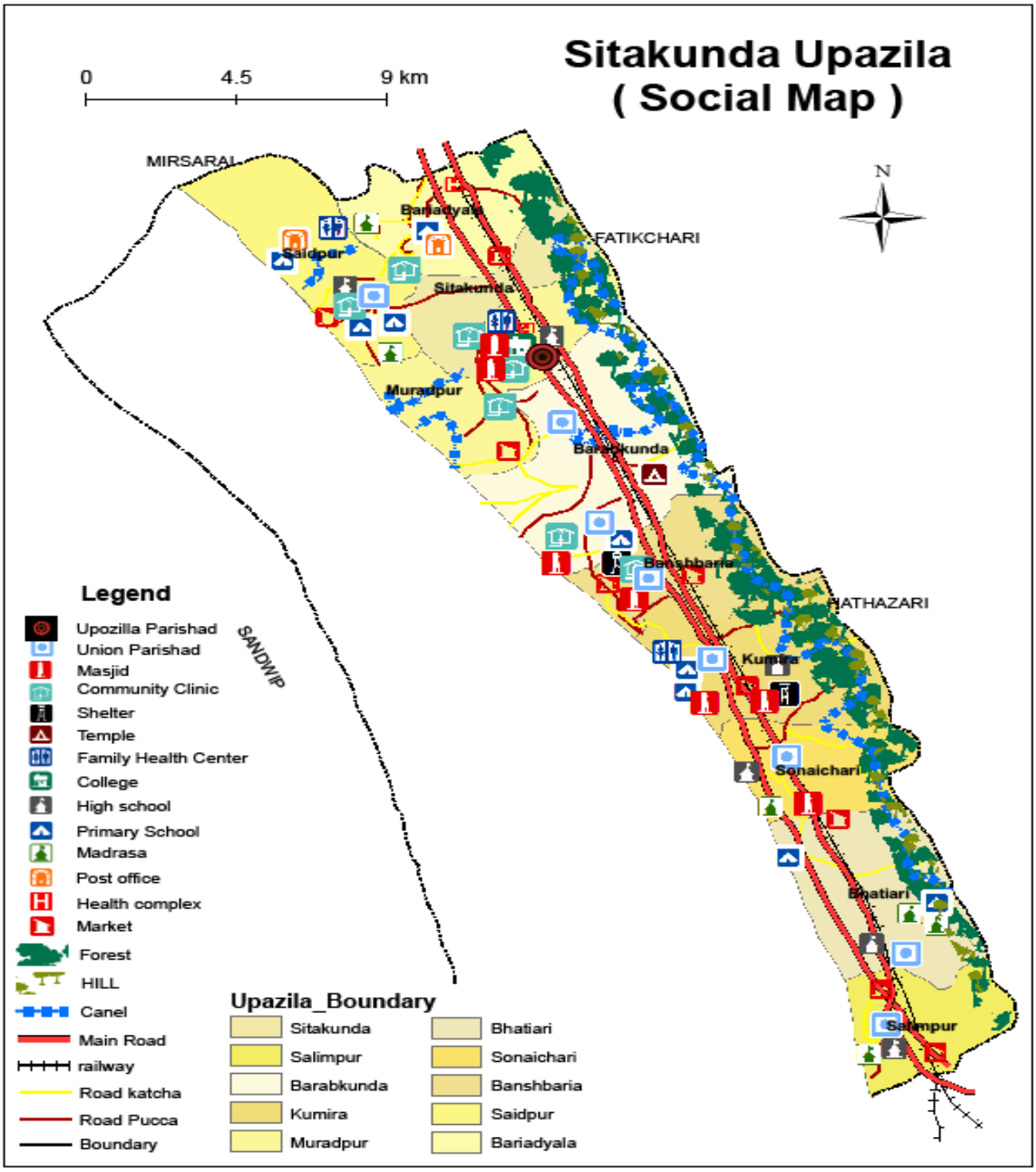
Sitakunda Upazila
( Social Map )
0
4.5
9 km
N
MIRSARAI
FATIKCHARI
HATHAZARI
SANDWIP
Bariadyala
Saidpur
Sitakunda
Muradpur
Barabkunda
Banshbaria
Kumira
Sonaichari
Bhatiari
Salimpur
Legend
Upozilla Parishad
Union Parishad
Masjid
Community Clinic
Shelter
Temple
Family Health Center
College
High school
Primary School
Madrasa
Post office
Health complex
Market
Forest
HILL
Canel
Main Road
railway
Road katcha
Road Pucca
Boundary
Upazila_Boundary
Sitakunda
Salimpur
Barabkunda
Kumira
Muradpur
Bhatiari
Sonaichari
Banshbaria
Saidpur
Bariadyala

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ

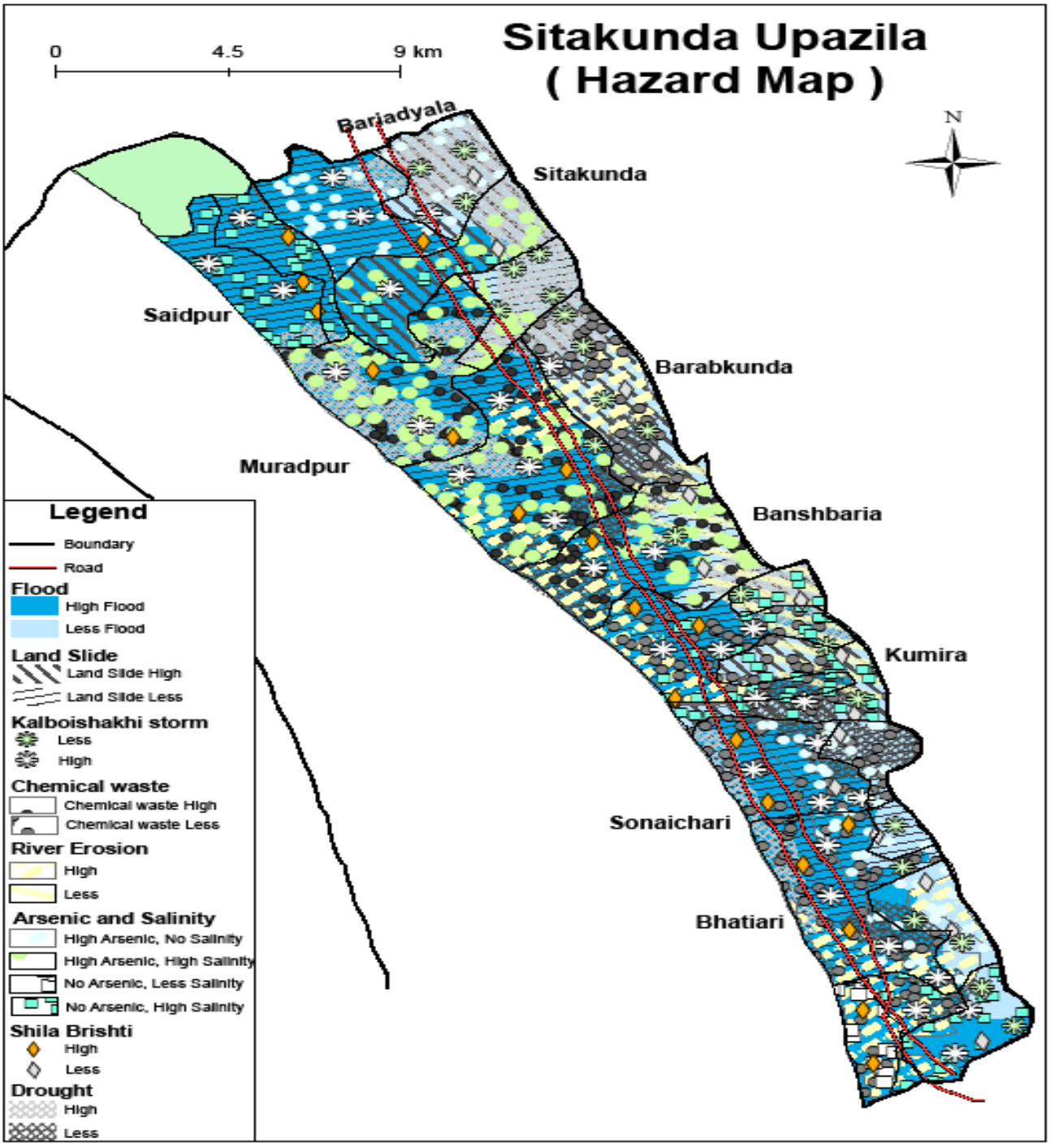

## ২.৯ আপদ মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

| ক্র.নং | আপদ সমূহ | মাসের নাম | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বৈশাখী | জৈষ্ঠ্য | আষাড় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্তিক | অগ্রহায়ন | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
| ১ | বন্যা | | | | | | | | | | | | |
| ২ | পাহাড়ী ঢল | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | কাল বৈশাখী ঝড় | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | রাসায়নিক বর্জ্য | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | নদী ভাঙ্গন | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | লবনাক্ততা | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | আর্সেনিক | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | শিলা বৃষ্টি | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | খরা | | | | | | | | | | | | |

## দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাটি একটি দুর্যোগ প্রবন এলাকা । এলাকায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহরে কাজ চলা কালে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এলাকায় বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড়, রাসায়নিক বর্জ্য, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা , আর্সেনিক, শিলা বৃষ্টি ও খরা আপদ বিদ্যমান রয়েছে । উপরে রেখা চিত্রের (দিনপঞ্জি) মাধ্যমে আপদ গুলির ঘটার সময় দেখানো হয়েছে । রেখা চিত্রের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলঃ

- বন্যাঃ এলাকা থেকে জানা যে, উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ঘটে থাকে। এখানে আপদ গুলির মধ্যে বন্যা অন্যতম । সাধারনত আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা হয়ে থাকে ।
- পাহাড়ী ঢলঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির অনেকাংশে পাহাড়ী এলাকা রয়েছে । এই এলকাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢল আপদটি ঘটে থাকে এবং এলাকার ক্ষতি সাধন করে থাকে । সাধারনত আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় হয়ে থাকে ।
- কাল বৈশাখী ঝড়ঃ স্থানীয় লোকজনের সংঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কাল বৈশাখী ঝড় একটি প্রাকৃতিক আপদ, যাহা প্রতি বছর এলাকায় হয়ে থাকে । ফলে এলাকায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতি সাধন হয় । এট সাধারনত বৈশাখ থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে ।
- রাসায়নিক বর্জ্য এলাকা থেকে জানা যায় যে, এলাকায় বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক বর্জ্যর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণসহ এলাকার অনকে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে যাচ্ছে । এটি সাধারনত সারা বছর ব্যাপি ক্ষতি করে যাচ্ছে ।
- নদী ভাঙ্গনঃ এলাকা থেকে জানা যায় যে, নদী ভাঙ্গন এই এলাকায় একটি বড় প্রাকৃতিক আপদ । এটি প্রতি বছর বসতবাড়ি ও ফসলী জমি ভেঙ্গে নদী গভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । এটি সাধারনত আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এটি হয়ে থাকে ।

- লবনাক্ততাঃ স্থানীয় লোক জন জানান যে, উপজেলাটি সমুদ্র তীর বতী হওয়ায় ফসলী জমি সহ অন্যান্য জমিতে সমুদ্রের লবন দিন দিনবেড়ে যাচ্ছে । ফলে জমির উবরতা নষ্ট হচ্ছে ।লবনাক্ততা সাধারনত বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, অগ্রাহায়ন, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হয়ে থাকে ।
- আর্সেনিকঃ স্থানীয় পর্যায়ে এলাকা বাসী জানান যে, বিশেষ করে শুস্ক মৌসুমে পানির স্থর নিচে নেমে যাওয়ায় আর্সেনিকের পরিমান ব্যাপক হারে দেখা দেয় এবং সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয় । আর্সেনিক দূষণ সাধারনত আষাঢ় মাস থেকে চৈত্র মাস পযন্ত দেখা যায় ।
- শিলা বৃষ্টিঃ এই এলাকায় কথা বলে জানা যায় যে, শিলা বৃষ্টি এলাকায় একটি প্রাকৃতিক বৈশাখ,আপদ । প্রতি বছর এলাকায় শিলা বৃষ্টি ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । শিলা বৃষ্টি সাধারনত চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে ।
- খরাঃ এলাকা থেকে জানা য়ায় যে, এলাকায় শৃস্ক মৌসুমে খরা একটি আপদ যাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি । প্রতি বছর এই এলাকায় খরা ফসলী জমি সহ অন্যান্য জমির প্রচুর পরিমানে ফসলের ক্ষতিসহ সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে । খরা সাধারনত: চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে ।

## ২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

| ক্র. নং | জীবিকা | মাসের নাম | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বৈশাখী | জৈষ্ঠ্য | আষাড় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্তিক | অগ্রহায়ন | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
| ১ | কৃষক | | | | | | | | | | | | |
| ২ | মৎস্যজীবি | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | ব্যবসায়ী | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | গবাদী পশুপালন কারী | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | ভটভটি, ভ্যান চালক | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | দিন মজুর | | | | | | | | | | | | |

## ২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

| ক্র. নং | জীবিকা সমূহ | আপদ/দুর্যোগ সমূহ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বন্যা | পাহাড়ী ঢল | কাল বৈশাখী ঝড় | রাসায়নিক বর্জ্য | নদী ভাঙ্গন | লবনাক্ততা | আর্সেনিক | শিলা বৃষ্টি | খরা |
| ১ | কৃষি | | | | | | | | | |
| ৩ | প্রানী সম্পদ | | | | | | | | | |
| ৪ | ব্যবসায়ী | | | | | | | | | |
| ২ | মৎস্য | | | | | | | | | |
| ৬ | দিন মজুর | | | | | | | | | |
| ৫ | ভটভটি,ভ্যান চালক | | | | | | | | | |

## ২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

(ক) উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার বিবরণঃ

সীতাকুন্ড উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিপদাপন্ন খাত এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদসমূহের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করণ ও তালিকা প্রস্তুতসহ বর্ণনা নেয়া হয়েছে। কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী এই তিনটি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তিনটি দলে (প্রতি দলে ছয় জন করে) মোট ১৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকিসমূহের ওপর ভোটাভুটির মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়েছে। তিনটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহকে একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ নিম্নে দেখানো হয়েছে।।

### উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ

| আপদ সমূহ | বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মৎস সম্পদ | পশু সম্পদ | ফসল | ঘরবাড়ী | গাছপালা | রাস্তাঘাট | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | স্বাস্থ্য | পয়ঃনিস্কাশন | কালভাট |
| বন্যা | | | | | | | | | | |
| পাহাড়ী ঢল | | | | | | | | | | |
| কাল বৈশাখী ঝড় | | | | | | | | | | |
| রাসায়নিক বর্জ্য | | | | | | | | | | |
| নদী ভাঙ্গন | | | | | | | | | | |
| লবনাক্ততা | | | | | | | | | | |
| আর্সেনিক | | | | | | | | | | |
| শিলা বৃষ্টি | | | | | | | | | | |
| খরা | | | | | | | | | | |

খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনাঃ

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| কৃষি | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৯১ সালের জলোচ্ছাস বা ১৯৮৮সালের মত বন্যা হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৫১০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২২৮ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮২৮ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ২২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৮০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৬২০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৯৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২২১ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২০৭ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৯২২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৫৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০২৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে এই উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬ টি ইউনিয়নে প্রায় ১৬০০ একর ফসলি জমি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পরে । |
| গৃহপালিত পশু/প্রানী সম্পদ | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় গরু আছে মোট ৫৮২৮২ টি, ২৫৬৪২ টি, মুরগী ৭১১৪৩১ টি, হাঁস ১৭২৫৫ টি, ভেড়া ৫৫২ টি ও মহিষ ১২৭৫ টি । ১৯৮৮ সালের মত বন্যা বা ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছাস সীতাকুন্ড উপজেলায় হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯৮৫ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৮৮৭ টি গরু, ২৭০৭ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৮৭ টি ছাগল, ৬৭৯৮১ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৫৮০ টি মুরগী, ১৮০৯ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬০২ টি হাঁস, ১১৪ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৩৭ টি ভেড়া, ১৫৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৫৯৮৯ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৯৯০ টি গরু, ২২০৯ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৩২ টি ছাগল, ৬৮২০৭ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৭৩০ টি মুরগী, ১৭৮৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৯৮ টি হাঁস, ১০৭ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪০ টি ভেড়া, ১৪৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫০ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৬১২০ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২০৪৫ টি গরু, ২৬২৯ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮৭৮ টি ছাগল, ৭৬৯৮৮ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৫৬৯১ টি মুরগী, ১৬৯২ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৬৭ টি হাঁস, ১৫৯ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫৫ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৬৯৮৭ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৩৩২ টি গরু, ২২৭৮ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৬৫ টি ছাগল, ৮০৭৯০ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৬৯৪০ টি মুরগী, ১৮১০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | ৬০৯ টি হাঁস, ১২৮ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪৪ টি ভেড়া, ১১১ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৮ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে ৭২৭৫ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৪৩০ টি গরু, ৩১০২ ছাগলের মধ্যে প্রায় ১০৩৬ টি ছাগল, ৬৮২৮৫ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৭৬৫ টি মুরগী, ১৮৭৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬২৮ টি হাঁস, ৮৭ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৩০ টি ভেড়া, ৯৮ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৪ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬৯১৭ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৩০৭ টি গরু, ৩২১০ ছাগলের মধ্যে প্রায় ১০৭৫ টি ছাগল, ৭১১৯২ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৭৪০ টি মুরগী, ১৬২০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৪২ টি হাঁস, ১১৬ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪০ টি ভেড়া, ১৬৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫৭ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও পৌরসভায় ৫৬৯৪ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৯০২ টি গরু, ২৯৮৭ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮০১ টি ছাগল, ৭০৪৩২ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৪৭৯ টি মুরগী, ১৪৯০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫০১ টি হাঁস, ১০৭ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৭ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৪৯৮৬টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৬৬৭ টি গরু, ২২৭২ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৬১ টি ছাগল, ৭৫৪৮৫ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৫১৭১ টি মুরগী, ১৫৮১ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৩১ টি হাঁস, ৮৩ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৪১৮৮ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৪০৭ টি গরু, ২১৬৫ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭২৮ টি ছাগল, ৭১১৯৭ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৭৪১ টি মুরগী, ১৭৭৮ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৯৯ টি হাঁস, ১০৯ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৯ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৪১৪১ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৩৮৮ টি গরু, ২১৮৩ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৩১ টি ছাগল, ৭০৮৭৪ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৬২৯ টি মুরগী, ১৮১৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬০৯ টি হাঁস, ১৪৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে এই উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭ টি ইউনিয়নে প্রায় ৬৫০০ টি গরু, প্রায় ৮০০০ টি ছাগল, প্রায় ১০০০০ টি হাঁস-মুরগী, প্রায় ২০০ টি ভেড়া ও প্রায় ১৫০ টি মহিষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । |
| মৎস্য সম্পদ | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯১৫ টি পরিবারে ৩০৪০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১১৬০ জন মৎস জীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮৮৫০ টি পরিবারে ৪৪৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১১৬০ জন মৎস জীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৫৮৭৫ টি পরিবারে ২৮৮৯ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৭৩৫ জন মৎস জীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৯০০০ টি পরিবারে ২৯৮৭ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৭৫৫ জন মৎসজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । মুরাদপুর ইউনিয়নে ৫০৪৫ টি পরিবারে ২৭৬৫ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৬৯৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পৌরসভায় ৫৯৫০ টি পরিবারে ২৩২০ জন মৎসজীবির মধ্যে ৩০৪০ জন মৎস জীবির মধ্যে প্রায় ১১৬০ জন মৎসজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৮০০০ টি পরিবারে ১৭১৪ এর মধ্যে প্রায় ৪৩৫ জন মৎসজীবির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১২০০০টি পরিবারে ৫৩২০ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ১৩৪৫ জন মৎসজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৭০০০ টি পরিবারে ২২৮০ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৫৮৫ জন মৎসজীবি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৫৬৮০ টি পরিবারে ২৪৩০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৬১৫ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । |
| স্বাস্থ্য | বন্যা | বন্যা হলে ছলিমপুর, ভাটিয়ারী, সোনাইছড়ি, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বারবকুন্ড, মুরাদপুর, পৌরসভা, বারৈয়াঢালা ও সৈয়দপুর ইউনিয়নে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ১১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । |
| রাস্তাঘাট | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ১৯ কিঃমিঃ রাস্তা (কুমিরা ইউনিয়ন প্রায় ৪ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি ২ কিঃমিঃ, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রায় ৫ কিঃমিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ৩ কিঃমিঃ, বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৪ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ৩ কিঃমিঃ, সৈয়দপুর ইউনিয়নে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ২ কিঃমি, মুরাদপুর ইউনিয়নে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ৩ কিঃমি, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে প্রায় ২ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ২ কিঃমি, সোনাইছড়ি ইউনিয়নে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ২ কিঃমি ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ কাঁচা ও |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২ কিঃমি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| ঘরবাড়ী | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৪০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| গাছপালা | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৯১০৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮২৫১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২১ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৮৯৫২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৫ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৭৯৮২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুরাদপুর ইউনিয়নে ৮৭৪২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৩ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভায় ৮৯২১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৭ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছলিমপুর ইউনিয়নে ৬৯৮৩ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৩ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৭১৮১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৭৫৪১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৪ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬৮৪০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৪০ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপজেলায় বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে ৫ টি ইউনিয়নে ফলজ, বনজ, নার্সারী ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| পয়ঃনিস্কাশন | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায়-৩৬৬৪১ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-২৮৯৬৭টি কাঁচা পায়খানা প্রায়- ৪০৩৪৮টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে মুরাদপুর, সৈয়দপুর, বারবকুন্ড, বারৈয়াঢালা ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। |
| কালভার্ট | বন্যা | এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত বন্যা/জলোচ্ছাস হলে ৩৯৭ টি কালভাট এর মধ্যে প্রায় ৩৬টি কালভাট, কুমিরা ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৬ টি, বাশঁবাড়িয়া ইউনিয়নে ১, ২, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১, ৩, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫, ৭, ৩, ১ নং ওয়ারের্ড ৫ টি, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ২, ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪টি ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৩, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি কালভার্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| কৃষি | পাহাড়ী ঢল | সীতাকুন্ড উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে বড় ধরণের পাহাড়ী ঢল হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে প্রায় ১৬৫ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। মুরাদপুর ইউনিয়নে প্রায় ২৫০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে প্রায় ১৭৩ একর ফসলি জমি ক্ষতি হয়। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে প্রায় ২৪৫ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে প্রায় ২০০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩২২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে। এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৪৫৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বন্যা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে প্রায় ৭টি ইউনিয়নের প্রায় ১৭০০ একর ফসলি জমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢল প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন না করলে প্রায় ১৪৫০ একর ফসলি জমি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| ঘরবাড়ী | পাহাড়ী | বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ড। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড, |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | ঢল | বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, সৈয়দপুর ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড, মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩,৫,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড, বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১,২,৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে নং ওয়ার্ড ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| গাছপালা | পাহাড়ী ঢল | পাহাড়ী ঢল হলে কুমিরা ইউনিয়নেপ্রায় ১১ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া প্রায় ১২ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে প্রায় ১০ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুরাদপুর ইউনিয়নে প্রায় ১৩ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভায় প্রায় ১১ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।। ছলিমপুর ইউনিয়নে প্রায় ৮ টি নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১০ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১২ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১১ টি নার্সারী খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢল প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে ৫ টি ইউনিয়নে নার্সারী চারার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| কৃষি | কাল বৈশাখী ঝড় | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। কাল বৈশাখী ঝড়ে আঘাত হানলে ছলিমপুর ইউনিয়নে ৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৮৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৪০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৫০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৫০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২১৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৮২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে। এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩১৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে এই উপজেলায় প্রায় ইউনিয়নের প্রায় ২৩৫০ একর ফসলি জমি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পরে। |
| গাছপালা | কাল বৈশাখী ঝড় | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত কাল বৈশাখী ঝড় হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৬৯০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১০ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬১০৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৮ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৫৮৯০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২২ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৬২১০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৭ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুরাদপুর ইউনিয়নে ৪৯৮৬ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নাসারী ন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভায় ৫৭৮১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | গাছ এবং ২৩ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ছলিমপুর ইউনিয়নে ৪১৯২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৮ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫১২৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৫ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৪৯৮৯ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ৫২ বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬২২৯ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৫৬ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপজেলায় কাল বৈশাখী ঝড় প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে প্রায় সকল ইউনিয়নে আরো বেশী পরিমানে ফলজ, বনজ, নার্সারী ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| ঘরবাড়ী | কাল বৈশাখী ঝড় | এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ড। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড, বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, সৈয়দপুর ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড, মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩,৫,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড, বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১,২,৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে নং ওয়ার্ড ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডগুলি ঘরবাড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| মৎস্য সম্পদ | রাসায়নিক বর্জ্য | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা মৎস খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। দিন দিন রাসায়নিক বর্জ্যে কারণে কুমিরা ইউনিয়নে মোট ৫৯১৫ টি পরিবারে ৩০৪০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১৫০ জন মৎস্যজীবি রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮৮৫০ টি পরিবারে ৪৪৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১৬৪ জন মৎসজীবি রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ছলিমপুর ইউনিয়নে ৮০০০ টি পরিবারে ১৭১৪ এর মধ্যে প্রায় ৬৫ জন মৎস্যজীবির রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ১২০০০টি পরিবারে ৫৩২০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১২০ জন মৎস্যজীবি রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ৭০০০ টি পরিবারে ২২৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫৫ জন মৎস্যজীবি রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ নিরোসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সীতাকুন্ড উপজেলায় মৎস্য সম্পদে ব্যবসায়ী লোক প্রায় ৩৬০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| স্বাস্থ্য | রাসায়নিক বর্জ্য | সীতাকুন্ড উপজেলায় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা প্রায় ৯৮৮ টি ও বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ টি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ ভাংগা শিল্প এই উপজেলায় বিশাল উপকুল এলাকায় গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু শিল্প কারখানা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠায় এলাকায় রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে এলাকা চর্মরোগ সহ মানব দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়াও রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে এলাকায় ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। কুমিরা ইউনিয়নে ১, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৯ নং ওয়ার্ড (নাহার পোল্ট্রি ফাম), ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৯ নং ওয়ার্ড, ছলিমপুর ইউনিয়নে ১, ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ড ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড বেশী পরিমানে রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এক সময় এ এলাকা মানুষের বসবাসের প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়বে। |
| কৃষি | নদী ভাঙ্গন | সীতাকুন্ড উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, ছলিমপুর, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বারবকুন্ড ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। নদী ভাঙ্গন হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৮০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ৪১ জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪৮০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩০ একর জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২০ জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২৩ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩৬৪০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৫ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২৭ জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৪১০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭৫ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ১৭ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩৩৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ১২০০ একর ফসলি জমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে ও প্রায় ১২০ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| মৎস্য সম্পদ | নদী ভাঙ্গন | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯১৫ টি পরিবারে ৩০৪০ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ১২৩ জন মৎসজীবি নদী ভাংগনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮৮৫০ টি পরিবারে ৪৪৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১৩৭ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৮০০০ টি পরিবারে ১৭১৪ এর মধ্যে প্রায় ৫৬ জন মৎস্যজীবির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৫৬৮০ টি পরিবারে ২৪৩০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৮৫ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৭০০০ টি পরিবারে ২২৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫৫ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । নদী ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে প্রায় ১৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । |
| ঘরবাড়ী | নদী ভাঙ্গন | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড ও ছলিমপুর ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ ও ৯ ওয়ার্ডগুলির ঘরবাড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এমনকি কিছু ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় । |
| গাছপালা | নদী ভাঙ্গন | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন শুরু হলে গাছপালার ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৩, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ২, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড ও ছলিমপুর ইউনিয়নে ১, ৩, ৫, ৭ ও ৯ ওয়ার্ডগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| মৎস্য | লবনাক্ততা | সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় জোয়ার ভাটায় ও বন্যার সময় সমুদ্রের লবনাক্ত পানি মাছ চাষিদের ক্ষতি হয়ে থাকে । লবনাক্ত পানি ঢুকার ফলে কুমিরা ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড,বাঁশবাড়ি ইউনিয়নে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৪, ৫ ও৬ নং ওয়ার্ড, মুরাদপুর ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড, বারবকুন্ড ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১, ২, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড ও ছলিমপুর ইউনিয়নে ৭ ও ৮ ওয়ার্ড গুলো মৎস্য চাষিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| কৃষি | লবনাক্ততা | সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় জোয়ার ভাটায় ও বন্যার সময় সমুদ্রের লবনাক্ত পানি ফসলী জমিতে প্রবেশ করায় এলাকার ফসলী জমি গুলোতে দিন দিন লবনাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে । লবনাক্ততার ফলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্য ক্ষতি গ্রস্থ হয় । ফলে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৬৪০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯১০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হয় । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । ফলে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৬০ টি পরিবার ক্ষতির সম্মুখিন হয় । বাইয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯২০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৮৩ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৫৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৩০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৫২ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । ফলে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৬০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৭ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্য ক্ষতিসহ হয় । ফলে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০৮৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । লবনাক্ততা প্রতিরোধে কার্যকর |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | পদক্ষেপ গ্রহন করা না হলে ভবিষ্যতে ফসলি জমির উর্বরতা কমে যাবে ফলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ৩০% কৃষি নির্ভর পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| গাছপালা | লবনাক্ততা | সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় জোয়ার ভাটায় কারণনে সমুদ্র থেকে লবনাক্ত পানি এসে গাছ পালার ক্ষতি করে থাকে। লবনাক্তত পানি ঢুকে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯৮২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১১ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬১৮৯ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৩ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৪৮৫২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ০৯ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৫১৩২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১১ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুরাদপুর ইউনিয়নে ৬২৭৫ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ বএবং ১২ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। পৌরসভায় ৫৮৯৫ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১১ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ছলিমপুর ইউনিয়নে ৪৯৮৫ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৮ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫৭৮৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১২ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৬৮৯৬ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ১৪ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৪০০২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী লবনাক্ততায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। লবনাক্ততা রোধে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে কোন কার্যকর পদক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে ভবিষ্যতে প্রায় ১৮ টি নার্সারীতে জরিত ব্যবসায়ীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হবে। |
| স্বাস্থ্য | আর্সেনিক | সীতাকুন্ড উপজেলায় বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, বারবকুন্ড, ভাটিয়ারী ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে গড়ে ৫.১০% আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এলাকায় প্রায় ১২১২ টি নলকুপে আর্সেনিক আছে ফলে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৫০০ টি পরিবারের বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থার মাধ্যমে নলকুপগুলি আর্সেনিক যুক্ত লাল রং এবং আর্সেনিক মুক্ত সবুজ রং চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এলাকায় অসচেতনতার কারণে কিছু কিছু পরিবার এটিকে অগ্রাহ্য করে থাকে। ফলে আক্রান্তের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে আর্সেনিক যুক্ত নলকুপের পানি খাবারে নিরুতসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন না করলে ভবিষ্যতে বিপুল পরিমান লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হবে। |
| কৃষি | শিলা বৃষ্টি | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে। ২০১২ সালের মত শিলা বৃষ্টি হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে প্রায় ৬২ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ১৭০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। সৈয়দপুর ইউনিয়নে প্রায় ৭১ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ১৯৭০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। মুরাদপুর ইউনিয়নে প্রায় ৭৫ একর জমির ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ২১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে প্রায় ৬৮ একর জমির ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ১৯৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে প্রায় ৬৫ একর জমির ফসল ক্ষতি হতে পারে। এতে প্রায় ২০৪৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে প্রায় ৭০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ২১৯০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে প্রায় ৮৫ একর জমির ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ২০১২ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। কুমিরা ইউনিয়নে প্রায় ৬৯ একর জমির ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ২০২০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রায় ৭৩ একর জমির ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। এতে প্রায় ২১৪৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হয়। শিলা বৃষ্টি প্রশমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা না হলে কৃষি খাতে সোনালী ফসলের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। |
| কৃষি | খরা | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই সকল ইউনিয়নে খরা হয়ে থাকে। খরা হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৭৬ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৮৭ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ১০০ একর জমির ধান ও রবিশস্যস, তরিতরকারী চাষের খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৬৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২০ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের |

| খাতসমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | মধ্যে প্রায় ১৯৬০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৫৫ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে খরায় ক্ষতি হয়ে । এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৪০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৫০ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে খরায় ক্ষতি হয় । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৮০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হয় । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৮৬ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রচন্ড খরায় ক্ষতি হয়ে । এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রচন্ড তাপদাহে ক্ষতি হয় । এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৬৪০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৬ একর জমির ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে খরার কবলে ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০০০ টি পরিবার আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । প্রচন্ড তাপদাহ/খরা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আগামীতে ফসল চাষে বিরুপ প্রভাব পড়বে । |
| স্বাস্থ্য | খরা | সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে প্রচন্ড তাপদাহ/খরা দেখা যায় । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । ফলে সুপেয় খাবার পানির অভাবে মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরণের চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। খরা প্রতিরোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করা হলে ভবিষ্যতে সুপেয় খাবার পানি সহ বিভিন্ন চর্ম রোগের আক্রান্তের পরিমান বেড়ে যাবে । |
| গাছপালা | খরা | সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে প্রচন্ড তাপদাহ/খরা দেখা যায় । খরায় নার্সারীর অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । খরা হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৯ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয় । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৭ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয় । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৮ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয় । মুরাদপুর ইউনিয়নে ১১ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৭ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয় । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১০ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৯ টি নার্সারী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে এবং বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৮ নার্সারী প্রচন্ড তাপদাহে ক্ষতি হয়ে থাকে । খরা উপশমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারাবে এবং নার্সারী ব্যবসায়ে জরিত লোকজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হবে । |

## ২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

| খাত সমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| কৃষি | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । বন্যা হলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ৩৫০০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| কৃষি | পাহাড়ী ঢল | সীতাকুন্ড উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, এলাকায় প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে যাতে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ১৬৫০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| কৃষি | নদী ভাঙ্গান | সীতাকুন্ড উপজেলায় কোন নদী নেই তবে এলাকার লোকজন সন্দ্বীপ চ্যানেলকেই নদী হিসাবে মনে করে থাকে । কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, সলিমপুর, ভাটিয়ারী, কুমিরা, বারবকুন্ড ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গান দেখা যায় । এ এলাকায় নদী ভাঙ্গানে প্রায় ২০০-৩০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গানে ক্ষতি হয় এবং নদী ভাঙ্গানে প্রায় ১২০ একর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় । |
| কৃষি | খরা | সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । খরায় প্রায় ৩০০-৩৫০ একর ফসলী জমির ফসলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| কৃষি | কাল বৈশাখী ঝড় | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে । কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২০৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি সাধিত হয় । এত প্রায় ২০০ পরিবারের লোকজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে । |
| কৃষি | শিলা বৃষ্টি | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়ে থাকে । ২০১২ সালের মত শিলা বৃষ্টি প্রায় ৪০০-৪৫০ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি হতে পারে । তুলনামূলকভাবে মুরাদপুর, বারবকুন্ড, সৈয়দপুর, বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, কুমিরা ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে শিলা বৃষ্টিতে প্রায় ২০০-২৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে জমিগুলোতে দূর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করলে ক্ষতির পরিমান কিছুটা হ্রাস পাবে । |
| প্রানী সম্পদ | বন্যা | ১৯৮৮ সালের মত বন্যা বা ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছাস হলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ১৪৫০০ টি গরু, ২৭২০০ টি ছাগল, প্রায় ২৩৭৪১ টি মুরগী, প্রায় ৫৯৯ টি হাঁস, প্রায় ৩৯ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে । এতে প্রায় ৩৫০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । |
| প্রানী সম্পদ | কালবৈশাখী | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবতনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে । কাল বৈশাখী ঝড়ের ফলে প্রায় ১৪৫০০ টি গরু, ২৭২০০ টি ছাগল, প্রায় ২৩৭৪১ টি মুরগী, প্রায় ৫৯৯ টি হাঁস, প্রায় ৩৯ টি মহিষ ২২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়, প্রায় ৫০% গাছ-পালা ভেঙ্গে বা উপড়ে যায় এবং অবকাঠামোর আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এ অবস্থায় এলাকায় পরিকল্পনা মোতাবেক ও দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ী তৈরী না করলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে । |
| প্রানী সম্পদ | পাহাড়ী ঢল | সীতাকুন্ড উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে পাহাড়ের উপর বসবাসকারী লোকজন সচেতন না হওয়ায় অনেক সময় অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসে বসবাসকারীদের প্রাণ হানি ঘটে থাকে । ভবিষ্যতে অতিবৃষ্টিকালীন সময়ে তাদেরকে পাহাড় থেকে নেমে আনা বা অন্য স্থানে পুর্নবাসনের ব্যবস্তা না করতে পারলে পাহাড় ধ্বসে ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে । |
| জীবিকা | বন্যায় | সীতাকুন্ড উপজেলায় মৎস্যজীবি, কৃষিজীবি, ব্যবসায়ী ও দিন মজুর পেশার লোক রয়েছে । এই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা বা ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছাস হলে প্রায় ৯০০০ জন মৎস্যজীবি, প্রায় ৬৭৫০০ জন কৃষিজীবি, প্রায় ৪৮৬০০ জন দিন মজুর ও প্রায় ১৪৮০০ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও |

| খাত সমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| | | পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে । |
| জীবিকা | কালবৈশাখী ঝড় | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবর্তী এবং জলবায়ু পরিবতনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে প্রায় ৭০০ জন মৎস্যজীবি, প্রায় ২৭৫০০ জন কৃষিজীবি, প্রায় ৩৮৬০০ জন দিন মজুর ও প্রায় ১৮০০ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে । |
| মৎস সম্পদ | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। বন্যায় প্রায় ৪৩০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায়। সীতাকুন্ড উপজেলায় মৎস্য সম্পদের সাথে জরিত প্রায় ৯৬০০ টি পরিবার । সুতরাং বন্যায় প্রায় ৬০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এখানে উল্লেখ্য যে, সন্দীপ চ্যানেল ও খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এ ভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাবে । |
| মৎস্য সম্পদ | রাসায়নিক বজ্য | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । দিন দিন রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে সীতাকুন্ড উপজেলায় খাল ও ছড়া গুলোতে মাছ নেই বললেই চলে । ফলে মৎস্য সম্পদের সাথে জরিত ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে । এতে প্রায় ২৪০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । |
| মৎস্য সম্পদ | নদী ভাঙ্গান | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গান হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গান হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গান হলে কুমিরা ইউনিয়ন, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন, ছলিমপুর ইউনিয়ন, বারবকুন্ড ইউনিয়ন ও ভাটিয়ারী ইউনিয়ন গুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গান দেখা যায় । নদী ভাঙ্গানের ফলে প্রায় ১০০ টি পুকুর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় । এতে প্রায় ১৫০ টি পরিবার ও প্রায় ১০০ জন মৎস্যজীবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হয়ে গ্রস্থ হয়ে থাকে । |
| স্বাস্থ্য | বন্যা | বন্যা হলে ছলিমপুর, ভাটিয়ারী, সোনাইছড়ি, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বারবকুন্ড, মুরাদপুর, বারৈয়াঢালা ও সৈয়দপুর ইউনিয়নে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ১১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । |
| স্বাস্থ্য | আর্সেনিক | সীতাকুন্ড উপজেলায় পৌরসভাসহ বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, বারবকুন্ড, ভাটিয়ারী ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে গড়ে ৫.১০% আসেনিক পাওয়া গেছে । এলাকায় প্রায় ১২১২ টি নলকুপে আর্সেনিক আছে ফলে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৫০০টি পরিবারের বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে । বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থার মাধ্যমে নলকুপগুলি আর্সেনিক যুক্ত লাল রং এবং আর্সেনিক মুক্ত সবুজ রং চিহ্নিত করা হয় । কিন্তু এলাকায় অসচেতনতার কারণে কিছু কিছু পরিবার এটিকে অগ্রাহ্য করে থাকে । ফলে আক্রান্তের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ভবিষ্যতে লোকজনকে আরো বেশী সচেতন সহ সরকারী ভাবে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপনের ব্যবস্থা করলে সুপেয় খাবার পানির অভাব দূর হবে এবং আর্সেনিকে ক্ষতির পরিমান হ্রাস পাবে । |
| স্বাস্থ্য | খরা | সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । এই ইউপজেলায় বারৈয়াঢালা, সলিমপুর ও বারবকুন্ড ইউনিয়নসহ প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে হয়, খাবার পানির অভাব দেখা দেয় । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারীভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করলে ও বনায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে ঝুঁকির পরিমান কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হবে । |
| গাছপালা | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে । সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৪৭৫০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সন্দীপ চ্যানেল ও খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাবে । |

| খাত সমূহ | আপদ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| গাছপালা | কালবৈশাখী ঝড় | সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে । কাল বৈশাখী ঝড়ের প্রায় ৩০% গাছ-পালা ভেঙ্গে বা উপড়ে যায়, অবকাঠামোর আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এ অবস্থায় এলাকায় পরিকল্পনা মোতাবেক ও দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে । |
| অবকাঠামো | বন্যা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় ৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ১২ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৪০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৫টি হাটবাজার প্লাবিত, ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । |

# তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

## ৩.১ ঝুঁকির কারণ সমুহ চিহ্নিতকরণঃ

| ঝুঁকির বর্ননা | কারণ | | |
|---|---|---|---|
| | তাৎক্ষনিক | মাধ্যমিক | চুড়ান্ত |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ বন্যা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে । সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যা হয়ে থাকে । বন্যায় প্রায় ৩৫০০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয় । সন্দীপ চ্যানেল ও খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাবে । | → দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারনে<br>→বন্যার সতর্ক বার্তা সময় মত না পৌঁছানোর কারণে ।<br>→নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে। | → জোয়ার ভাটার কারণে লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে।<br>→লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকা<br>→প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা | → পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা<br>→চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম<br>→এলাকার জনগন অসচেতন হওয়া |
| খাতঃ গৃহপালিত পশু/প্রাণী সম্পদ<br>আপদঃ বন্যা<br>১৯৮৮ সালের মত বন্যা বা ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছাস হলে সীতাকুন্ড উপজেলায় সকল ইউনিয়নে প্রায় ১২৩০০ টি গরু, ২২৬০০ টি ছাগল, প্রায় ২৩৭৪১ টি মুরগী, প্রায় ৫৯৯ টি হাঁস, প্রায় ৩৯ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে । এতে প্রায় ৩৫০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । | → গবাদি পশুর আবাস্থল কাঁচা হওয়ার কারণে<br>→ আবাস্থল তৈরীর উপকরণ গুলি বা আবাস্থল কাল বৈশাখী ঝড়সহনশীল নয় | → নিরাপদ স্থানের অভাব<br>→ আহত প্রানীদের চিকিৎসা দানের অভাব। | → গবাদিপশুর আশ্রয় স্থল তুলনামূলক কম<br>→ পশুসম্পদ সংরক্ষনের নীতিমালার অভাব। |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ বন্যা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে । সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৪৭৫০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সন্দীপ চ্যানেল ও খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাবে । | → দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা<br>→ বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত না পৌঁছানোর<br>→ হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে নার্সারীর জমি তলিয়ে যাওয়ার<br>→ অপরিকল্পিতভাবে নার্সারী তৈরী করা | → ছড়া ও খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়া<br>→ বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা না থাকা।<br>→ পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়া<br>→ গাছপালা কমে যাওয়ার | → সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের কোন উদ্যোগ না থাকার |
| খাতঃ রাস্তাঘাট/ঘরবাড়ী/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কালভার্ট<br>আপদঃ বন্যা<br>এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ২৫ কিঃমিঃ, প্রায় ১৩০৯০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, প্রায় ৩০টি কালভাট, প্রায় ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । | → শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরী<br>→ গ্রামের ঘরবাড়ী গুলো বাঁশ দিয়ে তৈরীর ফলে খুব সহজেই ভেঙ্গে যায়<br>→ রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী না করার | → শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁচা ও নীচু হওয়ার কারণে | → ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন এর অভাব<br>→ ঘরের উপকরণ গুলো ঘূর্নিঝড় সহনশীল নয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | কারণ<br>→ কালভার্ট শক্ত করে তৈরী না করা | | |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ পাহাড়ী ঢল<br>সীতাকুন্ড উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডেই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে যাতে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ১২৬০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । | → ফসলী জমি গুলো পাহাড় ঘেসে হওয়া<br>→ পাহাড়ী ঢল সম্পকে এলাকাবসী সচেতন না থাকা<br>→ পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পকে এলাকাবাসী সচেতন না হওয়া<br>→ পাহাড় থেকে বেশী বেশী গাছ কাটা | → পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা<br>→ কৃষকদের প্রশিক্ষণ না থাকা<br>→পাহাড়ে সরকারী/বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা | → পানি সহনমীল ফসলের চাষাবাদ করা<br>→ কৃষকদের কে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা<br>→ পাহাড় কাটা সম্পকে সরকারী নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন |
| খাতঃ ঘরবাড়ি<br>আপদঃ পাহাড়ী ঢল<br>বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল হলে কুমিরা ইউনিয়নে, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে, বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে, বারবকুন্ড ইউনিয়নে, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে, সলিমপুর ইউনিয়ন, সীতাকুন্ড পৌরসভাসহ ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । | → পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী না করা | → পাহাড় ধ্বস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন না হওয়া | →বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর না করা। |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ পাহাড়ী ঢল<br>সীতাকুন্ড উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । সীতাকুন্ড উপজেলায় বর্ষা কালে অতিবৃষ্টির ফলে প্রায় ৩৪২০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৪ নার্সারী পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হয়ে থাকে । | → নার্সারী গুলি পাহাড় থেকে দূরে না হওয়া<br>→ পাহাড়ী গাছ-পালা কমে যাওয়া | → নার্সারী গুলির জমি নিচু হওয়া<br>→ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা | → বন বিভাগের সুদৃষ্টির অভাব<br>→ পাহাড়ী বনায়ন বৃদ্ধি না করা |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড়<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে । কালবৈশাখী ঝড়ে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে প্রায় ২০৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি সাধিত হয় । এত প্রায় ২০০ টি পরিবারের লোকজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে । | → সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের প্রভাব<br>→ বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি<br>→ গ্রীন হাইজ ইফেক্টের<br>→ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া<br>→ জলবায়ু পরিবর্তন | → পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার<br>→ সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকা<br>→ কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে।<br>→ কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে | → কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা<br>→ কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকায়<br>→ কৃষকদের প্রশিক্ষণের অভাব।<br>→ সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব। |
| খাতঃ ঘরবাড়ি<br>আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড়<br>এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস সীতাকুন্ড | → ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী করা | → ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা না দেয়া | → প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া<br>→জলবায়ু পরিবর্তন<br>→বৃহৎ পরিসরে কৃষি সম্প্রসারণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে ঘরবাড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | | | অধিদপ্ত এর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপন অভিযান না হওয়া। |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড়<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত কাল বৈশাখী ঝড় হলে সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। | → পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার<br>→ নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলা | → বৃক্ষ রোপন অভিযান না করা | → বন বিভাগের সুদৃষ্টি না থাকা<br>→ গাছপালার অভাব যে ক্ষতি হয় তা জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি না করা |
| খাতঃ মৎস্য সম্পদ<br>আপদঃ রাসায়নিক বর্জ্য<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। দিন দিন রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে সীতাকুন্ড উপজেলায় খাল ও ছড়া গুলোতে মাছ নেই বললেই চলে। এই উপজেলায় কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, ছলিমপুর ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নের রাসায়ানক বর্জ্য পদার্থের দ্বারা ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে মৎস্য সম্পদের সাথে জরিত ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে। এতে প্রায় ২৪০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। | →শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠায়<br>→ রাসায়নিক বর্জ্য সহজেই মৎস্য খামারে প্রবেশ<br>→লোকজন স্বাস্থ্য সম্পকে অসচেতন<br>→মৎস্য খামার গুলি শিল্প প্রতিষ্টানের নিকটে হওয়ায় | → শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিষয়টি খেয়াল না করা<br>→মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া | →সরকারী ভাবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া<br>→জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব<br>→মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক না থাকা |
| খাতঃ স্বাস্থ্য<br>আপদঃ রাসায়নিক বর্জ্য<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা প্রায় ৯৮৮ টি ও বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ টি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ ভাংগা শিল্প এই উপজেলায় বিশাল উপকুল এলাকায় গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু শিল্প কারখানা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠায় এলাকায় রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে এলাকা চর্মরোগ সহ মানব দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। | → অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় | → লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয় | →জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ নদী ভাংগন<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় কোন নদী নেই তবে এলাকার লোকজন সন্দ্বীপ চ্যানেলকেই নদী হিসাবে মনে করে থাকে। কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, সলিমপুর, ভাটিয়ারী, কুমিরা, বারবকুন্ড ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ডে বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ৩০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয়ে এবং নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১৩০ একর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় | → বেড়ীবাঁধ গুলো দুর্বল হওয়া<br>→ নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া<br>→ নদীর পাড়ে গাছ না থাকা | → নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায়<br>→ পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া | → পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার অভাব<br>→ সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া। |
| খাতঃ মৎস্য<br>আপদঃ নদী ভাংগন<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে, ছলিমপুর ইউনিয়নে, বারবকুন্ড | → পুকুর গুলো নদী সংলগ্ন হওয়ার কারণ | → বেড়ীবাঁধ মজবুত করে তৈরী না করা<br>→মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া | → মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির অভাব<br>→ সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়নে ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নে প্রায় ২৩০ টি বড় বড় পুকুর বা মৎস ঘেড়ের নদী ভাঙ্গন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | | | |
| খাতঃ ঘরবাড়ি<br>আপদঃ নদী ভাংগন<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে, বারবকুন্ড ইউনিয়নে, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে, ছলিমপুর ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । | → বেরী বাঁধ না থাকা<br>→ নদীতে বর্ষাকালে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে | → নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া<br>→ পলি মাটি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাওয়া | →সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া<br>→ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি না থাকা |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ নদী ভাংগন<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন শুরু হলে গাছপালার ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে কুমিরা ইউনিয়নে, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে, বারবকুন্ড ইউনিয়নে, ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ও ছলিমপুর ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । | →নদীর পাড়ে পর্যাপ্ত পরিমান গাছপালা না থাকা | →জলবায়ুর পরিবত এর কারণে | →সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে।<br>→দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়। |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ লবনাক্ততা<br>সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র তীবতী হওয়ায় জোয়ার ভাটায় ও বন্যার সময় সমুদ্রের লবনাক্ত পানি ফসলী জমিতে প্রবেশ করায় এলাকার ফসলী জমি গুলোতে দিন দিন লবনাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদন কমে যাচ্ছে । ফলে সলিমপুর, কুমিরা, বারবকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া, মুরাদপুর ও সৈয়দপুর ইউনিয়নে লবনাক্ততা রয়েছে । লবনাক্ততার ফলে কৃষি জমিতে প্রায় ৩৫০ একর ফসলি জমির ফসল লবনাক্ততায় ক্ষতি হয়ে থাকে । | → সমুদ্র উপকুলে কৃষি জমি হওয়া<br>→পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা<br>→ নদীর লবণ পানি জোয়ার ভাটায় জমিতে প্রবেশ কর। | →জোয়ারভাটায়, বন্যায় লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করা<br>→ নদীতে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে।<br>→ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লুইসগেট ও মেইন গেট না থাকা<br>→ লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকা | → পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা<br>→ দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম থাকা।<br>→ এলাকার জনগন অসচেতন হওয়ায় |
| খাতঃ স্বাস্থ্য<br>আপদঃ আর্সেনিক<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, বারবকুন্ড, ভাটিয়ারী ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে আর্সেনিক পাওয়া গেছে । এলাকায় প্রায় ১২১২ টি নলকুপে আর্সেনিক এর ফলে বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্তের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । | →জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণ<br>→আর্সেনিক মুক্ত নলকুপের অভাব | →আর্সেনিক যুক্ত ও আর্সেনিক মুক্ত (লাল ও সবুজ) চিহ্ন সম্পর্কে সচেতন নয়<br>→পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র না থাকা | →সরকারী পদক্ষেপের অভাব<br>→জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি না থাকা |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ শিলা বৃষ্টি<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় সকল ইউনিয়নে প্রতি বছরই শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে । শিলা বৃষ্টিতে প্রায় ২০০০ একর ফসলি ক্ষতি হয় । | →প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া | → দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা | → কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা<br>→ কৃষি গবেষনা কেন্দ্র পর্যাপ্ত না থাকা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ খরা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । খরায় প্রায় ৩০০-৩৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হয়ে । | →জলবায়ু পরিবর্তণ হওয়ার কারণে।<br>→ সময়মত বৃষ্টি না হওয়া<br>→ পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা না থাকা | →খাল ও ছড়াগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা | → কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা |
| খাতঃ স্বাস্থ্য<br>আপদঃ খরা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । এখানে বারৈয়াঢালা, সলিমপুর ও বারবকুন্ড ইউনিয়নসহ প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে হয়, খাবার পানির অভাব দেখা দেয় । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারীভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করলে ও বনায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে ঝুঁকির পরিমান কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হবে । | →জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার কারণে।<br>→ সময়মত বৃষ্টি না হওয়া<br>→ পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা না থাকা | → পর্যাপ্ত গভীর নলকুপ না থাকা<br>→ এলাকাবাসী স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন হওয়া | → বন বিভাগের সু-দৃষ্টি না থাকা |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ খরা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায় । এখানে বারৈয়াঢালা, সলিমপুর ও বারবকুন্ড ইউনিয়নসহ প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ক্ষতি হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে ৩৩৪০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৯ টি নার্সারী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । | → জলবায়ু পরিবর্তন<br>→ গভীর নলকুপ পর্যাপ্ত না থাকা<br>→ বেশী করে গাছ-পালা কেটে ফেলা | → নার্সারীর পাশে পুকুর না থাকা<br>→ চারাগুলি রোদ থেকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা না রাখা<br>→ বেশী বেশী গাছ না লাগানো | → বন বিভাগের উদাসিনতা<br>→ বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের নজর না থাকা |

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ বন্যাঃ<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৯১ সালের জলোচ্ছাস বা ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৮৬৪.৫ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১১০৩৭ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩১০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৪৫৬৯.৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২২৮ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৬৩৫৭ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮২৮ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৪০৮.৬ একর এর মধ্যে প্রায় ২২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৮৪৪টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৮০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৬৫.২ একর এর মধ্যে প্রায় ২১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৬৬৮ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৬২০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১১৬০.৭ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৮৯৯৪ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৯৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৯৩৮.৬ একর এর মধ্যে প্রায় ২২১ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১১১৭৭ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ২৮৪০.৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২০৭ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭৩৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৯২২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৩৫৮.৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭৫৮৬ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । | * দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>* বন্যার সতকবার্তা সময়মত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।<br>* পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করতে হবে<br>* নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ না করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে | * জোয়ার ভাটার সময় লবন পানি জমিতে না যাওয়ার জন্য বাঁধ উচু করতে হবে<br>* লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>* প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইস গেইট স্থাপন করতে হবে | * পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে<br>* চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়াতে হবে<br>* এলাকার জনগন বেশী সচেতন হতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৯২৬.৬ একর এর মধ্যে প্রায় ২৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । এতে ৪৫০২ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৫৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২২৯৭.১ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৮৭৬৪ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০২৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । | | | |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ নদী ভাঙ্গন<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, ছলিমপুর, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বারবকুন্ড ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন দেখা যায় । নদী ভাঙ্গন হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ৪১ জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে । এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪৮০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২০ জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২৩ জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে । এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৬৪০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২৭ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে । এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪১০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ১৭ জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে । এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৩৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । পাবে | *বেড়ীবাঁধ গুলো মজবুত করা প্রয়োজন<br>* প্রয়োজনে নতুন বেড়ীবাঁধ করতে হবে<br>* নদীর পাড়ে গাছ লাগাতে হবে | * খালের নাব্যতা ফিরে পাওয়ার জন্য খননের ব্যবস্থা করতে হবে<br>*নদী বা খালের পাড়ে বেশী বেশী গাছ লাগাতে হবে | *পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতা বাড়াতে হবে<br>*সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড়<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে আঘাত হানলে এলাকায় ছলিমপুর ইউনিয়নে - ৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৮৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৪০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৫০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৫০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২১৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৮২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ | *বায়ু দুষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে<br>* বেশী বেশী গাছ লাগিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে হবে | *পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে<br>*সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা গ্রহণ করতে হবে<br>*কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা রোপন করতে হবে<br>*কালবৈশাখীর সতর্কবাতা জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে | * কৃষি অধিদপ্তরের আরো আন্তরিক হতে হবে<br>* কৃষি গবেষনা কেন্দ্র পযাপ্ত করতে হবে<br>* ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে<br>* কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে<br>*সরকারিভাবে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালা বাস্তাবায়ন করতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩১৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । | | | |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ পাহাড়ী ঢল<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় বষা মৌসুমে বড় ধরণের পাহাড়ী ঢল হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০১০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে এতে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২৮০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ২৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৪৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭৩ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৪৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৫৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৫০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩২২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে | *পাহাড়ী ঢল সম্পকে এলাকাবসী কে সচেতন করতে হবে<br>*পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পর্কে এলাকাবাসী আরো বেশী সচেতন হতে হবে<br>*পাহাড় থেকে চোরাই ভাবে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে | *পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ শুরু করতে হবে<br>*কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে<br>*পাহাড়ে সরকারী/ বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে | →উপজেলা পর্যায়ে কৃষি অফিসের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে<br>→ কৃষকদেরকে প্রশিক্ষনের জন্য সরকারী ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে<br>→ পাহাড় কাটা সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে। এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৪৫৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। | | | |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ লাবনাক্ততা<br>সীতাকুন্ড উপজেলাটি সমুদ্র তীবতী হওয়ায় জোয়ার ভাটায় ও বন্যার সময় সমুদ্রের লবনাক্ত পানি ফসলী জমিতে প্রবেশ করায় এলাকার ফসলী জমি গুলোতে দিন দিন লবনাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে। লবনাক্ততার ফলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৬৪০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৯০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯১০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯২০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৮৩ টি | → ফসলী জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>→ নদীর লবণ পানি জোয়ার ভাটায় জমিতে প্রবেশ না করার ব্যবস্থা করতে হবে | →জোয়ারভাটায়,বন্যায় লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ না করার জন্য বাঁধ উচু করতে হবে<br>→ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লুইসগেট ও কালভাট স্থাপন করতে হবে<br>→ লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা সরকারী ভাবে গ্রহণ করতে হবে | → পানি উন্নয়ন বোর্ডের পদক্ষেপ নিতে হবে<br>→ দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে হবে<br>→ এলাকার জনগনকে সচেতন হতে হবে<br>→সরকারী ভাবে লবনাক্ততা হ্রাসে ব্যবস্থা নিতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৫৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৫৬৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৫২ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৫৯১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৬০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৭ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০৮৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতিসহ ফসলী জমির মাটির উবরতা দিন দিন কমে যেতে পারে। ফলে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৬৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। | | | |
| খাতঃ গ্রহপালিত পশু/প্রাণী সম্পদ<br>আপদঃবন্যা<br>১৯৮৮ সালের মত বন্যা বা ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছাস সীতাকুন্ড উপজেলায় হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯৮৫ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৮৮৭ টি গরু, ২৭০৭ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৮৭ টি ছাগল, ৬৭৯৮১ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৫৮০ টি মুরগী, ১৮০৯ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬০২ টি হাঁস, ১১৪ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৩৭ টি ভেড়া, ১৫৫ টি মহিষের মদ্যে প্রায় ৫১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৫৯৮৯ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৯৯০ টি গরু, ২২০৯ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৩২ টি ছাগল, ৬৮২০৭ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৭৩০ টি মুরগী, ১৭৮৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৯৮ টি হাঁস, ১০৭ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪০ টি ভেড়া, ১৪৫ টি মহিষের মদ্যে প্রায় ৫০ টি মহিষ | → এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে বনজসহ অন্যান্য গাছপালা রোপন করতে হবে<br>→ কাঁচা ঘরবাড়িগুলো মজবুত ভাবে নির্মান করতে হবে<br>→ ঘরবাড়িগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা প্রয়োজন | → সকল বাড়িঘরের ভিটি উচু করতে হবে<br>→ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে | → বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে<br>→ বন্যা সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান করতে হবে<br>→ সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক ঘরবাড়ি তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে<br>→ সরকার ও দাতা গোষ্টির সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৬১২০ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২০৪৫ টি গরু, ২৬২৯ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮৭৮ টি ছাগল, ৭৬৯৮৮ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৫৬৯১ টি মুরগী, ১৬৯২ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৬৭ টি হাঁস, ১৫৯ টি মহিষের মদ্যে প্রায় ৫৫ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৬৯৮৭ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৩৩২ টি গরু, ২২৭৮ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৬৫ টি ছাগল, ৮০৭৯০ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৬৯৪০ টি মুরগী, ১৮১০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬০৯ টি হাঁস, ১২৮ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪৪ টি ভেড়া, ১১১ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৮ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে ৭২৭৫ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৪৩০ টি গরু, ৩১০২ ছাগলের মধ্যে প্রায় ১০৩৬ টি ছাগল, ৬৮২৮৫ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২২৭৬৫ টি মুরগী, ১৮৭৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬২৮ টি হাঁস, ৮৭ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৩০ টি ভেড়া, ৯৮ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৪ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬৯১৭ টি গরুর মধ্যে প্রায় ২৩০৭ টি গরু, ৩২১০ ছাগলের মধ্যে প্রায় ১০৭৫ টি ছাগল, ৭১১৯২ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৭৪০ টি মুরগী, ১৬২০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৪২ টি হাঁস, ১১৬ টি ভেড়ার মধ্যে প্রায় ৪০ টি ভেড়া, ১৬৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫৭ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও পৌরসভায় ৫৬৯৪ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৯০২ টি গরু, ২৯৮৭ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮০১ টি ছাগল, ৭০৪৩২ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৪৭৯ টি মুরগী, ১৪৯০ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫০১ টি হাঁস, ১০৭ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৭ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৪৯৮৬টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৬৬৭ টি গরু, ২২৭২ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৬১ টি ছাগল, ৭৫৪৮৫ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৫১৭১ টি মুরগী, ১৫৮১ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৩১ টি হাঁস, ৮৩ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৪১৮৮ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৪০৭ টি গরু, ২১৬৫ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭২৮ টি ছাগল, ৭১১৯৭ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৭৪১ টি মুরগী, ১৭৭৮ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৫৯৯ টি হাঁস, ১০৯ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৩৯ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৪১৪১ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৩৮৮ টি গরু, ২১৮৩ ছাগলের মধ্যে প্রায় ৭৩১ টি ছাগল, ৭০৮৭৪ টি মুরগীর মধ্যে প্রায় ২৩৬২৯ টি | | | |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| মুরগী, ১৮১৫ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৬০৯ টি হাঁস, ১৪৫ টি মহিষের মধ্যে প্রায় ৫১ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । | | | |
| খাতঃ জীবিকা<br>আপদঃরাসায়নিক বর্জ্য<br>উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় এলাকায় বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ টি এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ৯৮৮ টির মধ্যে আনুমানিক প্রায় ৩৫% শিল্প কারখানা অপরিকল্পিভাবে গড়ে উঠায় কারখানা গুলির রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থের কারণে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫১০০ টি পরিবারের লোকজনের দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ দ্বারা মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । দিন দিন রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৯১৫ টি পরিবারে ৩০৪০ জন মৎস চাসীর মধ্যে প্রায় ১৫০ জন মৎস চাষী রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮৮৫০ টি পরিবারে ৪৪৮০ জন মৎস্য চাষী মধ্যে প্রায় ১৬৪ জন মৎস্য চাসী রাসায়নিক বর্জ্য কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৮০০০ টি পরিবারে ১৭১৪ এর মধ্যে প্রায় ৬৫ জন মৎস্য চাসীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ১২০০০টি পরিবারে ৫৩২০ জন মৎস চাষীর মধ্যে প্রায় ১২০ জন মৎস চাষীর রাসায়নিক বজ্যের কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৭০০০ টি পরিবারে ২২৮০ জন মৎস চাষীর মধ্যে প্রায় ৫৫ জন মৎস্য চাষীর রাসায়নিক বর্জ্যে কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । | →শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন<br>→ রাসায়নিক বর্জ্য সহজেই মৎস্য খামারে প্রবেশ করতে না দেয়া<br>→লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া<br>→মৎস্য খামার গুলি শিল্প প্রতিষ্টানের নির্ধারিত দূরত্বে গড়ে তোলা প্রয়োজন | → শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন<br>→মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন | →সরকারী ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন<br>→জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির দেয়া প্রয়োজন<br>→মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থাপন করা প্রয়োজন |
| খাতঃ গাছপালা<br>আপদঃ বন্যা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৯১০৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৮২৫১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২১ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৮৯৫২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৫ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৭৯৮২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । মুরাদপুর ইউনিয়নে ৮৭৪২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৩ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । পৌরসভায় ৮৯২১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৭ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৬৯৮৩ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং | → দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>→ বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে<br>→ পরিকল্পিত ভাবে নার্সারী করতে হবে<br>→ স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে | → ছড়া ও খালগুলি খনন করা প্রয়োজন<br>→ বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে লোকজনের ধারনা রাখতে হবে<br>→ গাছপালা বৃদ্ধি করতে হবে | → সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের উদ্যোগ নিতে হবে<br>→ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে এগিয়ে আসতে হবে<br>→ বিভিন্ন পযায়ে দুযোগ কমিটিদেরকে প্রশিক্ষিত করতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| ১৩ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৭১৮১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৯ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৭৫৪১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৪ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬৮৪০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৪০ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। | | | |
| খাতঃ অবকাঠামো<br>আপদঃ বন্যা<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় ৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ১২ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৪০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৫টি হাটবাজার প্লাবিত, ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | →ঘরবাড়িগুলির বসত ভিটা উচু করতে হবে<br>→ রাস্তাগুলি উচু করতে হবে<br>→কাঁচাঘরবাড়ি গুলো শক্ত করে নিমান করতে হবে<br>→স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে | →ঘরবাড়িগুলি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করতে হবে<br>→রাস্তার দুপাশে গাছ লাগাতে হবে<br>→প্যারাবন তৈরী করতে হবে | →সরকারী/বেসরকারীভাবে বৃক্ষ রোপন অভিযান চালু রাখতে হবে<br>→স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি রাখতে হবে |
| খাতঃ অবকাঠামো<br>আপদঃ বন্যা<br>এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩০৯০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ৩৯৭ টি কাল ভাট এর মধ্যে প্রায় ৩০টি কালভাট, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪০৮টি মসজিদের মধ্যে ১৮০টি, ১৩৯ টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২০টি মন্দির,৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৮টি হাটবাজার, ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ৭ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ২০ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | → শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরী করতে হবে<br>→গ্রামের কাঁচা ঘরবাড়ী গুলো বাঁশ দিয়ে মজবুত করে তৈরী করতে হবে | →শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিটি উচু করা প্রয়োজন<br>→ঘরবাড়ি গুলো কাল বৈশাখী সহনশীল করে নির্মান করা প্রয়োজন | →ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা আবশ্যক<br>→সরকারী/বেসরকারীভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার |
| খাতঃ কৃষি<br>আপদঃ শিলা বৃষ্টি<br>সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে। ২০১২ সালের মত শিলা বৃষ্টি হলে ছলিমপুর ইউনিয়নে -৯১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৬২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৮০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৭০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। সৈয়দপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭১ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এতে ৯০০০ | →গাছ লাগিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরে আনা প্রয়োজন<br>→কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন | →পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা<br>→নষ্ট স্লুইসগেট/কালভার্ট মেরামত করা<br>→শিলা বৃষ্টি সহনশীল ফসল চাষাবাদ করা প্রয়োজন | →কৃষি অফিস গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে<br>→বন বিভাগকে নজর রাখতে হবে<br>→স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে |

| আপদ ও ঝুঁকি সমূহ | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদি | মধ্যমেয়াদি | দীর্ঘমেয়াদি |
| পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৭০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । মুরাদপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৫৪৩২ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫০৪৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৮০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৮ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৮৭৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯৮০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ১২০০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০৪৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৮০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৭০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৮৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । কুমিরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৬৯ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৩ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । এতে ৮৮৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২১৪৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ও সীতাকুন্ড পৌরসভায় মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৭ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এতে ৫৯৫০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৬৯০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । | | | |

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

| ক্র. নং | এনজিও | দুর্যোগ বিষয়ে কাজ | উপকারভোগীর সংখ্যা | প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ইপসা | দুর্যোগ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৭৩০ জন | কোনটা তিন বছর, কোনটা পাঁচ বছর |
| ২ | কোডেক | শিক্ষা, জেলে ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৮০ জন | ৩ বছর মেয়াদী |
| ৩ | প্রশিকা | শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ঋণ | ১১০০ জন | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৪ | ভার্ক | স্যানিটেশন, নারী উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ | ৯৯০ জন | দীর্ঘ মেয়াদী |
| ৫ | আশা | ক্ষুদ্র ঋণ | ১০৮০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৬ | ব্র্যাক | নারী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প | ১৮৩০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৭ | মেরি-স্টোপস | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৪০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ৮ | সাস | স্বাস্থ্য | ৫৪৯ | ৩ বছর মেয়াদী |
| ৯ | এসডিআই | ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা ও দুর্যোগ | ৮৯৪ | ৫ বছর মেয়াদী |
| ১০ | পদক্ষেপ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১১ | টি এম এস এস | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৪৭ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১২ | দুঃস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র | স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ | ৬১২ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৩ | ব্যুরো বাংলাদেশ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৯৮ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৪ | শক্তি ফাউন্ডেশন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬১২ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১৫ | সাজেদা ফাউন্ডেশন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৯৫ | দীর্ঘ মেয়াদী /চলমান |
| ১৬ | ঘরনী | শিক্ষা বিষয়ক | ২২০৩ | ৫ বছর মেয়াদী/চলমান |
| ১৭ | হ্যান্ডি ক্যাফ ইন্টারন্যাশনাল | দূর্যোগ বিষয়ক ও প্রতিবন্ধি | ৯৫০ | ৫বছর মেয়াদী/চলমান |
| ১৮ | রেডক্রিসেন্ট | দূর্যোগ বিষয়ক | ১১৫০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ১৯ | জনসেবা | ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৮০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২০ | প্রত্যাশী | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৩০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২১ | বাধন | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪১০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২২ | বিহঙ্গ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৬৪০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৩ | ওভার ব্রাইট | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক | ৫৫০ | ৩ বছর মেয়াদী |
| ২৪ | প্রজন্ম | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪১০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৫ | নিরাপদ | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক,ক্ষুদ্র ঋণ | ৩৯০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৬ | প্রতিভা | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক | ৩২০ | ৩বছর মেযাদী |
| ২৭ | সি দ্বীপ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৪৭০ | দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান |
| ২৮ | লিপ্রোসী ভিশন | স্বাস্থ্য বিষয়ক | ৫২০ | ৫বছর মেয়াদী |

৩. ৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এনজিও % | |
| ১ | স্থানীয় বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ | ৯০ টি | ৮০,০০০/-- | গ্রাম, ওয়ার্ড , ইউপি, পৌরসভা | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | সমন্বয়ের মাধ্যমে | | | | কার্যক্রম গুলো এলাকার জনগণকে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। |
| ২ | ওয়ার্ড পর্যায়ে দল গঠন | ১০০ টি | ৪,০০,০০০/- | পৌরসভা ও ইউপি | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৩ | স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা | ৯০ টি | ২,২৭,০০০/-- | পৌরসভা ও ইউপি | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৪ | বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচার | ৯০ টি | ৪৫,০০০/- | গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৫ | স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা | ৩৪ টি | ৩৪,০০,০০০/- | গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৬ | মহড়ার কাযক্রম পরিচালনা | ২০ টি | ৩,০০,০০০/- | পৌরসভা ও ইউপি | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৭ | আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত | ৬৪ টি | ১৯,২০,০০০/- | পৌরসভা ও ইউপি | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৮ | দুর্যোগ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ১০ টি | ৫০,০০০/- | পৌরসভা ও ইউপি | ফেব্রুয়ারী-মার্চ | | | | | |
| ৯ | শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ সহ প্রস্তত রাখা | শুকনো খাবার - ৬ টন চাল/ডাল-৯ টন | ৭,৫০,০০০/- | গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা | ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল | | | | | |
| ১০ | দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া | ১৫০ টি স্কুলে | ৩,০০,০০০/- | স্কুলে | ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল | | | | | |

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীনঃ

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এনজিও % | |
| ১ | শুকনো খাবার বিতরণ করা | শুকনা খাবার ৬ টন, চাল,ডাল ৮ টন | ৯,৫০,০০০ | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | সমন্বয়ের মাধ্যমে | | | | দুর্যোগ কালীন সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। |
| ২ | বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা। | প্রায় ৩৬৬৪১ পরিবার | ২,০০,০০০ | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | | | | | দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। |
| ৩ | আক্রান্তদের আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া | ৩০,০০০ পরিবার | ২,০০,০০০ | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | | | | | |
| ৪ | নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে ও উঁচু স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা করা। | ৬৪ টি | ১,৬০,০০০/- | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | | | | | |
| ৫ | আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা | - | - | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | | | | | |
| ৬ | সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা | - | - | উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে | দুর্যোগ চলাকালীন | | | | | |

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তীঃ

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এনজিও % | |
| ১ | আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা | ৯০ টি | ৩,৬০,০০০/- | উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে | দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে | সমন্বয়ের মাধ্যমে | | | | দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।<br><br>দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। |
| ২ | জরুরীভাবে ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা | ৯০টি | ৪,৫০,০০০/- | দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায় | দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে | | | | | |
| ৩ | দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা | ৯০ টি | - | দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায় | ঐ | | | | | |
| ৪ | জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা | ১২০০০ | ২,৪০,০০০/ | দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায় | ঐ | | | | | |
| ৫ | সামাজিকভাবে নিরাপত্তার পুন:প্রতিষ্ঠা করা | - | - | উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে | ঐ | | | | | |

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে / ঝুঁকি হ্রাস সময়েঃ

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপঃ প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এনজিও % | |
| ১ | বেড়ীবাঁধ মেরামত ও নির্মান | ১৭.৫কিঃমিঃ | প্রতি কিঃমিঃ ৩০ লক্ষ | ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ২ কিঃমিঃ(৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে), বারবকুন্ড ইউনিয়নে প্রায় ৫ কিঃমিঃ বাঁধ ( ২,৩,৫,৬,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে), মুরাদপুর ইউনিয়নে প্রায় ৪.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ (১,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে), সৈয়দপুর ইউনিয়নে প্রায় ৬ কিঃমিঃ বাঁধ (২,৩,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে) | নভেঃ হতে জানুঃ | সমন্বয়ের মাধ্যমে | | | | দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।<br><br>স্বাভাবিক সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। |
| ২ | রাস্তাঘাট মেরামত ও সোলিং করা | কাঁচা রাস্তা ৫১ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা ৪৫ কিঃমিঃ | প্রতি কিঃমিঃ ১৫ লক্ষ | ১) ভাটিয়ারী ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ (১, ৩, ৫, ৬ ও ৯) নং ওয়ার্ড)<br>২) সোনাইছড়ি ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৯ ও এইচবিবি প্রায় ৫ কিঃমিঃ (২, ৫, ৬ ও ৮) নং ওয়ার্ড<br>৩) কুমিরা ইউনিয়নে কাঁচা ৭ ও এইচবিবি রাস্তা ৬ কিঃমিঃ ( ১, ২, ৪, ৬ ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড<br>৪) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে কাঁচা ৮ ও এইচবিবি ৩ কিঃমিঃ ( ১, ৩, ৫,৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড<br>৫) বারবকুন্ড ইউনিয়নে কাঁচা ৮ ও এইচবিবি রাস্তা ৪ কিঃমিঃ( ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড<br>৬) ছলিমপুর ইউনিয়নে কাঁচা ৪ ও এইচবিবি রাস্তা ৩ কিঃমিঃ (১, ২,৩, ৫,৭ ও ৯) নং ওয়ার্ড | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপঃ প্রশাসন % | কমিউ নিটি % | ইউ পি % | এন জিও % | |
| | | | | ৭) বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে কাঁচা ৫ ও এইচবিবি রাস্তা ৪ কিঃমিঃ (২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ড<br>৮) সৈয়দপুর ইউনিয়নে কাঁচা ৫ ও এইচবিবি রাস্তা ৩ কিঃমিঃ (২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ড<br>৯) মুরাদপুর ইউনিয়নে ৫ ও এইচবিবি রাস্তা ৩ কিঃমিঃ(১, ২, ৪,৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড | | | | | | |
| ৩ | জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা | - | - | উপজেলা ইউনিয়ন | দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে | | | | | |
| ৪ | আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত ও পুনঃনির্মান করা | ৩ টি | প্রতিটি ১.৫০ কোটি | ছলিমপুর ইউনিয়নে ১ টি<br>বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ১ টি ও<br>মুরাদপুর ইউনিয়নে ১ টি | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |
| ৫ | খাল খনন এর ব্যবস্থা করা | ১৯ টি খাল | প্রতিটি ২০ লক্ষ | ১) মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩টি খাল (১,৩,৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে)<br>২) সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ২ টি খাল (১,২,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে)<br>৩) ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৩টি খাল ( ২,৩,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে)<br>৪) বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৪টি খাল (২,৩,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে)<br>৫) কুমিরা ইউনয়নে ২ টি খাল (৪,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে)<br>৬) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ২ টি খাল (৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে)<br>৭) ছলিমপুর ইউনিয়নে ১টি খাল ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৮) সৈয়দপুর ইউনিয়নে ২টি খাল | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপঃ প্রশাসন % | কমিউ নিটি % | ইউ পি % | এন জিও % | |
| | | | | (১,২,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে) অবস্থিত | | | | | | |
| ৬ | ছড়া খনন | ১৩ টি | প্রতিটি ১৫ লক্ষ | ১) মুরাদপুর ইউনিয়নে ৩টি ছড়া (৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে)<br>২) সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৪ টি ছড়া (১,২,৩,৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে)<br>৩) ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১টি ছড়া ( ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে)<br>৪) বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১টি ছড়া (১ নং ওয়ার্ডে)<br>৫) কুমিরা ইউনয়নে ২ টি ছড়া (১,২ ও ৪ নং ওয়ার্ডে)<br>৬) ছলিমপুর ইউনিয়নে ২টি ছড়া ১ ও ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |
| ৭ | কালভার্ট নির্মান | ৮৬ টি | প্রতিটি ১ লক্ষ ১০ হাজার | ১) মুরাদপুর ইউনিয়নে ৯ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>২) সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৮ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে<br>৩) ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ১০টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ ৮ নং ওয়ার্ডে<br>৪) বারবকুন্ড ইউনিয়নে ১১ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৫) কুমিরা ইউনয়নে ৭ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৬) বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৯ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৭) ছলিমপুর ইউনিয়নে ৮ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৮) সৈয়দপুর ইউনিয়নে ১২ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত<br>৯) বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ১০ টি | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |

| ক্র. নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপঃ প্রশাসন % | কমিউ নিটি % | ইউ পি % | এন জিও % | |
| | | | | কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত | | | | | | |
| ৮ | মাটির কিল্লা নির্মান | ১৮ টি | প্রতিটি ৮০ লক্ষ | সীতাকুন্ড উপজেলায় সকল ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে মাটির কিল্লা নির্মান করা জরুরী | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |
| ৯ | স্যানিটেশন | ২৫০০ টি | প্রতিটি ২২ হাজার | সীতাকুন্ড উপজেলায় সকল ইউনিয়নে স্যানিটেশনি এর ব্যবস্থা করা | নভেঃ হতে জানুঃ | | | | | |
| ১০ | রেইন ওয়াটার (হাঃ ফিল্টার) | ২০০০ টি | প্রতিটি ৯০ হাজার | গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি | জুন হতে আগষ্ট | | | | | |
| ১১ | বৃক্ষ রোপন | ১৭০ কিঃমিঃ | প্রতি কিঃমিঃ ১৫ হাজার | গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি | আগষ্ট হতে সেপ্টম্বর | | | | | |
| ১২ | দুর্যোগ সহনশীল ফসল | ২০০০০ জন | মোট ৬০ লক্ষ | উপজেলায় | দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে | | | | | |
| ১৩ | দুর্যোগ ও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বেচ্ছাসেবক) | ৩০০ জন | ৩ লক্ষ | উপজেলায় | দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে | | | | | |

# চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

## ৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

সীতাকুন্ড উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠন করা হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে । জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে ।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার কার্যালয়ে করা হয় । ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১ টি একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

### ক) উপজেলা পর্যায়েঃ

সীতাকুন্ড পৌরসভার জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | আলহাজ্ব এস.এম আল মামুন, উপজেলা চেয়ারম্যান, সীতাকুন্ড | সভাপতি | ০১৭১১-৭৪৯৫০২ |
| ২ | মোঃ শাহীন ইমরান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সীতাকুন্ড | সহ-সভাপতি | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ৩ | মোঃ ইসমাইল হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড | সদস্য সচিব | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ৪ | মাসুদা বেগম | সদস্য | ০১৭১৬-৩৯৭৪৮২ |
| ৫ | শামসুল আলম আজাদ | সদস্য | ০১৮১৯-৮৩৭২৩৩ |
| ৬ | হারাধন চৌধুরী | সদস্য | ০১৬৩১-৫৯৪৭১৬ |
| ৭ | জামাল উল্লাহ | সদস্য | ০১৫৫৮-৬৬১৬৬২ |
| ৮ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সদস্য | ০১৬১১-৪৪৩৮৭৯ |

### (খ) ইউনিয়ন পর্যায়েঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

মুরাদপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | এসএম রেহাউল করিম | সভাপতি | ০১৭১০-১৬২০৩৯ |
| ২ | অমর কান্তি শীল | সদস্য সচিব | ০১৮১৮-১৩৬১২৯ |
| ৩ | মোঃ জাফর উল্লাহ | সদস্য | ০১৮২৫-২৭৮৮৯০ |
| ৪ | কহিনূর বেগম | সদস্য | ০১৮২৮-৩৬২৬৫৫ |
| ৫ | আবুল কালাম | সদসী | ০১৮২১-৯৩৫৮০৫ |

কুমিরা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | জসিম উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী | সভাপতি | ০১৮১৯-৩১৯২১৫ |
| ২ | নারগিস আক্তার | সদস্য সচিব | ০১৯১১-৯৮৩৩২৫ |
| ৩ | মোঃ সফি | সদস্য | ০১৮১৫-১৪৬৫৪১ |
| ৪ | ফাতেমা বেগম | সদস্য | ০১৬৭১-৭৯৩৫৭৬ |
| ৫ | সরোয়ার কামাল খোকন | সদসী | ০১৯২৪-৩০৩৫৩৫ |

বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | বোরহান উদ্দিন | সভাপতি | ০১৮১৯-৮৩৭৯৯৩ |
| ২ | খোরশেদ আলম | সদস্য সচিব | ০১৮১৬-১০৮৪৬৮ |
| ৩ | বদরুজ্জামান | সদস্য | ০১৮১২-৮৫৩২৩৯ |
| ৪ | জাহানারা বেগম | সদস্য | ০১৮১৫-৪৯৮৩২১ |
| ৫ | রফিকুল ইসলাম | সদসী | ০১৮৪০-৭৪৭৮০৩ |
| | | | |

বাড়বকুন্ড ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ ছাদাকত উল্লাহ | সভাপতি | ০১৯২১-৭৫০০০৫ |
| ২ | আজিজুর রহামান জুয়েল | সদস্য সচিব | ০১৮১৪-৮১৫১৩০ |
| ৩ | আনোয়ারা বেগম | সদস্য | ০১৮১২-৫২৪০৯৪ |
| ৪ | মোঃ ইসমাইল | সদস্য | ০১৮১৩-১২০৬৯৫ |
| ৫ | মোঃ জিয়া | সদস্য | ০১৮১৩-৭০৪৭২০ |

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ শওকত আলী | সভাপতি | ০১৮১৯-৯৭৩৭৮২ |
| ২ | মোঃ দিদদারুল আলম | সদস্য সচিব | ০১৮১৯-৭২৪৫২২ |
| ৩ | মোসলেম উদ্দিন | সদস্য | ০১৮১৯-০৫২৭২৭ |
| ৪ | লাকি আক্তার | সদস্য | ০১৮৩৪-১২৯৮০৫ |
| ৫ | শাহাজাহান | সদস্য | ০১৮১৯-৮১৯৫৩২ |
| ৬ | আব্দুল জব্বার | সদস্য | ০১৮১৫-০২২৫৫৭ |
| ৭ | আরশেদ মাহমুদ | সদস্য | ০১৮১৭-৭৪০৯১৫ |

সোনাইছড়ি ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | নুর উদ্দিন | সভাপতি | ০১৮১৭-৭৪৮৩৭৪ |
| ২ | দিপক কুমার পাল | সদস্য সচিব | ০১৯৮৯-৭৮১৫৯০ |
| ৩ | মঞ্জুরুল ইসলাম | সদস্য | ০১৮১৯-১৭৬৫৬৪ |
| ৪ | রুবি আক্তার | সদস্য | ০১৮২৪-৬৫৫৯৯৬ |
| ৫ | আজগর আলী | সদস্য | ০১৮১৯-৬৩৭৯১২ |

ভাটিয়ারী ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ নুরুল আলম | সভাপতি | ০১৮১৯-৩২০৮৭৮ |
| ২ | মোঃ ফয়েজ আহম্মদ | সদস্য সচিব | ০১৮১৯-৮৪২০৩৩ |
| ৩ | মোঃ সালাউদ্দিন | সদস্য | ০১৮১২-৬০০৮০০ |
| ৪ | স্বপ্না চৌধুরী | সদস্য | ০১৬২২-০৮২০৯৮ |
| ৫ | মোঃ নবী মেম্বার | সদসী | ০১৮১৭-৭৫৭৪৬২ |

সৈয়দপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | এইচএম তাজুল ইসলাম নিজামী | সভাপতি | ০১৮১৯-৬৩০৪৯১ |
| ২ | সুমন বিশ্বাস | সদস্য সচিব | ০১৮১৯-৬১৯৫৪৩ |
| ৩ | খালেদা আক্তার | সদস্য | ০১৮৩০-৯৭১৫৯৬ |
| ৪ | আবু তাহের | সদস্য | ০১৮১১-১৩০৩৯৩ |
| ৫ | জালাল আহম্মেদ | সদসী | ০১৮১৯-৬৭৬৩০২ |

ছলিমপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | জনাব সালাউদ্দিন আজিজ | সভাপতি | ০১৮১৯-৩২৯১৯০ |
| ২ | জামাল আহম্মদ | সদস্য সচিব | ০১৮১৯-৩৬৯০২৩ |
| ৩ | গোলাম গফুর | সদস্য | - |
| ৪ | রোকন উদ্দিন | সদস্য | - |

## ৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

দুর্যোগ কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায়, কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক ( এল জি ই ডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুমে পালাক্রমে ৩ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে এবং সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশ ও উপস্থিত থাকে। উপজেলায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থেকে রুমে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবরিাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করে । যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষণিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগা করা হয়।

দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চিহ্নিত করা হয় । বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই । যেমনঃ- বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জেকেট ও রেইনকোট ইত্যাদি

## ৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

| ক্র. নং | কাজ | একক | লক্ষ মাত্রা | কখন করবে | কে করবে | কারা সাহায্য করবে | কিভাবে করবে | যোগাযোগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা | জন | ৯ টি ইউনিয়নে মোট ২৭০০ | ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে | ইউপি চেয়ারম্যান | UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্ঠি | প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ | ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি |
| ২ | সতর্কবার্তা প্রচার | জন সংখ্যা | ৯ টি ইউনিয়নে ১০০% | সতর্ক বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে | দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক | গ্রাম পুলিশ ও গ্রামের লোকজন | সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে | UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি |
| ৩ | নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা | সংখ্যা | ৯ টি ইউনিয়নে ৩৬ টি | সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি | UP সদস্য | নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা | UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি |
| ৪ | উদ্ধার কাজ পরিচলান করা | জন সংখ্যা | ৮০০ জন | সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি | বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন | উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ ব্যবহার করে | UzDM C ও UDM C দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি |
| ৫ | প্রাথমিক চিকিৎসা | সংখ্যা | ৯ টি ইউনিয়নে ৯টি দল | সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি | বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন | স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা | উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| ৬ | জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা | ওষুধ | ৪৫০ জন | দুর্যোগের পূর্বে | UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। | বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন | স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা | UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ |
| ৭ | শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ | শুকনা খাবার মোট ৮ টন | | দুর্যোগের পূর্বে | UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। | স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ | কমিউনিটি ওযে সকল সংস্থা যারা খাবার দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে | UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ |
| ৮ | গবাদীপশুর চিকিৎসা/টিকা | ঔষধ (জন) | ৯০০ টি | দুর্যোগের পূর্বে ও পরে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি | কমিউনিটির জনগণ | ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে | UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা |
| ৯ | আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | সংখ্যা | ২ টি | দুর্যোগের পূর্বে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি | সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ | সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা | UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ। |
| ১০ | মহড়ার আয়োজন করা | সংখ্যা | ১৮ | দুর্যোগের পূর্বে | ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি | সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ | যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ সে সব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল মহড়া করা | UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ। |
| ১১ | জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা | রুম | ৭ | দুর্যোগের পূর্বে | | | কন্ট্রোল রম্নমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা | জেলা দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ |

### ৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা।

### ৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নাম্বার মহা বিপদ সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

### ৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

### ৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নিদিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের  নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।

### ৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।

### ৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ড” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবরর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

### ৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় রাখা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

### ৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।

### ৪.২.১০ গবাদি পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

### ৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং মে মাসে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

### ৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ম্ফণিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

### ৪.২.১৩ আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

## ৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

দুর্যোগের সময় উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা

| আশ্রয় কেন্দ্র | নাম | ইউনিয়নের নাম | ধারণ ক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| স্কুল কাম শেল্টার | শেখের হাট সঃ প্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | দঃ বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | উঃ বগাবতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৮০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মহানগর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মধ্যবগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | পঃ সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | পূঃসৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | বাকখালী সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | উঃপঃ সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | আলাকুলিপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায়৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | বগাচতর গুলবাহাররেঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৭৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মধ্যের ধারী রেঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দপুর | প্রায় ৮০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মহালঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | টেরিয়াইল সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | কলাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | পশ্চিম লালানগর সঃপ্রাঃবিঃ | বারৈয়াঢালা | প্রায় ১০০০ জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্কুল কাম শেল্টার | গোন্ডাখালী সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ৮০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | সাদেক মোস্তন সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | ভাটেরখীল সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | গুলিয়াখালী সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | বশরতনগর সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | গোলাবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | মুরাদপুর | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | উঃ বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মধ্যবাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | বাঁশবাড়ীয়া | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | উঃ মছজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | কোট পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | কুমিরা সরকারী সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | মছজিদ্দা ১ সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | দক্ষিণ মছজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | কুমিরা | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | বার আউলিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | দঃ ঘোড়ামরা সঃপ্রাঃবিঃ | সোনাইছড়ি | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | ইমামনগর সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | প্রায় ১০০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | ভাটিয়ারী সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | প্রায় ৮৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | হোসানিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | কদমরসুল সঃপ্রাঃবিঃ | ভাটিয়ারী | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | উঃ ছলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ছলিমপুর | প্রায় ৯৫০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | হামিদুল্লার হাট উঃবিঃ | মুরাদিপুর | প্রায় ৯০০ জন |
| স্কুল কাম শেল্টার | ভাটেরখীল উচ্চ বিদ্যালয় | মুরাদপুর | প্রায় ৯৫০ জন |
| আশ্রয় কেন্দ্র | জেলে পাড়া সাইক্লোন সেন্টার | উত্তর সলিমপুর | প্রায় ২০০০ জন |
| আশ্রয় কেন্দ্র | কাজী পাড়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | কুমিরা | পায় ২৫০০ জন |
| আশ্রয় কেন্দ্র | আলেকদিয়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | কুমিরা | প্রায় ২০০০ জন |
| ইউপি ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | বাঁশবিড়িয়া | প্রায় ২০০০ জন |
| ইউপি ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | ছলিমপুর | প্রায় ২০০০ জন |
| ইউপি ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | সোনাইছড়ি | প্রায় ২০০০ জন |
| ইউপি ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | সৈয়দপুর | প্রায় ২০০০ জন |
| ইউপি ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | বারবুন্ড | প্রায় ২০০০ জন |

## ৪.৪ আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ।

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

| আশ্রয় কেন্দ্র | আশ্রয় কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| স্কুল কাম শেল্টার | শেখেরহাট সঃপ্রাঃবিঃ | আব্দুল মোতালেব নিজামী | ০১৮২৫-০৩৪০২৬ |
| | দক্ষিণ বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | গোলাম ফারুক | ০১৮১৬-৫৫৭৪৯০ |
| | উত্তর বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | অতুল চন্দ্র নাথ | ০১৮১২-৩৪৬৫২৭ |
| | মহানগর সঃপ্রাঃবিঃ | মনিরুল্লাহ | ০১৮১৯-৫২৬০৪৬ |
| | মধ্য বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | আজমল খান নিজামী | ০১৮১২-৭৭৬৬৮৯ |
| | পশ্চিম সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মনোয়ারা আক্তার | ০১১৯৭-১৯৮৫৭৮ |
| | পূব সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | স্মৃতি রানী দত্ত | ০১৮১২-৬৩১৮৭২ |
| | বাকখালী সঃপ্রাঃবিঃ | জহুরুল হক | ০১৮২৪-৩৭৩৯২৬ |
| | উত্তর পশ্চিম সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ফারহানা ইসলাম | ০১৮২২-৯০৯৪৪০ |
| | আলাকুলি সঃপ্রাঃবিঃ | মুকুল রায় চৌধুরী | ০১৮২০-২৮১০০৬ |
| | বগাচতর গুল বাহার রেজি.প্রাঃবিঃ | আলতাফ হোসেন | ০১৮১৫-৬৮১৩৭৭ |
| | মধ্যেরধারী রেজি.প্রাঃবিঃ | কামরুল হাসান | ০১৮১৭-২৬০৭৫৫ |
| | বারৈয়াঢালা মহালঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ইছহাক নিজামী | ০১৮১৬-৭২৫০৭৯ |
| | টেরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ | কাজী নাজিম উদ্দিন | ০১৮১২-১৩২৮৯৭ |
| | বারৈয়াঢালা কলাবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সালাউদ্দিন মাহমুদ | ০১৮১৮-৫৬৮৩৯৪ |
| | পশ্চিম লালা নগর সঃপ্রাঃবিঃ | আহম্মদ সোবহান | ০১৮১৮-৫২৪০১৪ |
| | মুরাদপুর সঃপ্রাঃবিঃ | হুমায়ুন কবির | ০১৮১৯-৩৪৯৭০৫ |
| | গুপ্তাখালী সঃপ্রাঃবিঃ | নুরুল আলম | ০১৮১৪-৪৭৭৬১০ |
| | ছাদেক মস্তান সঃপ্রাঃবিঃ | - | - |
| | ভাটেরখিল সঃপ্রাঃবিঃ | লীলাবতী দত্ত | ০১৮১৩-৯৬৫০৪০ |
| | গুলিয়াখালী সঃপ্রাঃবিঃ | শেলী রানী দত্ত | ০১৮১৫-৬৩৮৫৩৪ |
| | মুরাদপুর বসরত নগর | সাজ্জাদ হোসেন | ০১৫৫৩-৪০৮৬৩১ |
| | গোলাবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ইসমত আরা সুলতানা | ০১৭১৯-১৯৮২৭৭ |
| | মধ্য বাঁশবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সুভাষ কান্তি দত্ত | ০১৬৭২-৯৪৮৯৩৬ |
| | উত্তর বাঁশবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | শাসছুর নাহার | ০১৭২১-৪৭১৩৪৭ |
| | উত্তর মসজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | দিপালী রানী দত্ত | ০১৮১৯-৫১০২৫৫ |
| | কোট পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | কামরুজ্জামান বেগম | ০১৬২০-৬২৩৮৯৭ |
| | কুমিরা সঃপ্রাঃবিঃ | শরিফা আক্তার | ০১৯১৫-৭৫৭৪৭২ |
| | মসজিদ্দা (১)সঃপ্রাঃবিঃ | গোলাম রহমান | ০১৮১৩-৩৬০৩৮৩ |
| | দক্ষিণ মসজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | ছিনু রানী ভৌমিক | ০১৭৪০-৯৪৮৯২৪ |
| | বার আউলিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সুলতানা সুরাইয়া | ০১৭১৯-১৭৫২১২ |
| | দক্ষিণ ঘোরামারা সঃপ্রাঃবিঃ | সবিতা কর | ০১৭১০-৮০০৫৮৫ |

| আশ্রয় কেন্দ্র | আশ্রয় কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| | ইমাম নগর সঃপ্রাঃবিঃ | সালমা খাতুন | ০১৭১৫-১৮৩৪০৫ |
| | ভাটিয়ারী সঃপ্রাঃবিঃ | গাজী হুমায়ন কবির | ০১৮১৮-৭৭৪০৭৪ |
| | হুসাইনিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | পারভীন আক্তার | ০১৮১৭-৭৩০৭৭০ |
| | কদম রসুল সঃপ্রাঃবিঃ | হোসনে আরা বেগম | ০১৭৩৪-০৪২৮২৭ |
| | লতিফপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মমতাজ জাহান | ০১৭১২-০৩১৩৯৩ |
| | মধ্য সলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মুকুল চন্দ্র দাশ | ০১৯২৫-৩৪৬৬৫৫ |
| | উত্তর সলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | তপন সরকার | ০১৮১৭-২৬৩৬০০ |
| | দারোগার হাট সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দ মোঃ আতিকুর রহমান | ০১৭১৮-৬১৮৮৫৪ |
| | সীতাকুন্ড সঃপ্রাঃবিঃ | নুর নাহার বেগম রিনা | ০১৭১৮-১১৩৮৭৫ |
| | সীতাকুন্ড উন্নয়ন আদশ সঃপ্রাঃবিঃ | বাদল চন্দ্র চৌধুরী | ০১৮১৫-৩৬৯৯০৫ |
| | শিবপুর সঃপ্রাঃবিঃ | রুবি দস্তগীর | ০১৭১১-৯৩৭৩৪৭ |
| | অলি নগর সঃপ্রাঃবিঃ | ফজলুল করিম | ০১১৯৫-১০১৩১৫ |
| | আকিলপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ফরিদা ছিদ্দিকা আক্তার | ০১৭১৯-২১৪৬৩৬ |
| | মাদাম বিবির হাট সঃপ্রাঃবিঃ | শাহানা আক্তার | ০১৮১১-০২৭৯৭৫ |
| | নডালিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ফেরদৌস আরা বেগম | ০১৮১৫-৪৩২২২৭ |
| | জামাল মিছির সঃপ্রাঃবিঃ | জাফর উল্লাহ | ০১৯১৬-০৬৮১৩৮ |
| | মাস্টার পাড়া রেজি. প্রাঃবিঃ | আবুল মনছুর | ০১৮২০-০৪০৫২৮ |
| | হামিদুল্লার হাট উচ্চ বিদ্যালয় | - | - |
| | শেখপাড়া ওবাইদিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | স্নেহ কনা শীল | ০১৯১৩-৩১১৫৭৫ |
| | পন্থিচিলা সঃপ্রাঃবিঃ | লায়লা আরজু | ০১৮১৪-৮১৬৬৬০ |
| | ইয়াকুব নগর সঃপ্রাঃবিঃ | একেএম নুর নেওয়াজী | ০১৮১০-৬৪৫২৬১ |
| | মধ্য বহরপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সুলতানা ইয়াসমিন | ০১৮১৩-২৩০৩০৩ |
| | সীতাকুন্ড থানা সঃপ্রাঃবিঃ | কল্পনা সাহা | ০১৭২১-৭৪২৭৪৮ |
| | দত্তবাড়ি সঃপ্রাঃবিঃ | তৃপ্তি রানী ধর | ০১৮১৯-৫৬২৬২৬ |
| | আমিনা বিদ্যা নিকেতন | এসএম গোলাম খালেক | ০১৭১১-৩৮৯৯৭০ |
| | ওবাইদিয়া শেখ পাড় সঃপ্রাঃবিঃ | | - |
| আশ্রয় কেন্দ্র | উত্তর সলিমপুর জেলে পাড়া সাইক্লোন সেন্টার | | - |
| | কাজী পাড়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | | - |
| | আলেকদিয়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | | - |
| | বাঁশবিড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | মোঃ শওকত আলী | ০১৮১৯-৯৭৩৭৮২ |
| ইউ পি ভবন | ছলিমপুর | জনাব, সালাউদ্দিন আজীজ | ০১৮১৯-৩২৯১৯০ |
| | সোনাইছড়ি | নুর উদ্দিন মোঃ জাহাঙ্গীর | ০১৮১৭-৭৪৮৩৭৪ |
| | সৈয়দপুর | এইচএম তাজুল ইসলাম | ০১৮১৯-৬৩০৪৯১ |
| | বারবুন্ড | ছাদাকত উল্লাহ | ০১৮১৯-১৭৪১০৬ |

## ৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকা

| অবকাঠামো / সম্পদ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | সংক্ষিপ্ত বর্ননা |
|---|---|---|---|
| আশ্রয়কেন্দ্র | ৬৪ টি | তাৎক্ষণিক ভাবে দায়িত্ব দেয়া হয় | অধিকাংশ ইউনিয়নে উক্ত জিনিসপত্র প্রায় সব জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে।<br><br>আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে |
| গোডাউন | ০১ টি | | |
| ছোট মেগাফোন | ১ সেট | | |
| ওয়ারলেস | ১ টি | | |
| লাইফ জ্যাকট | নাই | | |
| গামবুট | নাই | | |
| সাইরেন | ১ টি | | |
| হেলমেট | নাই | | |
| বাই সাইকেল | নাই | | |
| টর্চ লাইট | নাই | | |
| এপ্রোন | নাই | | |
| ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ) | নাই | | |
| ইঞ্জিন চালিত নৌকা | নাই | | |
| উদ্ধার টুল বক্স | নাই | | |
| ওয়ারল্যাস সেট | ১টি | | |
| স্ট্রেচার | নাই | | |
| মাইক | ১ চি | | |
| রেডিও (নষ্ট ) | ১টি | | |
| ফাস্ট এইড বক্স | ১ টি | | |
| টেবিল | ২টি | | |
| চেয়ার | ৫টি | | |
| আলমিরা | ১টি | | |
| রেডিও (নষ্ট ) | ১ টি | | |

## ৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস্য করে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের থেকে ১% কর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন।

### (ক) নিজস্ব উৎসঃ (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

| উৎস্য / ধরণ | বাৎসরিক আয় | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কুমিরা | বাঁশবাড়িয়া | বারৈয়াঢালা | সৈয়দপুর | মুরাদপুর | ভাটিয়ারী | সোনাইছড়ি | বারবকুন্ড | ছলিমপুর |
| বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স | ২,০০,০০০/= | - | ৪০,০০০/= | ৩,৫১,৬০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৪০,০০০/= | - | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি | ১,০০,০০০/= | **১,৮০,০০০**/= | ২০,০০০/= | - | ৭০,০০০/= | - | ৩৪,০০,০০০ | ২০,০০০/= | - |
| ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি) | ৩০,০০০/= | **৪৫,০০০**/= | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৪০,০০০/= | - | ৫,০২,০০০/= | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= |
| সম্পত্তি হতে আয় | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| অন্যান্য | - | **১০.০০০**/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫৫,০০০/= | ২,২০,০০০/ | ১,০০,০০০/= | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান উন্নয়ন খাতঃ

| খাতের ধরণ | বাৎসরিক আয় | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কুমিরা | বাঁশবাড়িয়া | বারৈয়াঢালা | সৈয়দপুর | মুরাদপুর | ভাটিয়ারী | সোনাইছড়ি | বারবকুন্ড | ছলিমপুর |
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,৬০০/= | **১,৫৫,৭০০**/= | | ৩,৩০,০০০/= | ১,৬০,০০০ | | ১,৫৫,৪০০ | | ৫০,০০০/= |
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৬,৪০,০০০/= | **২,২০,০০০**/= | ৬,০০,০০০/= | ৫,৬৮,৮০০/= | ৩,১০,০০০/ | ৬,০০,০০০/= | ৪,৮০,০০০ | ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
| উন্নয়ন সহায়তা তহবিল রাস্তাঘাটমেরামত/এল.জি.এস.পি | - | **১৩,৫২,৫০০**/= | ১২,০০,০০০/= | - | ১৫,০০,০০০/ | - | - | ১২,০০,০০০/= | - |
| ভূমি হস্তান্তর কর 1% | ১৫,০০,০০০/= | **৩৫,৫০,০০০**/= | - | ৪,০০,০০০/= | ৬৫,০০,০০০/ | - | - | - | - |
| গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | - | - | - | - | ১০,০০০/ | - | - | - | - |

গ) স্থানীয় সরকারঃ

| স্থানীয় সরকার | বাৎসরিক আয় | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কুমিরা | বাঁশবাড়িয়া | বারৈয়াঢালা | সৈয়দপুর | মুরাদপুর | ভাটিয়ারী | সোনাইছড়ি | বারবকুন্ড | ছলিমপুর |
| উপজেলা পরিষদ | ১,৫০,০০০/= | **১৫,৫০০**/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - | ১,০০,০০০/= | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| জেলা পরিষদ | - | - | - | - | - | - | ২,৩৪,০৪৯ | | - |

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাঃ

| বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম | বাৎসরিক আয় | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কুমিরা | বাঁশবাড়িয়া | বারৈয়াঢালা | সৈয়দপুর | মুরাদপুর | ভাটিয়ারী | সোনাইছড়ি | বারবকুন্ড | ছলিমপুর |
| সিডিএমপি | - | - | - | - | - | ১৩,০০০ | - | - | - |
| এডিপি | - | - | - | - | - | ৩,০০,০০০ | - | - | - |

## ৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

| ক্র. নং | নাম | পদবী | কমিটির পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আলহাজ্ব এস.এম আল মামুন | উপজেলা চেয়ারম্যান | চেয়ারম্যান | ০১৭১১-৭৪৯৫০২ |
| ২ | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | কো-চেয়ারম্যান | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ৩ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য সচিব | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ৪ | মোঃ আশরাফ উদ্দিন রুমি | উপজেলা সমবায় অফিসার | সদস্য | - |
| ৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি | সদস্য | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |

# পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

## ৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

| খাত সমূহ | বর্ণনা |
|---|---|
| কৃষি | উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান-২১৬৫৪ একর । উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে বা আঘত হানলে প্রায় ১৫৫০০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । এখানে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৭০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হতে পারে । কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২০৫০ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক ক্ষতি হয় । লবনাক্ততায় ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১২০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । ফসরী জমির উবরতা দিন দিন কমে যাচ্ছে ।২০১২ সালের মত শিলা বৃষ্টি হলে ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৪৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে ২১৬৫৪ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৩৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। |
| মৎস্য | এই উপজেলায় বন্যা হলে ২৮৬৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৫০ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে যায় । কালবৈশাখী ঝড় হলে ২৮৬৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪৩০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায় । রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে ২৪টি খালের মধ্যে প্রায় ১৫টি খালের মাছ সম্পূণ ভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় । নদী ভাফানে বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন ২৮৬৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ২২০ টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| পশুসম্পদ | এই উপজেলায় ১৯৮৮ সালে মত বন্যা হলে ৫৮২৪২ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১০৫০০ টি গরু, ২৫৬৪২ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ১৪৫৩৫ টি ছাগল, ৫৫২টি ভেড়ার মধ্যে ২২৫ টি ভেড়া, ৭১১৪৩১টি মুরগীর মধ্যে ৫০৪০০ টি মুরগী, ১৭২৫৫টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ৪০৮০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লবনাক্ততার কারণে ৫৮২৪২ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১৮২০ টি গরু, ২৫৬৪২ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ৮৪০০ টি ছাগল, ৫৫২টি ভেড়ার মধ্যে ১২৫ টি ভেড়ার প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব দেখা দেয় । |
| স্বাস্থ্য | উপজেলাটি সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় এলাকায় বৃহত্তর শিল্প কারখানা ৫৩ টি এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ৯৮৮ টির মধ্যে আনুমানিক প্রায় ৩৫% শিল্প কারখানা অপরিকল্পিভাবে গড়ে উঠায় কারখানা গুলির রাসায়নিক বজ্য পদাথের কারণে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫১০০ টি পরিবারের লোকজনের দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এই উপজেলায় কাল বৈশাখী ঝড় হলে ৩৩ টি স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে প্রায় ১০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়,২৬৭৭৫ টি নলকুপের মধ্যে প্রায় ৩৬০ টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ হয় । সীতাকুন্ড উপজেলায় পৌরসভাসহ বাঁশবাড়িয়া, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, বারবকুন্ড, ভাটিয়ারী ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে গড়ে ৫.১০% আসেনিক পাওয়া গেছে । এলাকায় প্রায় ১২১২ টি নলকুপে আসেনিক দেখা গেছে ফলে ৭৩৩১৫টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৫০০টি পরিবারের বিভিন্ন চম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । |
| জীবিকা | বন্যার কারণে ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ৯০২০০ জন কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২৫৫০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়,প্রায় ছোট-বড় ১৫০ টি গ্রাম্য দোকানের মালামাল নষ্ট হয়, কাল বৈশাকীতে ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । খরায় ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ৮০৫০০ জন কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ৩০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । খরার কারণে ৩০৩২৫ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৩৯৮০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । |
| গাছ পালা | সীতাকুন্ড উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে কুমিরা ইউনিয়নে ৫৬৯০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১০ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬১০৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৮ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে ৫৮৯০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২২ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । সৈয়দপুর ইউনিয়নে ৬২১০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৭ |

| খাত সমূহ | বর্ণনা |
|---|---|
| | নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । মুরাদপুর ইউনিয়নে ৪৯৮৬ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ বএবং ১৯ নার্সারী ন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । পৌরসভায় ৫৭৮১ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৩ নাসারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ছলিমপুর ইউনিয়নে ৪১৯২ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ১৮ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ৫১২৭ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ২৫ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ভাটিয়ারী ইউনিয়নে ৪৯৮৯ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ৫২ বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ও বারবকুন্ড ইউনিয়নে ৬২২৯ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৫৬ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । |
| পয়নিস্কাশন | এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৩৬৬৪১ টি পরিবার এর মধ্যে কাঁচা ১২৫০০ টি । বন্যা হলে ১২৫০০ টি কাঁচা পায়খানার ক্ষতি হয়ে থাকে । |
| অবকাঠামো | এই উপজেলায় বন্যায় কাঁচা রাস্তা ৩০১.৪০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ, এইচবিবি ৭৩.৫৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৫৪০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ১০টি হাটবাজার প্লাবিত, ৭৩৩১৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩০৯০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩৯৭ টি কাল ভাট এর মধ্যে প্রায় ৩০টি কালভাট ক্ষতি হতে পারে । কাল বৈশাখী ঝড় হলে ২২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪০৮টি মসজিদের মধ্যে ১৮০টি, ১৩৯ টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২০টি মন্দির,৩৪টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৮টি হাটবাজার, প্রায় ২০ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হতে পারে । |

## ৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধারঃ

### ৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ০২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ০৩ | মোঃ সাদিক হোসেন | হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা | - |
| ০৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |
| ০৫ | শেখ আহমদ চৌধুরী | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১৭১২-৭২৮২৩১ |

### ৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারঃ

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ০২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ০৩ | শেখ আহমদ চৌধুরী | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১৭১২-৭২৮২৩১ |
| ০৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |
| ০৫ | মোঃ আশরাফ উদ্দিন রুমি | উপজেলা সমবায় অফিসার | - |

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ০২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ০৩ | শেখ আহমদ চৌধুরী | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১৭১২-৭২৮২৩১ |
| ০৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |
| ০৫ | মোঃ আশরাফ উদ্দিন রুমি | উপজেলা সমবায় অফিসার | - |

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

| ক্র. নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ০২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| ০৩ | শেখ আহমদ চৌধুরী | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১৭১২-৭২৮২৩১ |
| ০৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |
| ০৫ | মোঃ আশরাফ উদ্দিন রুমি | উপজেলা সমবায় অফিসার | - |

সংযুক্তি ১

## আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিস্ট

### চেক লিস্ট

রেডিও, টিভি মারফত ৫ নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্নিত 'ছক' (চেক লিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

| ক্র. নং | বিষয় | হ্যাঁ/না |
|---|---|---|
| ১. | সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে বিপদ সম্বন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ২. | ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক জনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা। | হ্যাঁ |
| ৩. | ২/১ দিনের শকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে | হ্যাঁ |
| ৪. | স্বেচ্ছা সেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ৫. | ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ৬. | ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রাণ গ্রদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। | হ্যাঁ |
| ৭ | অন্যান্য | |

বিঃ দ্রঃ

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন ।

চেকলিস্ট

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিস্ট পূরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন ।

| ক্র. নং | বিষয় | উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন |
|---|---|---|
| ১ | ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান মজুদ আছে। | না |
| ২ | ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ৩ | ১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে | হ্যাঁ |
| ৪ | ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে | হ্যাঁ |
| ৫ | স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। | না |
| ৬ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে | না |
| ৭ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন | না |
| ৮ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ আছে | না |
| ৯ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে | না |
| ১০ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে | হ্যাঁ |
| ১১ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে | না |
| ১২ | প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে | না |
| ১৩ | গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান বা কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে | না |
| ১৪ | স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে | হ্যাঁ |
| ১৫ | আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা আছে | না |
| ১৬ | আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে | হ্যাঁ |
| ১৭ | কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে | হ্যাঁ |
| ১৮ | অন্যান্য | |

তথ্য প্রাপ্তির উৎসঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম । মোবাইল নং- ০১৮১৬-১৪৩০৩০

সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

| ক্র. নং | নাম/পদবী | কমিটির পদবী | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১ | মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-০৩ | উপদেষ্টা | ০১৯১৪-৭৪৫৩০৮ |
| ২ | চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সীতাকুন্ড | চেয়ারম্যান | ০১৭১১-৭৪৯৫০২ |
| ৩ | উপজেলা নিবাহী অফিসার, সীতাকুন্ড | কো-চেয়ারম্যান | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| ৪ | মেয়র, সীতাকুন্ড পৌরসভা | সদস্য | ০১৭১১-১৭৪৮৫৫ |
| ৫ | ভাইস্ চেয়ারম্যান (মহিলা) উপজেলা পরিষদ, সীতাকুন্ড | সদস্য | ০১৮১৭-৭৭০০১৯ |
| ৬ | ভাইস্ চেয়ারম্যান (পুরুষ) উপজেলা পরিষদ, সীতাকুন্ড | সদস্য | ০১৭১১-১২২৩৩০ |
| ৭ | চেয়ারম্যান, সৈয়দপুর ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৬৩০৪৯১ |
| ৮ | চেয়ারম্যান, বারৈয়াঢালা ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৮৩৭৯৯৩ |
| ৯ | চেয়ারম্যান, মুরাদপুর ইউপি | সদস্য | ০১৭৩০-১৬২০৩৯ |
| ১০ | চেয়ারম্যান, বাড়বকুন্ড ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-১৭৪১০৬ |
| ১১ | চেয়ারম্যান, বাঁশবাড়িয়া ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৯৭৩৭৮২ |
| ১২ | চেয়ারম্যান, কুমিরা ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৩১৯২১৫ |
| ১৩ | চেয়ারম্যান, সোনাইছড়ি ইউপি | সদস্য | ০১৮১৭-৭৪৮৩৭৪ |
| ১৪ | চেয়ারম্যান, ভাটিয়ারী ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৩২৯৮৭৮ |
| ১৫ | চেয়ারম্যান, সলিমপুর ইউপি | সদস্য | ০১৮১৯-৩২৯১১৯০ |
| ১৬ | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১৮-১১৪৪৮০ |
| ১৭ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১৭-৮০৪১৬৯ |
| ১৮ | উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৮১০-০৭৩৬৫১ |
| ১৯ | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | সদস্য | ০১৫৫২-৩২৬৮৬৫ |
| ২০ | উপজেলা মৎস কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৮১৪-৩২৪০৬২ |
| ২১ | উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১২-৭২৮২৩১ |
| ২২ | উপজেলা প্রকৌশলী | সদস্য | ০১৭১৩-৪৬০৯৫৮ |
| ২৩ | উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৫৫২-৩৭৮৪৬৩ |
| ২৪ | উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৬১১-১৩০৬৩৭ |
| ২৫ | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | সদস্য | ০১১৯৯-২৬৯৯৭০ |
| ২৬ | ভারপ্রাপ্ত কমকতা, সীতাকুন্ড থানা | সদস্য | ০১৭১৩-৩৭৩৬৪৫ |
| ২৭ | উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) | সদস্য | ০১৭১৫-৬১২০০৬ |
| ২৮ | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১৮-০৭৯৯৭৪ |
| ২৯ | উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১৪-৫৯৫৬৮৯ |
| ৩০ | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৭১৬-৫৯৯০৬২ |
| ৩১ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৮১৫-২০০৩৭০ |
| ৩২ | উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা | সদস্য | ০১৮১৯-৪৬৫৯৮৩ |
| ৩৩ | ফায়ার সাভিস স্টেশন অফিসার | সদস্য | ০১৮১৮-০৯৭০০৯ |
| ৩৪ | সহকারী পরিচালক. সিপিপি | সদস্য | ০১৭১৬-৫২৩৮৪২ |
| ৩৫ | সভাপতি, বিআরডিবি | সদস্য | ০১১৯১-২৫৯৯৮৬ |
| ৩৬ | প্রতিনিধি, সাজেদা ফাউন্ডেশন | সদস্য | ০১৯৩৯-৯২০০৭৬ |
| ৩৭ | সভাপতি, সীতাকুন্ড প্রেস ক্লাব | সদস্য | ০১৮১১-৮০৮১০৪ |
| ৩৮ | সভাপতি, সীতাকুন্ড বাজার ব্যবসায়ী সমিতি | সদস্য | ০১৭১১-৭৬০১২২ |
| ৩৯ | অধ্যক্ষ, বিজয় স্মরনী ডিগ্রী কলেজ | সদস্য | ০১৭১৫-২৯৭৭০৭ |
| ৪০ | কমান্ডার, উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা সংসদ | সদস্য | ০১৮১৯-৩৫৪৪৩১ |
| ৪১ | সভাপতি, ডিজেবল পিউপল অর্গানাইজেন | সদস্য | ০১১৯৬-১৮০৩৫২ |
| ৪২ | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য সচিব | ০১৯৭০-১১০২২০ |

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ভাটিয়ারী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মো: রাসেল মিয়া | ১ | সংকেত প্রচার | ০১৮১৮-০৬৯০৪৬ |
| ০২ | মো: শহিদুল ইসলাম পাপ্পু | ৪ | উদ্ধার করা | ০১৮১৯-৬১২৩৯৫ |
| ০৩ | মো: নুরুল আলম | ১ | উদ্ধার সহকারী | ০১৮১৯-০২১৩৪১ |
| ০৪ | মো: ছাবের আহম্মেদ | ৮ | সংকেত সহকারী | ০১৮১২-৪৯৭৭১০ |
| ০৫ | মো:জসিম উদ্দিন | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৫-৬৭৫২৪৪ |
| ০৬ | মো: লোকমান মিয়া | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১২-৬৭৮১৫৮ |
| ০৭ | মো: আলমগীর হোসেন | ৫ | ত্রাণ সহকারী | ০১৮১১-৩১৫৪১৫ |
| ০৮ | মো: বদরুজ্জামান | ৫ | আশ্রয়ণ | ০১৮২৯-৩২৮৯৪৪ |
| ০৯ | মো: খোরশেদ আলম | ২ | আশ্রয়ণ সহকারী | - |
| ১০ | মো: ফারুক আহম্মেদ | ২ | ত্রাণ | - |
| ১১ | মো: ছালাউদ্দিন | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ১২ | মো: আবুল কালাম | ৯ | ত্রাণ | - |
| ১৩ | মো: আ: হামিদ | ৪ | সংকেত প্রচার | ০১৮২২-৭৮৩৮২২ |
| ১৪ | এজাহার মিয়া | ৬ | আশ্রয়ণ | ০১৯১৭-৪২৯৩৯৯ |
| ১৫ | মো: ভোলা মিয়া | ৬ | উদ্ধার করা | ০১৮১১-৮৯৩৪১২ |
| ১৬ | আরাফাতুল ইসলাম | ৭ | আশ্রয়ণ | ০১৮৩৭-২১৮৯২৩ |
| ১৭ | মো: মিজান | ৭ | উদ্ধার করা | ০১৮২৫-২৮৮৪৩০ |
| ১৮ | মো:নুরুল কবির | ৮ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৬৭৮-৮৮৫৭২৬ |

মুরাদপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মো: আশরাফুল্লাহ | ৬ | সংকেত প্রচার | ০১৮৩৬-৬৫১৯৬৭ |
| ০২ | সুজাউদ্দৌল্লা হেলাল | ৪ | উদ্ধার করা | ০১৮১৬-৩৪৫৯৪১ |
| ০৩ | ফরিদা ইয়াসমিন পান্শা | ৫ | উদ্ধার সহকারী | ০১৮৩৩-৮৫৯০৯২ |
| ০৪ | মোঃ ইউনুস | ১ | সংকেত সহকারী | ০১৮২৭-২৪৪৮৩১ |
| ০৫ | মো: সোহেল রানা | ১ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৪-৯২৪৩৬৭ |
| ০৬ | শুভাস চন্দ্র নাথ | ৭ | প্রাথক চিকিৎসা | ০১৮৩১-৯৭৭৩০১ |
| ০৭ | দেলোয়ার হোসেন | ৩ | ত্রাণ সহকারী | ০১৮১১-৫৩২৯৩৯ |
| ০৮ | মোঃ নুরুল আলম | ৩ | আশ্রয়ণ | - |
| ০৯ | মো:রফিক মিয়া | ২ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৭৩২-০৮৭৯৯৮ |
| ১০ | আবুল কাশেম | ২ | ত্রাণ | ০১৯১১-১১৩৮০১ |
| ১১ | নারায়ন চন্দ্র | ৫ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৮-৫৭১৭৬৭ |
| ১২ | দীলিপ কুমার নাথ | ৬ | ত্রাণ | ০১৭১১-৭১৫৯২৭ |
| ১৩ | কামরুদ্দীন | ৬ | সংকেত প্রচার | - |
| ১৪ | মো:জাফর উল্লাহ | ৮ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৫ | মো: আলাউদ্দিন | ৮ | উদ্ধার করা | - |
| ১৬ | মো: জামাল উল্লাহ | ৭ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | তৌহিদুল ইসলাম | ৯ | উদ্ধার করা | - |
| ১৮ | মো: মাসুদ | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |

কুমিরা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | রুবেল নাথ | ১ | সংকেত প্রচার | - |
| ০২ | সমির নাথ | ১ | উদ্ধার করা | - |
| ০৩ | মো: আবু তাহের | ২ | উদ্ধার সহকারী | - |
| ০৪ | মো: আবুল কাসেম | ২ | সংকেত সহকারী | - |
| ০৫ | মো: নুরুল আমিন | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৬ | মো: ইসমাইল হোসেন | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৭ | মো: জয়নাল আবেদীন | ৪ | ত্রাণ সহকারী | - |
| ০৮ | মো: হারুন-উর রশীদ | ৪ | আশ্রয়ণ | - |
| ০৯ | মোহাম্মদ আলী | ৫ | আশ্রয়ণ সহকারী | - |
| ১০ | আবু তাহের | ৫ | ত্রাণ | - |
| ১১ | মিলন জলদাস | ৭ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ১২ | শামসুল আলম | ৬ | ত্রাণ | - |
| ১৩ | হারুন অর রশিদ | ৬ | সংকেত প্রচার | - |
| ১৪ | মো: মাইন উদ্দিন মোল্লা | ৭ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৫ | মো: মানিক মিয়া | ৮ | উদ্ধার করা | - |
| ১৬ | গোবিন্দ জলদাস | ৮ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | নুরুজ্জামান | ৯ | উদ্ধার করা | - |
| ১৮ | মোঃ গনি | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |

সোনাইছড়ি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মো: ইমতিয়াজ হোসেন | ১ | সংকেত প্রচার | - |
| ০২ | মো: সেলিম উদ্দিন | ১ | উদ্ধার করা | - |
| ০৩ | জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | উদ্ধার সহকারী | - |
| ০৪ | মো: সাদ্দাম হোসেন | ৪ | সংকেত সহকারী | - |
| ০৫ | মোহাম্মদ হোসেন | ৫ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৬ | মো: হারুন মিয়া | ৫ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৭ | মো: ছালেহ জহুর | ৬ | ত্রাণ সহকারী | - |
| ০৮ | রাখাল চন্দ্র দাস | ৬ | আশ্রয়ণ | ০১৮৪৬-০৩১৯৮৫ |
| ০৯ | অনিল দাস | ২ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৮১৮-০৬৯৫৬৯ |
| ১০ | সূয্য মহন | ২ | ত্রাণ | - |
| ১১ | রুহিদাস | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮৩০-৪৮০২৪০ |
| ১২ | মো: বোরহান | ৯ | ত্রাণ | - |
| ১৩ | মো: জাফর আহম্মদ | ৩ | সংকেত প্রচার | - |
| ১৪ | মো: খোরশিদ আলম | ৩ | শ্রয়ণ | - |
| ১৫ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ৭ | উদ্ধার করা | - |
| ১৬ | রবিন্দ্র জলদাস | ৭ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | কৃষন্ন দাস | ৮ | উদ্ধার করা | - |
| ১৮ | অজুন জলদাস | ৮ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |

বারৈয়াঢ়ালা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মো: ইউসুফ | ১ | সংকেত প্রচার | ০১৮২৭-৯১৩৪০৯ |
| ০২ | মো: শফিউল আলম | ১ | উদ্ধার করা | - |
| ০৩ | মো: শামসুল আলম | ২ | উদ্ধার সহকারী | - |
| ০৪ | মো: শফিউল আলম | ২ | সংকেত সহকারী | ০১৯৬১-৯১১৮১৪ |
| ০৫ | মো: তাজুল ইসলাম | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৬ | মো: সৈয়দ হোসেন | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৭ | মো: জসিম উদ্দিন | ৫ | ত্রাণ সহকারী | - |
| ০৮ | মো: মনিরুল ইসলাম | ৫ | আশ্রয়ণ | ০১৮১১-৯২২২৯৫ |
| ০৯ | কৃষ্ন মহন নাথ | ৪ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৮১৩-১৮৬৭০৯ |
| ১০ | রুহুল আমিন | ৪ | ত্রাণ | ০১৮১৩-৭০৭২৭২ |
| ১১ | দিদারুল আলম | ৬ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮৩৮-৮২৮২৫৫ |
| ১২ | মো: ছোট্ট মিয়া | ৬ | ত্রাণ | ০১৮১৫-৫১২৪৮০ |
| ১৩ | মো: নুরুর আলম | ৮ | সংকেত প্রচার | ০১৮৩৭-১৭৪২৪৭ |
| ১৪ | মো: ছোটন মিয়া | ৯ | আশ্রয়ণ | ০১৮২৪-৮২২৯১১ |
| ১৫ | নুরুল আলম ননী | ৮ | উদ্ধার করা | ০১৮২০-১৬৯৮১৮ |
| ১৬ | আকাশি রানী | ৯ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | রত্না রানী দেবী | ৭ | উদ্ধার করা | - |
| ১৮ | আব্দুল হাদি | ৭ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮৪০-৭১৬৯৯৭ |
| ১৯ | শামসুল আলম | ১ | | ০১৮১১-৫০৪৩৯০ |

ছলিমপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মো: নুরুল ইসলাম | ২ | সংকেত প্রচার | ০১৮২১-৯৩৫২৯৮ |
| ০২ | হাসান শাহ নেওয়াজ | ২ | উদ্ধার করা | ০১৮১৫-৫২০১৯৭ |
| ০৩ | শাহ আলম | ১ | উদ্ধার সহকারী | ০১৮১৯-০০৯৭৪০ |
| ০৪ | নুর ইসলাম | ৪ | সংকেত সহকারী | - |
| ০৫ | সুজাউল করিম | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৪-৪২১২৩২ |
| ০৬ | জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৯-৩৮৬৫০১ |
| ০৭ | জামাল উদ্দিন | ৫ | ত্রাণ সহকারী | ০১৮১৯-৩২৩১৮৭ |
| ০৮ | মো: এমরুল | ৭ | আশ্রয়ণ | - |
| ০৯ | সুদাংশু | ৬ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৮১২-৭৬৬০৭৭ |
| ১০ | আলী আক্কাস | ৬ | ত্রাণ | ০১৮১৯-৬৪৯৪১৪ |
| ১১ | হাসান | ৭ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৬৭০-২৯৬৬৯১ |
| ১২ | মোহাম্মদ আলী | ৮ | ত্রাণ | ০১৮১৪-১০৮৭৩৫ |
| ১৩ | নিজাম উদ্দিন | ৮ | সংকেত প্রচার | - |
| ১৪ | মনির হোসেন | ৯ | আশ্রয়ণ | ০১৮১৯-৮২১৭৪৬ |
| ১৫ | জানে আলম | ৯ | উদ্ধার করা | - |
| ১৬ | কামাল উদ্দিন | ৩ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | কাউছার করিম | ১ | উদ্ধার করা | ০১৮১৪-৭২৮০০২ |
| ১৮ | হিমাংশু জলদাস | ৫ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৬৭৬-৬৪৮৬৭৩ |
| | | | | - |

সৈয়দপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | এনামুল নওশাদ | ১ | সংকেত প্রচার | ০১৮১৭-১৭৭৫১৯ |
| ০২ | আ: মান্নান | ১ | উদ্ধার করা | ০১৮১৪-৯৮৬২৭০ |
| ০৩ | বেলায়েত হোসেন | ২ | উদ্ধার সহকারী | ০১৮৩৫-৮৯২৩৬৯ |
| ০৪ | ভাসানী | ২ | সংকেত সহকারী | ০১৬৮৬-২২২৪৬৬ |
| ০৫ | দিদারুল আলম | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১৩-৬২২৬০৬ |
| ০৬ | মোশাররফ হোসেন রিপন | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮৪০-০৫৬৪৯৯ |
| ০৭ | কামাল হোসেন | ৪ | ত্রাণ সহকারী | ০১৮১৮-৬০৪৬১৭ |
| ০৮ | ইব্রাহীম | ৪ | আশ্রয়ণ | ০১১৯০-১৮১৮৬৯ |
| ০৯ | নুরচাফা | ৫ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৮১৮-৯৯১৯৪৯ |
| ১০ | দিদারুল আলম | ৫ | ত্রাণ | ০১৮২৩-৯৬৪৯৯৮ |
| ১১ | শহিদুল হক | ৬ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৬-৬৯২৩১০ |
| ১২ | এমান উদ্দিন | ৬ | ত্রাণ | ০১৮২৭-৪৬৩৩৩৬ |
| ১৩ | দুলাল কান্তি দাস | ৭ | সংকেত প্রচার | ০১৮১৪-০০০৪৩৩ |
| ১৪ | সেকান্দার বাদশা | ৭ | আশ্রয়ণ | ০১৭৬৫-১৫২১৬১ |
| ১৫ | সাইফুল ইসলাম | ৮ | উদ্ধার করা | ০১৮১২-২৩০৪৪৩ |
| ১৬ | ইকবাল হোসেন | ৮ | আশ্রয়ণ | ০১৮১৮-৬৯২১৮০ |
| ১৭ | সজল কুমার | ৯ | উদ্ধার করা | ০১৮১৪-৭৬৬৮৮৭ |
| ১৮ | শাখাওয়াত হোসেন | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৯-০২১১১০ |

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ আরশেদ মাহমুদ | ১ | সংকেত প্রচার | ০১৮১৭-৭৫০৯১৫ |
| ০২ | মোঃ ইয়াছিন | ১ | উদ্ধার করা | ০১৮১৩-৬৮৯৮৬৪ |
| ০৩ | মোঃ ইসমাইল | ২ | উদ্ধার সহকারী | ০১৮২০-২৪৪০৪৩ |
| ০৪ | আমজাদ হোসেন | ২ | সংকেত সহকারী | ০১৮১৯-৩৬০৩৪২ |
| ০৫ | মোঃ ইলিয়াস | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৯-৮৬৪২৫৮ |
| ০৬ | আরজু | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৭ | জয়নাল আবেদিন | ৪ | ত্রাণ সহকারী | ০১৮১২-১০৭৩৬৪ |
| ০৮ | আদিল চৌধুরী | ৪ | আশ্রয়ণ | ০১৮৪৯-২৬৬৬৬৭ |
| ০৯ | শাহাদাৎ হোসেন | ৫ | আশ্রয়ণ সহকারী | ০১৮১৯-৩৩১০৭১ |
| ১০ | মহি উদ্দিন | ৫ | ত্রাণ | ০১৮২৪-৯২৩৪২৭ |
| ১১ | সেতার উদ্দিন | ৬ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১৬-১৭২৬৫৯ |
| ১২ | জসিম উদ্দিন চৌধুরী | ৬ | ত্রাণ | ০১৮১৮-৪৬০৩৬২ |
| ১৩ | শাহজাহান | ৭ | সংকেত প্রচার | ০১৮১৯-৮১৯৫৩২ |
| ১৪ | মোঃ বেলাল | ৭ | আশ্রয়ণ | ০১৮১১-৩৪১০৭৪ |
| ১৫ | আবু তাহের | ৮ | উদ্ধার করা | ০১৮১৬-০২৬২৬৩ |
| ১৬ | দিদরুল আলম | ৮ | আশ্রয়ণ | - |

বারবকুন্ড ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

| ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড নং | প্রশিক্ষণ | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ইমতিয়াজ মানিক | ১ | সংকেত প্রচার | ০১৫৫-৫০৪৩৪৩ |
| ০২ | আমির হোসেন | ১ | উদ্ধার করা | ০১৮১৩-৭০৪৭২০ |
| ০৩ | মামুন | ২ | উদ্ধার সহকারী | - |
| ০৪ | দিদার | ২ | সংকেত সহকারী | ০১৮১৮-০৭৫৬৫৯ |
| ০৫ | আমান উল্যাহ | ৩ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ০৬ | এমরুল হুদা | ৬ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৮১১-৬০৯৮৬১ |
| ০৭ | জসিম উদ্দিন | ৪ | ত্রাণ সহকারী | - |
| ০৮ | দেলোয়ার | ৫ | আশ্রয়ণ | ০১৮১৮-৬৯১৬৯৫ |
| ০৯ | রফিক উদ্দিন | ৫ | আশ্রয়ণ সহকারী | - |
| ১০ | মোঃ মোস্তফা | ৮ | ত্রাণ | ০১৮১৫-০২৫৭০৩ |
| ১১ | মোঃ সফি | ৬ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |
| ১২ | মোহাম্মদ ইমন | ৬ | ত্রাণ | - |
| ১৩ | মোঃ জিয়া | ৭ | সংকেত প্রচার | - |
| ১৪ | মোঃ জসিম উদ্দিন | ৭ | আশ্রয়ণ | ০১৮১৪-৮১৫২৯৪ |
| ১৫ | মোঃ খায়রুল্লা | ৮ | উদ্ধার করা | - |
| ১৬ | মোঃ মহউদ্দিন | ৮ | আশ্রয়ণ | - |
| ১৭ | মোঃ ইব্রাহিম | ৯ | উদ্ধার করা | - |
| ১৮ | মোঃ শামীম | ৯ | প্রাথমিক চিকিৎসা | - |

সংযুক্তি ৪

আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লাঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নেই ।

স্কুল কাম শেল্টারঃ

| আশ্রয় কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| শেখেরহাট সঃপ্রাঃবিঃ | আব্দুল মোতালেব নিজামী | ০১৮২৫-০৩৪০২৬ |
| দক্ষিণ বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | গোলাম ফারুক | ০১৮১৬-৫৫৭৪৯০ |
| উত্তর বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | অতুল চন্দ্র নাথ | ০১৮১২-৩৪৬৫২৭ |
| মহানগর সঃপ্রাঃবিঃ | মনিরুল্লাহ | ০১৮১৯-৫২৬০৪৬ |
| মধ্য বগাচতর সঃপ্রাঃবিঃ | আজমল খান নিজামী | ০১৮১২-৭৭৬৬৮৯ |
| পশ্চিম সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মনোয়ারা আক্তার | ০১১৯৭-১৯৮৫৭৮ |
| পূব সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | স্মৃতি রানী দত্ত | ০১৮১২-৬৩১৮৭২ |
| বাকখালী সঃপ্রাঃবিঃ | জহুরুল হক | ০১৮২৪-৩৭৩৯২৬ |
| উত্তর পশ্চিম সৈয়দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ফারহানা ইসলাম | ০১৮২২-৯০৯৪৪০ |
| আলাকুলি সঃপ্রাঃবিঃ | মুকুল রায় চৌধুরী | ০১৮২০-২৮১০০৬ |
| বগাচতর গুল বাহার রেজি.প্রাঃবিঃ | আলতাফ হোসেন | ০১৮১৫-৬৮১৩৭৭ |
| মধ্যেরধারী রেজি.প্রাঃবিঃ | কামরুল হাসান | ০১৮১৭-২৬০৭৫৫ |
| বারৈয়াঢালা মহালঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ইছহাক নিজামী | ০১৮১৬-৭২৫০৭৯ |
| টেরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ | কাজী নাজিম উদ্দিন | ০১৮১২-১৩২৮৯৭ |
| বারৈয়াঢালা কলাবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সালাউদ্দিন মাহমুদ | ০১৮১৮-৫৬৮৩৯৪ |
| পশ্চিম লালা নগর সঃপ্রাঃবিঃ | আহম্মদ সোবহান | ০১৮১৮-৫২৪০১৪ |
| মুরাদপুর সঃপ্রাঃবিঃ | হুমায়ুন কবির | ০১৮১৯-৩৪৯৭০৫ |
| গুপ্তাখালী সঃপ্রাঃবিঃ | নুরুল আলম | ০১৮১৪-৪৭৭৬১০ |
| ছাদেক মস্তান সঃপ্রাঃবিঃ | - | - |
| ভাটেরখিল সঃপ্রাঃবিঃ | লীলাবতী দত্ত | ০১৮১৩-৯৬৫০৪০ |
| গুলিয়াখালী সঃপ্রাঃবিঃ | শেলী রানী দত্ত | ০১৮১৫-৬৩৮৫৩৪ |
| মুরাদপুর বসরত নগর | সাজ্জাদ হোসেন | ০১৫৫৩-৪০৮৬৩১ |
| গোলাবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ইসমত আরা সুলতানা | ০১৭১৯-১৯৮২৭৭ |
| মধ্য বাঁশবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সুভাষ কান্তি দত্ত | ০১৬৭২-৯৪৮৯৩৬ |
| উত্তর বাঁশবাড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ | শাসছুর নাহার | ০১৭২১-৪৭১৩৪৭ |
| উত্তর মসজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | দিপালী রানী দত্ত | ০১৮১৯-৫১০২৫৫ |
| কোট পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | কামরুজ্জামান বেগম | ০১৬২০-৬২৩৮৯৭ |
| কুমিরা সঃপ্রাঃবিঃ | শরিফা আক্তার | ০১৯১৫-৭৫৭৪৭২ |
| মসজিদ্দা (১)সঃপ্রাঃবিঃ | গোলাম রহমান | ০১৮১৩-৩৬০৩৮৩ |
| দক্ষিণ মসজিদ্দা সঃপ্রাঃবিঃ | ছিনু রানী ভৌমিক | ০১৭৪০-৯৪৮৯২৪ |
| বার আউলিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | সুলতানা সুরাইয়া | ০১৭১৯-১৭৫২১২ |
| দক্ষিণ ঘোরামারা সঃপ্রাঃবিঃ | সবিতা কর | ০১৭১০-৮০০৫৮৫ |
| ইমাম নগর সঃপ্রাঃবিঃ | সালমা খাতুন | ০১৭১৫-১৮৩৪০৫ |
| ভাটিয়ারী সঃপ্রাঃবিঃ | গাজী হুমায়ন কবির | ০১৮১৮-৭৭৪০৭৪ |
| হুসাইনিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | পারভীন আক্তার | ০১৮১৭-৭৩০৭৭০ |
| কদম রসুল সঃপ্রাঃবিঃ | হোসনে আরা বেগম | ০১৭৩৪-০৪২৮২৭ |
| লতিফপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মমতাজ জাহান | ০১৭১২-০৩১৩৯৩ |

| আশ্রয় কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| মধ্য সলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | মুকুল চন্দ্র দাশ | ০১৯২৫-৩৪৬৬৫৫ |
| উত্তর সলিমপুর সঃপ্রাঃবিঃ | তপন সরকার | ০১৮১৭-২৬৩৬০০ |
| দারোগার হাট সঃপ্রাঃবিঃ | সৈয়দ মোঃ আতিকুর রহমান | ০১৭১৮-৬১৮৮৫৪ |
| সীতাকুন্ড সঃপ্রাঃবিঃ | নুর নাহার বেগম রিনা | ০১৭১৮-১১৩৮৭৫ |
| সীতাকুন্ড  উন্নয়ন আদশ সঃপ্রাঃবিঃ | বাদল চন্দ্র চৌধুরী | ০১৮১৫-৩৬৯৯০৫ |
| শিবপুর সঃপ্রাঃবিঃ | রুবি দস্তগীর | ০১৭১১-৯৩৭৩৪৭ |
| অলি নগর সঃপ্রাঃবিঃ | ফজলুল করিম | ০১১৯৫-১০১৩১৫ |
| আকিলপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ফরিদা ছিদ্দিকা আক্তার | ০১৭১৯-২১৪৬৩৬ |
| মাদাম বিবির হাট সঃপ্রাঃবিঃ | শাহানা আক্তার | ০১৮১১-০২৭৯৭৫ |
| নডালিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ফেরদৌস আরা বেগম | ০১৮১৫-৪৩২২২৭ |
| জামাল মিছির সঃপ্রাঃবিঃ | জাফর উল্লাহ | ০১৯১৬-০৬৮১৩৮ |
| মাস্টার পাড়া রেজি. প্রাঃবিঃ | আবুল মনছুর | ০১৮২০-০৪০৫২৮ |
| হামিদুল্লার হাট উচ্চ বিদ্যালয় | - | - |
| আলেকদিয়া শিশু বিদ্যা নিকেতন | সাবিনা ইয়াসমিন | - |
| মাহমুদাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ | কৃতি কনা দত্ত | ০১৭২০-১৪৯৫৬৮ |
| শেখপাড়া ওবাইদিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | স্নেহ কনা শীল | ০১৯১৩-৩১১৫৭৫ |
| পন্থিচিলা সঃপ্রাঃবিঃ | লায়লা আরজু | ০১৮১৪-৮১৬৬৬০ |
| ইয়াকুব নগর সঃপ্রাঃবিঃ | একেএম নুর নেওয়াজী | ০১৮১০-৬৪৫২৬১ |
| মধ্য বহরপুর সঃপ্রাঃবিঃ | সুলতানা ইয়াসমিন | ০১৮১৩-২৩০৩০৩ |
| সীতাকুন্ড থানা সঃপ্রাঃবিঃ | কল্পনা সাহা | ০১৭২১-৭৪২৭৪৮ |
| দত্তবাড়ি সঃপ্রাঃবিঃ | তৃপ্তি রানী ধর | ০১৮১৯-৫৬২৬২৬ |
| আমিনা বিদ্যা নিকেতন | এসএম গোলাম খালেক | ০১৭১১-৩৮৯৯৭০ |
| ওবাইদিয়া শেখ পাড় সঃপ্রাঃবিঃ | | |

## সরকারী/সেরকারী প্রতিষ্ঠানঃ

| আশ্রয় কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| উত্তর সলিমপুর জেলে পাড়া সাইক্লোন সেন্টার | জনাব, সালাউদ্দিন আজীজ | ০১৮১৮-৯০৩৪৭৭ |
| কাজী পাড়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | নুর উদ্দিন মোঃ জাহাঙ্গীর | - |
| আলেকদিয়া ওয়াল্ড ভিশন আশ্রয় কেন্দ্র | এইচএম তাজুল ইসলাম | - |
| ইউপি ভবন | ছাদাকত উল্লাহ | - |

## উচু রাস্তা বা বাঁধঃ

এই উপজেলায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য কোন বাঁধ নেই, তবে ঢাকা- চট্রগ্রাম রোড়ে দুর্যোগের সময় মানুষ আশ্রয় নেয়।

## স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

উপজেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

| স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ এ এস এম আব্দুল মোমেন | ০১৭১১-১৩০৬৩৭ |
| | আলহাজ্ব এস.এম আল মামুন | ০১৭১১-৭৪৯৫০২ |
| | ডাঃ নাজমুল আহসান | ০১৮১৬-২৫১৫৫৩ |
| | নজরুল ইসলাম | ০১৮১৪-৭৭৫২৫৫ |
| | কাজী সাহেরা | ০১৮১৯-৮৬৬৪৪৮ |
| | ডাঃ মোঃ আশেক এলাহী | ০১৮১৯-৬১২৪৪৮ |
| | এসএম শাহ আলম | ০১৭১৫-৬১২০০৬ |
| | মোঃ জহিরুল হক | ০১৭১৬-০৮৪৯৭১ |
| | মোঃ এসকান্দার হোসাইন | ০১৭১৫-৯৭৮৭৯৪ |
| | শুসমা রানী সরকার | ০১৮১৭-৭৭৫৭৯৫ |
| | মোঃ নুর নবী | ০১৮১৫-০৭৩৫২৩ |
| | বিবেকানন্দ চক্রবর্তী | ০১৮১৫-৩২৬৭০৬ |
| | মোঃ মোস্তফা | ০১৮১৮-৮৫৭৯৭৩ |
| | ডাঃ আব্দুল সালাম চৌধুরী | ০১৮১৬-৫১১৯৪১ |
| | ডাঃ এসএম ইফতেখারুল ইসলাম | ০১৮১৯-৩৬৬৬৯৭ |
| | মোঃ জহিরুল আলম | ০১৮২৫-৩৯৭৩৬৪ |
| | ডাঃ মোঃ হাসানুল আরেফিন | ০১৭১৭-১৩৫০৫৯ |
| | মোঃ মাহিদুল ইসলাম | ০১৭১৪-৭৬৩৯৭৭ |
| | ডাঃ সুলতানা আক্তার | ০১৭১৩-১০৪৩৪০ |
| | ডাঃ এসএমএন আলম সিদ্দিকি | ০১৮১৮-৪৪২৯৯২ |
| | ডাঃ কামরুল হাসান | ০১৫৫৪-৩৩৮৮৭৮ |
| | মিঃ রেজাউল করিম | ০১৭৩০-১৬২০৩৯ |
| | মোঃ রেহান উদ্দিন | ০১৮১৯-৮৩৭৯৯৩ |
| | মোঃ সালাম | ০১৭১৩-১৩৩৪১২ |
| | এইচএম তাজুল ইসলাম | ০১৮১৯-৬৩০৪৯১ |
| | ইব্রাহিম বিন মঞ্জুর | ০১৭১৭-৮৯৪১৬৭ |

## অগ্নি নিরাপত্তা কমিটিঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

| ফায়ার স্টেশনের নাম | | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| সীতাকুন্ড ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স | মোঃ ইসমাইল হোসেন | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৮১৬-১৪৩০৩০ |
| | আলহাজ্ব এস.এম আল মামুন | উপজেলা চেয়ারম্যান | ০১৭১১-৭৪৯৫০২ |
| | মোঃ শাহীন ইমরান | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৮৩৭-৭১১৪৫০ |
| | সীতাকুন্ড ফায়ার স্টেশন | জনাব ফখরুদ্দিন, স্টেশন অফিসার | ০১১৯৯-৫৫৮৫০০ |
| | কুমিরা ফায়ার স্টেশন | জনাব ওমর ফারুক, স্টেশন অফিসার | ০১৭১১-৫১৫৩১২ |

## ইঞ্জিন চালিত নৌকাঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় নৌকা চালিত পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বগের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

| ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | রাখাল চন্দ্র দাস | ০১৮৪৬-০৩১৯৮৫ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | অনিল দাস | ০১৮১৮-০৬৯৫৬৯ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | রবি চন্দ্র জল দাস | |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | সূয মোহন | |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | কৃষ্ণ দাস | |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | অজুন জল দাস | ০১৮৩০-৪৮০২৪০ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | রই জল দাস | |
| সলিমপুর ইউনিয়ন | খোরশেদ আলম | ০১৮৩০-৫৫৬৫৬৫ |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন | শহিদুল হাসান | ০১৮১৫-৩৪৫৯২০ |
| কুমিরা ইউনিয়ন | জোসেফ | ০১৮২৭-৫৭৭৪৬২ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | ইব্রাহিম | ০১৮১১-১৭৫৭১২ |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | কামাল | ০১৮৩৯-১৫১০৮১ |

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ

সীতাকুন্ড উপজেরায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

| ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম | স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | উপেন্দ্র জলদাস | ০১৮১৪-১৩৮৮৪৭ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | নিরঞ্জন জলদাস | ০১৮২৪-৫৫০৫৩৭ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | গিয়াস উদ্দিন | ০১৮২৪-৯০৭২৮৭ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | মোঃ জাহাঙ্গীর | ০১৮১৭-৭৭৬৩৩১ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | বাবুল জল দাস | |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | মোঃ ইদ্রিস | ০১৮২৩-৬২১০৮৪ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | মোঃ ইকবাল বাহার | |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | হাফেজ আলমগীর | |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | মোঃ হারুন | |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | জয়নাল আবেদিন | ০১৮১৯-৭৫১৩৫১ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | মোঃ ফরুক | ০১৮২৫-৭২৫৩৩২ |
| সলিমপুর ইউনিয়ন | ইমাম উদ্দিন | ০১৮১৭-৭৪৮৯৭৯ |
| সলিমপুর ইউনিয়ন | জনাব সালাউদ্দিন আজিজ | ০১৮১৯-৩২৯১৯০ |
| সলিমপুর ইউনিয়ন | জামাল আহম্মদ | ০১৮১৯-৩৬৯০২৩ |
| সলিমপুর ইউনিয়ন | মোঃ ওসমান | ০১৮১৩-৭৯৩৭২০ |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন | রাশেদুল হাছান | ০১৮১৩-৯৫২৮৫৬ |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন | ফয়েজ আহম্মদ | ০১৮১৯-৮৪২০৩৩ |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন | সালাউদ্দিন | ০১৮১২-৬০০৮০০ |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন | মোঃ নবী | ০১৮১৭-৭৫৭৪৬২ |
| কুমিরা ইউনিয়ন | নাছিমা বেগম | ০১৬৭১-৬৮৪৬২৭ |
| কুমিরা ইউনিয়ন | মোঃ সফি | ০১৮১৫-১৪৬৫৪১ |
| কুমিরা ইউনিয়ন | সরোয়ার কামাল খোকন | ০১৯২৪-৩০৩৫৩৫ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | মোঃ শাহিন | ০১৮১৯-১৭১৯৮২ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | সিরাজুল ইসলাম | |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | গৌতম | ০১৭১১-৭১৪১১১ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | মোঃ হানিফ | ০১৮১৬-৮২৮৩১০ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০১৮১৯-৬২২০৮০ |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন | মোঃ মহিউদ্দিন | ০১৮১৯-৮৭৪২১৩ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | শাহ আলম | ০১৮১১-২৫৮৮৪৯ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | দিপক কুমার পাল | ০১৯৮৯-৭৮১৫৯০ |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন | মঞ্জুরুল ইসলাম | ০১৮১৯-১৭৬৫৬৪ |
| বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন | নুরুল আবছার | ০১৮২৫-৩৯৬৬৭৮ |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | সুনীল চন্দ্র নাথ | ০১৯১২-২৫৮০৭৯ |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | জয়নাল আবেদীন | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | আনোয়ার হোসেন | ০১৮৩৫-২৬৬৮১০ |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | মহসিন | ০১৮১৩-৩৯৮৯৬১ |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | অলি হোসেন | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | নুরুল আবছার | |

| ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম | স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম | মোবাইল নং |
|---|---|---|
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | বিলনেন্দু বাসু | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | শহীদ উল্লাহ | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | আজিজুল হক | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | নুরুল ইসলাম | |
| বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন | আব্দুল কুদ্দুস | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | আল আমিন | ০১৮১৯-৮৮৬৭৪৮ |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | শাহজাহান | ০১৮১৮-৮৭১০৬৫ |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | নিজাম উদ্দিন | ০১৮২৪-৭৮৭৭৬৪ |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | ইসাহাক সৌদাগর | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | আঃ গনি | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | নোয়া মিয়া | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | এজাহারুল ইসলাম | ০১৭২০-০৪৭৪২৫ |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | নুর হোসেন | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন | মোশাররফ হোসেন | ০১৮১৯-৬৩৬২৫৬ |
| পৌরসভা,সীতাকুন্ড | আলমগীর | ০১৮১৯-৩৮২৫১০ |
| পৌরসভা, সীতাকুন্ড | জাহিদুল ইসলাম | |
| পৌরসভা, সীতাকুন্ড | লিটন | ০১৮১৫-৪৮৩৮৪০ |
| পৌরসভা,সীতাকুন্ড | মোঃ তুহিন | |
| পৌরসভা, সীতাকুন্ড | দিদার | ০১৭১৭-৫৮৬৯১৮ |
| পৌরসভা, সীতাকুন্ড | বেলাল হোসেন | |
| পৌরসভা, সীতাকুন্ড | মিঠুন | ০১৮১৯-৮৮৯৬৮৯ |

সংযুক্তি ৫

## এক নজরে সীতাকুন্ড উপজেলার তথ্যাবলী নিম্নে দেখানো হলঃ

| ক্রঃ নং | আয়তন | ৪৮৩.৯৬ বর্গ কি.মি. | ক্রঃ নং | গীর্জা | ০৪ টি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ইউনিয়ন/উপজেলা | ০৯ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা | ২৩ | ঈদগাঁহ | ১২ টি |
| ২ | মৌজা | ৬৬ টি | ২৪ | ব্যাংক | ২৯ টি |
| ৩ | গ্রাম | ১২০ টি | ২৫ | পোস্ট অফিস | ১৮ টি |
| ৪ | পরিবার | ৭৭২৭৯ টি | ২৬ | ক্লাব | ৯০ টি |
| ৫ | মোট জনসংখ্যা | ৩৮৭৮৩২ জন | ২৭ | হাট বাজার | ৩০ টি |
| ৬ | পুরুষ | ২০২১৩৭ জন | ২৮ | কবর স্থান | ৪৭৬ টি |
| ৭ | মহিলা | ১৮৫৬৯৫ জন | ২৯ | শ্মশান ঘাট | ১৪০ টি |
| ৮ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ২২১ টি | ৩০ | মুরগীর খামার | ২৭টি |
| ৯ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯৬টি | ৩১ | তাঁত শিল্প কারখানা | ৪টি |
| ১০ | রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১টি | ৩২ | গভীর নলকুপ | ৫২৮ টি |
| ১১ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩২ টি | ৩৩ | অগভীর নলকুপ | ২৬৭৫০টি |
| ১২ | কলেজ | ০৬ টি | ৩৪ | হস্তচালিত নলকুপ | - |
| ১৩ | মাদ্রাসা, দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী | ১৮ টি | ৩৫ | নদী | ১টি(৩৩ কি:মি) |
| ১৪ | ব্র্যাক স্কুল | ১০ টি | ৩৬ | খাল | ২৪ টি |
| ১৫ | কিন্ডার গার্ডেন স্কুল | ৯৪ টি | ৩৭ | বিল | নেই |
| ১৬ | শিক্ষার হার | ৯৬.৫৩% | ৩৮ | হাওড় | নেই |
| ১৭ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৯ টি | ৩৯ | পুকুর | ২৮৬৫ টি |
| ১৮ | বাঁধ | ১ টি (বেরি বাঁধ) | ৪০ | জলাশয় | ৩৬ একর |
| ১৯ | সুইচ গেইট | ২৩ টি | ৪১ | কাঁচা রাস্তা | ২৯৫.৫০ কি.মি. |
| ২০ | ব্রীজ | ১১৬ টি | ৪২ | পাকা রাস্তা | ১৯৯ কি.মি. |
| ২১ | মসজিদ | ৪০৮ টি | ৪৩ | এইচবিবি রাস্তা | ১৭৯.৫৫ কিঃমিঃ |
| ২২ | কালভার্ট | ৩৯৭ টি | ৪৪ | খেলার মাঠ | ৪৯ টি |

সংযুক্তি ৬

## বাংলাদেশ বেতারের প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

| বেতার কেন্দ্র | প্রচারিত অনুষ্ঠানের নাম | প্রচারের সময় | বারের নাম |
|---|---|---|---|
| ঢাকা-ক | কৃষি সমাচার | সকাল ৬.৫৫-৭.০০ | প্রতিদিন |
| | সুখের ঠিকানা | সকাল ৭.২৫-৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | স্বাস্থ্যেই সুখের মূল | সকাল ১১.৩০-১২.০০ | শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| | সোনালী ফসল | সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫ | প্রতিদিন |
| | আবহাওয়া বার্তা | সন্ধ্যা ০৬.৫০- ৭.০০ | প্রতিদিন |
| চট্টগ্রাম | কৃষি কথা | সকাল ৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | কৃষি খামার | সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০ | প্রতিদিন |
| | সুখী সংসার | রাত ০৬.৫৫-০৮.৩০ | প্রতিদিন |
| রাজশাহী | ক্ষেত খামার সমাচার | সকাল ০৬.৫৫-০৭.১০ | প্রতিদিন |
| | সবুজ বাংলা | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০ | প্রতিদিন |
| খুলনা | স্বাস্থ্য তথ্য | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | চাষাবাদ | সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০ | প্রতিদিন |
| রংপুর | সুখের ঠিকানা | সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | ক্ষেত খামারে | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৩০ | প্রতিদিন |
| সিলেট | আজকের চাষাবাদ | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | সুখের ঠিকানা | সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | শ্যামল সিলেট | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫ | শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| ঠাকুরগাঁও | কিষাণ মাটি দেশ | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৫.২৫ | শনি, সোম ও বুধ |
| কক্সবাজার | আজকের কৃষি | বিকেল ০৩.০৭-০৩.২৫ | প্রতিদিন |
| | সোনালী প্রান্তর | বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫ | মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার |
| বরিশাল | কৃষি কথা | বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০ | শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন |
| | ছোট পরিবার | বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০ | সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| রাঙ্গামাটি | জীবনের কথা | দুপুর ০১.৪০-০১.৫৫ | প্রতিদিন |
| | খামার বাড়ী | বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫ | প্রতিদিন |

সন্ধ্যা ০৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে এক যোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত  গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী নিম্নে দেয়া হল।

| বেতার কেন্দ্র | অনুষ্ঠানের নাম | সময় | বার |
|---|---|---|---|
| রেডিও সাগড়গিরি এফ এম ৯৯.২ | সুস্থ্য জীবন (এইডস), প্রমো, পিএসএ | দুপুর ১২.৩৫-১.০০ | প্রতিদিন |
| | নজরুল সংগীতের  অনুষ্ঠানঃ অগ্নি বীনা প্রমো, পিএসএ | ১.০০-১.৩০ | |
| | জলবায়ু পরিবর্তনে হই সচেতন, সুস্থ্য সুন্দর হোক সবার জীবন | ১.৩০-২.০০ | |
| | ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠানঃ পরশ মনি | ২.০০-২.৩০ | |
| | ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠানঃ শিক্ষাথীদের আসর | ২.৩০-৩.০০ | |
| | রকমারী গানের অনুষ্ঠানঃ রং ধনু | ৩.০০-৩.৩০ | |
| | সাক্ষাৎকার ধমী অনুষ্ঠানঃ কথার মালা | ৩.৩০-৪.০০ | |
| | স্থানীয় শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠানঃ সারথী | ৪.০০-৪.৫০ | |
| | অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণাঃ আগামী দিনের শিরোনাম | ৪.৫০-৫.০০ | |

প্রাপ্ত সূত্রঃ উপজেলা পরিষদের সকল সরকারী অফিস, সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এলাকার প্রবীন ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাক্ষাতকার গ্রহনের মাধ্যমে।

# উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

**কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়